ইসলাম প্রচার সিরিজ ১

দুই সুলতান

জামান সাদী

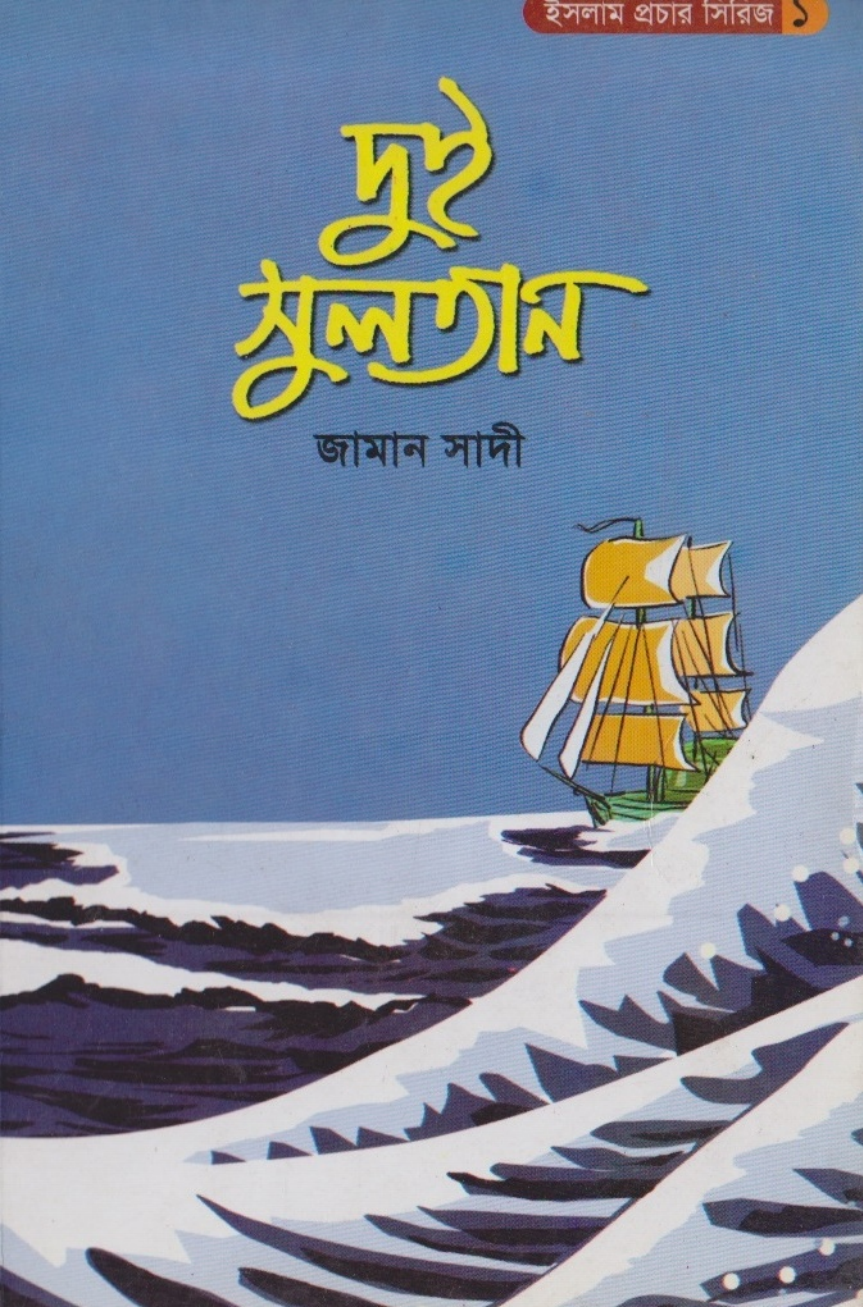

দুই সুলতান

জামান সাদী

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

দুই সুলতান

জামান সাদী

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ

যোগাযোগ
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার,
[ডাক্তারের গলি], ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৪

বাসাপগ্র ১১৭

প্রচ্ছদ
ফরিদী নূ'মান

মূদ্রক
ইছামতি অফসেট প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: ৪০ টাকা মাত্র

DUE SULTAN
Written by **Zaman Sadi**

Published by
Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410

Price Tk.40.00 Only.
ISBN-984-485-087-8
BSP-117-2004

www.pathagar.com

নিবেদিত

শ্রদ্ধাভাজন মাতামহ মিঞা ইউসুফ আলী,

যিনি মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন

এবং

মাতামহী হালিমা বেগম,

যাঁর রূপকথার ঝুলি

আমার মধ্যে পড়ার নেশা জাগিয়েছে

তাঁদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায়।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস

কাবিলের বোন ❐ আল মাহমুদ
যে পারো ভুলিয়ে দাও ❐ আল মাহমুদ
মুনীরা ❐ জামেদ আলী
লাল শাড়ী ❐ জামেদ আলী
অরণ্যে অরুণোদয় ❐ জামেদ আলী
আল্লার পথের সৈনিক ❐ নাজিব কিলানী
মুজাহিদের তলোয়ার ❐ নসীম হিজাযী
মানুষ ও দেবতা ❐ নসীম হিজাযী
অপরাজিত ❐ নসীম হিজাজী
ভারত যখন ভাঙলো ❐ নসীম হিজাজী
প্রত্যয়ের সূর্যোদয় ❐ নসীম হিজাযী
বিদ্রোহী জাতক ❐ শফীউদ্দীন সরদার
ঝড়মুখী ঘর ❐ শফীউদ্দীন সরদার
রোহিনী নদীর তীরে ❐ শফীউদ্দীন সরদার
সুদূরের ভালোবাসা ❐ সোলায়মান আহসান
অলক্ষ্যে অগোচরে ❐ সোলায়মান আহসান
ডুমুরের দিনগুলি ❐ জয়নুল আবেদীন আজাদ
একবার ফিরে চাও ❐ মোহাম্মদ আলী আজম
আষাঢ়ের আগুন ❐ মোহাম্মদ আলী আজম
মন মনান্তর ❐ সুফিয়া হাফিজ মুক্তা

www.pathagar.com

১

গুমোট আবহাওয়া। কোথাও সামান্যতম বাতাসের প্রবাহ নেই। নিস্তরঙ্গ নদীর বুক চিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে একটি বজরা। রঙ-বেরঙের নক্সা আঁকা হয়েছে বজরাটিতে। নানা রঙের ফুল, পালক ও কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটি। দেখেই বোঝা যায়, বিয়ে যাচ্ছে। বর, কনে, বরের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা চলেছে বজরাটিতে।

বরযাত্রীরা ফেরার পথে আমোদ-ফুর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছে। উন্মত্ত হয়ে পড়েছে বলাই বোধ হয় বেশি যুক্তিসঙ্গত। একদল চিৎকার করে গান গাচ্ছে। আরেক দল উদ্দাম নেচে চলেছে। অন্য একদল সবচেয়ে বেসামাল। সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি লোপ পেয়েছে ওদের। ওরা বাদকদের নিকট থেকে ঢোল-বাঁশি কেড়ে নিয়ে গগণবিদারী শব্দে বাজিয়ে চলেছে। আকাশের দিকে লক্ষ্য করার গরজ নেই কারো। থাকলে ওরা দেখত, ঈশান কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

আকাশ বাতাস বা প্রকৃতি বর-কনের স্বপ্ন রচনায় কোনই বাধ সাধেনি। বজরার কামরায় মুখোমুখি বসে আছে ওরা। উভয়ের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। স্বপ্নের সাম্পান বেয়ে ওরা চলেছে সুদূরের কোন কল্পরাজ্যে। সেখানে ফুরফুরে বাতাসের অবিরাম প্রবাহ। সূর্যের হাসি অমলিন-তাপহীন। স্বচ্ছতোয়া নদীর ছোট ছোট নীল ঢেউয়ে মণি-মুক্তার ঝিলিক। কলকলিয়ে হেসে ঝর্ণার লাফিয়ে চলা। পাহাড়-প্রান্তরে নতুন পত্র-পল্লবের সবুজ ছোপ। গাছে গাছে টকটকে লাল ফুল আর সোনারঙ ফলের সুরভিত সওগাত। চারিদিকে শুধু সৌন্দর্য আর শান্তি। সেই

www.pathagar.com

স্বপ্নরাজ্যে ওরা রাজা আর রানী। কোন প্রজা নেই পাখপাখালি, প্রজাপতি, হরিণ, মেষপাল আর কাঠবেড়ালী ছাড়া।

স্বপ্নমদির চোখে বর চেয়ে আছে তার বালিকা বধূর চেহারার দিকে। কনে মাঝে মাঝে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। সে যতবার চোরা চোখে তার স্বামীর পৌরুষদীপ্ত চেহারা দেখতে চেয়েছে, ততবারই ধরা পড়ে গেছে। সে দেখেছে, তার স্বামী তারই দিকে চেয়ে আছে। এতে সে যেমন লজ্জা পেয়েছে, তেমনি পুলকিতও হয়েছে। বালিকাসুলভ চপলতায় সে হেসে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। বরটি তার বধূর মুখ থেকে হাত সরাতে চেষ্টা করেছে; আর বধূটি আরো শক্ত করে মুখ ঢেকেছে। এভাবে বর তার বালিকা বধূর সাথে সম্পর্ক সহজ-স্বাভাবিক করে নিতে চাচ্ছিল। সে মুখ গোমরা করে বলল, 'তুমি এত কৃপণ জানলে কি আর বিয়ে করতাম!'

এ কথায় বউটি কেঁপে উঠল। কম্পিত স্বরে বলল, 'কোন অপরাধ করে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ, করেছই তো! তোমাকে একটু দেখবো, সে সুযোগও দিচ্ছো না।'

এ কথা শুনে বালিকাটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সে বলতে চাইল, জীবনের তো সবে শুরু, সারাটি জীবন দেখো। কিন্তু মুখে কথা সরলো না।

বর-কনে, বরযাত্রী– আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকলেও মাঝিদের চোখ অনেকক্ষণ থেকেই আকাশ দরিয়ায় কালো মেঘের পাল খুঁজে ফিরছিল। তাদের অভিজ্ঞতায় বলে, এ রকম গুমোট আবহাওয়া ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। একজনের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঈশান কোণে আটকে গেল। এক টুকরো কালো মেঘ তার নজরে পড়েছে। সবার দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়ে দিল সে। মধ্যবয়সী সর্দার-মাঝি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বজরার অন্য প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল সে। সেখানে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে বরের বন্ধু। এগিয়ে যেতে যেতে সর্দার মাঝি দেখল বরও যুবকটির কাছেই যাচ্ছে। সে ভাবল, ভালই হল। সরাসরি বরের নির্দেশ জেনে নেওয়া যাবে।

সর্দারকে এগিয়ে আসতে দেখে যুবকটি ঘুরে দাঁড়াল। উৎসুক চোখে চাইল সে, তুমি কিছু বলতে চাও?

www.pathagar.com

আজ্ঞে কর্তা, ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। অনুমতি পেলে সামনেই কোথাও বজরা ভিড়াই। এখনো তো অনেক পথ।

যুবক নিরুৎসুকভাবে আকাশের দিকে চাইল। সাত দিগন্ত জরিপ করে এসে ঈশান কোণে আটকে গেল তার দৃষ্টি। সে দেখল, এক টুকরো কালো মেঘ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। সর্দারের দিকে ফিরল সে, 'যত শীঘ্র পারো তীরে পৌঁছার চেষ্টা করো।'

'যে আজ্ঞা', বলে দ্রুত ফিরে গেল সর্দার মাঝি।

বর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে।'

ফুৎকারে উড়িয়ে দিল, 'তুমি ভুলে গেলে কেশব, যাত্রা অশুভ বলে জ্যোতিষ ঠাকুর পুরো একবেলা আমাদের আটকে রেখেছিলেন? দিন-ক্ষণ ভাল মত গুণে দেখে শুভক্ষণে আমাদের বিদায় দিয়েছে কনেপক্ষ। দুশ্চিন্তা বাদ দাও।

মৃদু হেসে কেশব বলল, জ্যোতিষ ঠাকুরের কথায় এত বিশ্বাস, তো বজরা তীরে ভিড়াতে বললে যে!'

'কথায় বলে না, সাবধানের মার নেই!'

'ও আচ্ছা', বলে চুপ করে গেল কেশব।

এমন সময় মাঝিদের চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল ওরা দু'জন। মাঝিরা উচ্চস্বরে ঠাকুর-দেবতার নাম জপা শুরু করেছে। ওদের ভীত-বিহ্বল দৃষ্টি অনুসরণ করে দুই বন্ধু তীরের দিকে তাকালো। দেখলো, গাছপালায় আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। দেখতে না দেখতে নদীর পানিতে ঢেউ জাগল। বন্ধুটি কেশবকে বলল, 'তুমি বৌদির কাছে যাও, উনি ভয় পাবেন। আমি এদিক দেখছি।'

কথাটি বলেই সে মাঝিদের দিকে ছুটল।

কেশব ছুটল কামরার দিকে।

বধূটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বিছানার উপর বসেছিল। কেশবকে দেখে সে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। কেশব বিছানায় তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তার পিঠে হাত রেখে কোমল স্বরে ডাকলো, 'রাধা!'

রাধা ডাগর চোখ তুলে চাইল তার দিকে।

www.pathagar.com

'ভয় কী!' কেশব আশ্বস্ত করতে চাইল তাকে।
এমন সময় বজরা দুলে উঠল। রাধা কেশবের হাত আঁকড়ে ধরল। কেশব তার প্রশস্ত বুকের আশ্রয়ে নববধূকে নিয়ে নির্ভয় করতে চাইল। সে অনুভব করল, রাধা আতঙ্কিত খরগোশের মত কাঁপছে। সে এও অনুভব করল, বধূটির বিপদাশংকায় সে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। নিজেকে নিয়ে ভাবছে না সে। সাঁতার, ঘোড়দৌড়– এসব তার কাছে ছেলে খেলা। তার নববধূটিও সাঁতার জানে; নদীর ঘাটে তাকে প্রথম যেদিন দেখে, সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন সে সাঁতরে ফিরছিল কয়েকজন সখীর সাথে। কিন্তু আজ এই উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে কোন দক্ষ সাঁতারুও নামতে চাইবে না। তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। আরো জোরে দুলে উঠেছে এবার বজরা। রাধাকে নিয়ে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল কেশব। ঠিক সেই মুহূর্তে বজরা মারাত্মকভাবে একদিকে হেলে গেল। বর-কনে নদীতে ছিটকে পড়ল। ঝড়ের গর্জন, যাত্রীদের আর্তচিৎকার ভেদ করে কেশবের চিৎকার শোনা গেল, 'রাধা...শক্ত করে আমার বাম হাত ধরে থাকো...সাঁতরাতে চেষ্টা করো...।'
রাধা প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু একেকবার বিশালাকার ঢেউ এসে যখন ওদের উপর আছড়ে পড়তে লাগল, তখন সে বুঝল, এভাবে বেশিক্ষণ এক সাথে থাকা যাবে না। কেশবও বুঝল। তবু সে প্রাণপন চেষ্টা করে যেতে লাগল। সেই সাথে চিৎকার করে করে রাধাকে সাহস যোগাতে লাগল।
কিছু দূর এভাবে সাঁতরানোর পর সাধ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল রাধা। হাত দুটি অবশ হয়ে গেছে তার। আর সে পারবে না, বুঝে গেছে। ঠিক এই সময় অমোঘ নিয়তির মত বিরাট এক ঢেউ এসে দু'জনকে মাথায় তুলে নিল। পরক্ষণেই আছড়ে ফেলল। সেই সাথে রাধার হাত আলগা হয়ে গেল। অন্ধকারে সে কেশবকে দেখতে পেল না।
কেশব চিৎকার করে উঠল, রাধা!'
'আমি এই দিকে', রাধা সাড়া দিল।
'হাত-পা ছেড়ে দিয়ে...শুধু ভেসে থাক...আসছি', চিৎকার করে বলল কেশব। কিন্তু আসতে পারল না সে। তার আগেই এসে পড়ল আরেক প্রবল ঢেউ। দু'জনের দূরত্ব আরো বেড়ে গেল। কেশব বুঝল, রাধার কাছে

www.pathagar.com

পৌঁছানো অসম্ভব। সে আবার চিৎকার করে উঠল, রাধা...সাঁতরিও না...শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করো...ঢেউয়ের হাতে...নিজেকে ছেড়ে দাও...।'

পরবর্তী একঘড়ি সময় দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেল। সাঁতার না কেটে হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে কেশব। বিরাট বিরাট ঢেউ একেকবার তাকে মাথায় তুলেছে, আবার আছড়ে ফেলেছে। এভাবে কতক্ষণ চলল তা সে বলতে পারবে না। তার শুধু মনে হচ্ছিল, এ ঝড়ের বোধ হয় শেষ নেই। শুধু অসহায়ের মত ভেসে চলা।

এক সময় তার মনে হল, ভেসে থাকাও বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে কেশব। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভেসে থাকতে চাচ্ছে সে। কিন্তু তবুও সে ডুবছে। ডুবছে-ডুবছে-ডুবছে। হঠাৎ পায়ের নীচে মাটি পেল কেশব। জোড়া পায়ে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে পানির উপরে উঠে এল সে। বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পেশীতে তার শক্তি সঞ্চার করল। প্রাণের দায়ে সামনের কয়েক হাত দূরত্ব অবলীলায় সাঁতরে এল কেশব। তারপর কোনমতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে তীরে উঠে এল সে। আর তখনই বুঝল, ঝড় একটুও কমেনি। তীরের গাছ-পালায় প্রবল আলোড়ন চলছে।

ভেজা বালুর উপর ধপ্ করে বসে পড়ল কেশব। তারপর হাত-পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। এ সময় হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে কেশব দেখল, অদূরে দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা গাছ। অন্ধকারে সেদিকেই আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে রইল সে। পরক্ষণে আবার বিদ্যুৎ চমকালে সে দেখল গাছটির গায়ে বড় বড় কাঁটা। হঠাৎ ঝড়ের প্রবল এক দমকায় গাছটি উপড়ানোর শব্দ শুনতে পেল সে। দ্রুত উঠে পড়ে সরে যেতে চেষ্টা করল কেশব। কিন্তু কাঁটাযুক্ত একটি ডাল এসে আঘাত হানল তার মাথায়। জ্ঞান হারালো কেশব।

কেশবের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করল বিশাল এক বটগাছের নীচে। শীতল পাটির উপর বিছানো নক্সীকাঁথায় শুয়ে আছে সে। মাথার উপর বটগাছের প্রসারিত শাখা-প্রশাখা। বৃষ্টি থেমে গেলেও পাতা চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে অনেক স্থানে।

www.pathagar.com

কেশবের বুকের বাম দিকেও পড়ছে পানি। সরার চেষ্টা করল না কেশব। প্রতিটি ফোঁটা বৃষ্টির পানি তাকে যেন ক্রমশ সজীব করে তুলছে। আরাম বোধ করছে সে।

মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। বটপাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে কেশবের মাথায়, মুখে, বুকে। চাঁদ-আহ কী সুন্দর! তার রাধা– সেও তো কত সুন্দর! রাধা! হঠাৎ করেই কেশবের মনে পড়ে গেল তার নববধূর মুখটি। সে কোথায়? মাথা ঘুরিয়ে নিজের উভয় দিকে দেখল কেশব। কিছু অপরিচিত লোক বসে আছে তার শিয়রে। কিন্তু রাধা নেই। সহসা সবকিছু মনে পড়ে গেল তার। প্রবল ঝড়ে তাদের বজরা ডুবে গিয়েছে। সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাধাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে পারেনি তাকে ধরে রাখতে। রাধা, তার বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, মাঝি-মাল্লা– এরা সব কোথায়?

দ্রুত উঠে বসতে চাইল কেশব। কিন্তু মাথায় তীব্র বেদনা অনুভব করায় আর্তনাদ করে উঠল সে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল তার চেহারা। চোখ বুজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। সামলে নেবার পর আবার চোখ মেলল কেশব। সেই অপরিচিত লোকগুলো– তাদের চোখ-মুখে দয়া, মমতা ও মানবতার মাখামাখি।

'রাধা! রাধা কোথায়?' ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল কেশব।

কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে তার প্রশ্ন, তারা কথার পরিবর্তে অস্ফুট গোঙানি শুনতে পেল। এক যুবক ত্বড়িৎ উঠে গিয়ে পেয়ালায় পানি নিয়ে এল। সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ বললেন, 'বেটা ধীরে ধীরে পান কর।'

এরপর কেশবকে মধুর তৈরি শরবত দেওয়া হল। সেটুকু পান করে সে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন কোথায়?'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'এখন তুমি নিরাপদ আশ্রয়ে আছ। আর কোন ভয় নেই।'

'আপনি কে? আমি এখানে কিভাবে এলাম?'

'সব জানতে পারবে', দরদমাখা কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন। 'তবে এখন কোন কথা নয়। মাথায় বড় জখম হয়েছে। অনেক খুন ঝরেছে। আগে এটার একটা ব্যবস্থা করি।' কথা শেষ করে বৃদ্ধ একটা তরল ঔষধ লাগিয়ে

www.pathagar.com

দিলেন কেশবের মাথার জখমে। তারপর পরম যত্নে পরিষ্কার কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিলেন।
কেশব সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অপরিচিত লোকগুলোর দিকে। 'মরে কি আমি স্বর্গে এসেছি। এরা কি সব স্বর্গের সেবক?' আপন মনে ভাবছিল কেশব। 'কিন্তু এরা তো মুসলমান!'

২

কিছুক্ষণ পর। কেশব শুয়ে আছে বজরার কামরায়। সৌম্যদর্শন সেই বৃদ্ধ কেশবের শয্যাপাশে বসে আছেন। তার কপালে হাত রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন বোধ করছ?'
'নিজের কথা মোটেই ভাবছি না', ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল কেশব। 'আমার লোকজনের সংবাদ না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই। জানেন ওদের সংবাদ?'
'আমার লোকেরা আরো দু'জনকে পেয়েছে। আর কারো কথা আমরা জানি না।'
কেশব অধৈর্য্য হয়ে উঠল, 'আমি ওদের সাথে দেখা করব।'
এ সময় একজন লোক পাথরের বাটিতে দুধ নিয়ে এল। আবদুর রহমান বাটি হাতে নিয়ে তুলে ধরলেন কেশবের মুখে। সে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আগে আমার সঙ্গীদের দেখতে চাই। বৃদ্ধ তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন, 'ওদের আর কোন বিপদ নেই। তুমি এটুকু পান করো। আমি ওদের সাথে দেখা করানোর ব্যবস্থা করছি।'
কেশব অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকবার চুমুক দিল। তারপর বলল, 'ওরা কোথায়?'
আবদুর রহমান দুধের বাটি পাশের একজনের হাতে দিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনকে নীচু স্বরে বললেন, 'বজরায় উঠিয়ে আনো।'
তারপর কেশবের দিকে ফিরে বললেন, 'ওদের আনতে পাঠালাম।'
কিছুক্ষণ পর। ধীরে ধীরে কেশবকে নিয়ে যাওয়া হল গলুইয়ের কাছে। কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে মৃতদেহ দু'টো।

www.pathagar.com

কেশব লাশ দু'টো চিনল। এগুলো তার দু'জন প্রতিবেশীর। বরযাত্রী হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিল এরা। মনটা কেঁদে উঠল কেশবের। তার নিমন্ত্রণে এসে আজ ওরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল! তার আনন্দে অংশ নিতে এসে নিজের আত্মীয়-পরিজনকে চির দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গেল! এ হতভাগাদের শেষ দেখাও দেখতে পাবে না এদের আত্মীয়-স্বজন! বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল কেশবের। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল তার। পরক্ষণেই রাধার কথা মনে হওয়ায় কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কারো সংবাদ কি আপনারা জানেন?'

আবদুর রহমান জানালেন, 'আর কাউকে পাওয়া যায় নি। নদীর তীরে নৌকার ভাঙ্গা কিছু কাঠ, হাল এ জাতীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু কারো চোখে পড়েনি।'

শংকাকূল হয়ে উঠল কেশবের মন। ওদের অকল্যাণ চিন্তায় সে মুষড়ে পড়ল। বৃদ্ধের হাত চেপে ধরল সে, 'বাবা, আমার জন্য আপনারা অনেক করেছেন। এখন দয়া করে যেতে দিন; আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ি পৌঁছতে হবে।'

আবদুর রহমান আপত্তি জানালেন, 'না বেটা, তোমার মাথার চোট মামুলি নয়। প্রচুর খুন ঝরেছে। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'কিন্তু বাবা, আমার মনের চোট আরো মারাত্মক। বাড়ি না গেলে তা সারবে না।'

'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। বেশ, সকালেই আমরা তোমার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথায় চলেছিলে?'

'আমি বিয়ে করে বাড়ি ফিরছিলাম', কথাটি বলেই উন্মনা হয়ে গেল কেশব। রাধার অনিন্দ্য সুন্দর মুখটি স্মৃতিপটে ভেসে উঠল তার। আর কোন কথা বলতে পারল না সে। চোখে আঁশুর মেঘ জমল। কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

আবদুর রহমান তার পিঠে হাত রাখলেন। তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি, 'বেটা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহকে ডাক। মনে রেখ, শত্রুর সামনে যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, সে সাহসী; আর প্রকৃত নির্ভীক তো

www.pathagar.com

সে, বিপদে যে নির্বিকার। শত্রু যাকে টলাতে পারে না, সে শক্তিমান কিন্তু মহাশক্তিমান সে, যে বিপর্যয়ে অটল।'

নিজেকে সামলে নেবার কোশেশ করল কেশব। সে বলল, 'আপনার এ কথাটা আজীবন মনে থাকবে।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বলল, 'আপনাদের এত কষ্ট দিচ্ছি অথচ এখনো আপনাদের সম্পর্কে কিছুই জানা হল না।'

কেশবের কৌতূহল মেটাতে বৃদ্ধ বললেন, 'আমি এক সওদাগর। নাম আবদুর রহমান। এখানে বজরা নোঙর করেছিলাম শিকারের জন্য। এমন সময় ঝড় শুরু হওয়ায় অপেক্ষা করছিলাম। তুমি নদীর তীরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। আমার লোকেরা তোমাকে দেখতে পেয়ে উঠিয়ে এনেছে।'

'এদিকে কোন মুসলমান আছে বলে তো শুনিনি! কোথা থেকে আসছেন আপনারা?'

'আমরা আসছি চাটগাঁও থেকে। ইসলাম সেখানে কয়েকশ' বছর আগে এসেছে। আমার মত সওদাগরদের মাধ্যমেই। আরবের বণিকেরা সারা জাহানের সাথে বাণিজ্য করে। সুদূর চীনের পুবদিকের বন্দরগুলোতেও গিয়ে পৌঁছায় তাদের সওদাগরী জাহাজ। হিন্দের রত্ন, সরন্দীপের (সিংহল) মসলা আর চাটগাঁর হাতির দাঁত তারা নিয়ে যায় পূর্বে চীন দেশে এবং পশ্চিমে আন্দালুসিয়া (স্পেন), রোম ও সেই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে। বাণিজ্যই এসব বণিকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। আল্লাহর বাণী দেশ-বিদেশে প্রচারের মহান দায়িত্বও তাঁরা নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় হিজরী প্রথম শতকেই চাটগাঁয়ের অনেক মানুষ সত্যের সন্ধান পেয়েছে।'

'আপনার পূর্বপুরুষরা কি হিন্দু ছিলেন?' প্রশ্নটা করেই কেশবের মনে হল, এভাবে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হয়নি।

আবদুর রহমান মৃদু হেসে বললেন, 'না বেটা, আরব দেশ থেকে যারা ইসলাম প্রচারে এসেছিলেন, আমি তাদের একজনের বংশধর। দাদার মুখে শুনেছি, আমাদের পূর্বপুরুষের জাহাজ চাটগাঁও ছেড়ে চীন যাবার পথে রামরী দ্বীপের সাথে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে যায়। তখন আরাকানের

www.pathagar.com

রাজা মহত ইঙ্গত চন্দয়ত* তাঁদের আশ্রয় দেন। সওদাগরদের অনেকে আরাকানের গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। আমাদের পুরুষ চলে আসেন চাটগাঁর সুলক বহর। এখনো আমরা ওখানেই বাস করি।'

'এদিকে কি বাণিজ্যে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম গৌড়ে। সেখান থেকে উত্তরাঞ্চল ঘুরে আসছি।'

'চলেছেন কোথায়?'

'আমরা হরিরাম নগরে যাচ্ছি আল্লাহর এক পেয়ারা বান্দাহর সাথে দেখা করতে।'

'কে তিনি?'

'তাঁর নাম সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ বল্‌খী। বল্‌খ দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছেন আমাদের দেশে।'

চুপ করে গেল কেশব। সেই মুহূর্তে আবদুর রহমানের উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছিল সে। তার মনে হচ্ছিল, এই লোকগুলো তার জাতির লোকদের ধর্মনাশ করছে। এদের ব্যবহার যত মধুরই হোক, এরা জাতির শত্রু।

যদিও ভোরে যাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন আবদুর রহমান, সেটা আর সম্ভব হল না। শেষ রাত্রে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল কেশবের। লেপ-কাঁথার স্তূপের নীচে থেকেও হি হি করে কাঁপছিল কেশব। আবদুর রহমান রাত জেগে বসে ছিলেন তার শিয়রে। মাঝে মাঝে এক টুকরা ভেজা কাপড় তার কপালে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিচ্ছিলেন তিনি। আবার এক সময় তা সরিয়ে নিচ্ছিলেন। কখনো আবার পরম যত্নে ঔষধ সেবন করাচ্ছিলেন।

আবদুর রহমানের সেবায় কেশব আরাম বোধ করছিল। আন্তরিকতাব কোমল পরশে সেই অস্বস্তিবোধ কমে গেল। সে বরং মুগ্ধ হচ্ছিল। তার পিতা এ সময় পাশে থাকলেও এর চেয়ে বেশি করতেন না তার জন্য।

* এই রাজার রাজত্বকাল ছিল ৭৮৮ খৃ: থেকে ৮১০ খৃ:। তাঁর সময়ে সংঘঠিত এই ঘটনাটা আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজা তুয়ে' তে বর্ণিত আছে। দ্রঃ বাংলাদেশে ইসলাম, আব্দুল মান্নান তালিব।

www.pathagar.com

কিন্তু বৃদ্ধের সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেশবের জ্বর বেড়ে চলল। মাঝে মাঝেই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল সে। ঘোরের মধ্যে রাধা রাধা বলে ডাকছিল ক্ষণে ক্ষণে। কখনো হুঁশ কখনো বেহুঁশ– এভাবেই পরবর্তী দিনটা কেটে গেল। পরের রাতে জ্বর অনেক কমে গেল তার। শয্যা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে গলুইয়ের কাছে গিয়ে বসল কেশব।

চাঁদনী রাত। রূপালী জ্যোৎস্নার আলো লুটোপুটি খাচ্ছে নিসর্গের অঙ্গে। প্রকৃতি তার প্রতিটি পত্র-পল্লবে, অণুতে-রেণুতে মেখে নিচ্ছে স্নিগ্ধ চাঁদের আলো। হাসছে চাঁদ নিশব্দ অনাবিল হাসি। নদীর পানি নেচে নেচে মনোরঞ্জন করছে একাগ্র এই দর্শকের। সমঝদার দর্শকের মত চাঁদ নৃত্যরত নদীর উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে মনি-কাঞ্চনের ইনাম। খুশিতে কলকলিয়ে উঠছে উচ্ছল নদী।

কেশব চাঁদের দিকে তাকালো। তার মনে হল চাঁদের বুকে কালো কালো ছোপগুলো বড় বেমানান। নদী তীরের বৃক্ষরাজিকে ভৌতিক অপদেবতা মনে হল তার। নদীর পানির দিকে চোখ ফেরালো সে। ঢেউয়ের সাথে চাঁদের আলোর লুটোপুটি দেখতে দেখতে তার মনে হল অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে পানির উপর।

আবদুর রহমান কখন এসে পাশে বসেছেন, বুঝতে পারেনি কেশব। তার পিঠে হাত রাখলেন বৃদ্ধ। চমকে উঠে ফিরে তাকালো সে। আবদুর রহমান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমার অন্য সঙ্গীদের তেমন কোন বিপদ বোধ হয় হয়নি। আমার লোকদের পাঠিয়েছিলাম। নদীর তীর ধরে অনেক দূর পর্যন্ত তারা গিয়েছিল। এই মাত্র তারা ফিরে এল। কাউকে কোথাও পায়নি।'

বৃদ্ধের কথায় কেশবের দুশ্চিন্তা কিছুটা লাঘব হল। সেই সাথে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এল ওর মন। সে বলল, 'বাবা, আপনি আমার জন্য অনেক করলেন। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা...।'

আবদুর রহমান বাধা দিয়ে বললেন, 'বেটা, সব প্রশংসা আল্লাহর।'

www.pathagar.com

৩

পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হল কেশবকে। এই রাতটা কেশবের কাছে মনে হয়েছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ। একটা রাতকে দীর্ঘ সময় বলে স্বীকার করতে অনেকেই আপত্তি করবেন। কিন্তু কেশবকে প্রশ্ন করলে সে নির্দ্বিধায় বলত, তার জীবনে সময় আর কখানো এত ধীর গতিতে অতিবাহিত হয়নি। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল, দুঃখ-কষ্ট সময়কে পিছনে টানে আর মনকে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়।

পরদিন সকালে ফজরের নামাযের পরেই নোঙর তোলার আদেশ দিলেন আবদুর রহমান। বজরা পাল তুলে এগিয়ে চলল ভাটির দিকে। এক মাঝি ভাটিয়ালী গান ধরল। গলায় দরদ আছে বটে লোকটার! যাত্রীরা সব তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল তার গীত।

শয্যা থেকে নেমে ধীরে ধীরে গলুইয়ের দিকে এগিয়ে গেল কেশব। সুরের সুধা উপভোগ করার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু মন বসাতে পারল না সে। অগত্যা উঠে পড়ল সেখান থেকে। কামরায় ফিরে এসে জানালার পাশে বসল সে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কূলের দিকে। এভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল এক নদীর ঘাট। গাঁয়ের কিছু মেয়ে কলসী কাঁখে পানি নিতে এসেছে ঘাটে।

নদীর ঘাট! এ কি সেই ঘাট, যেখানে একদিন রাধাকে দেখেছিল সে? তার মুগ্ধতার নীরব সাক্ষী, সে কি এই ঘাট? অচেনা এক রঙের ছোপ লেগেছিল তার অন্তরপটে, সে কি এখানেই? অনির্বচনীয় এক তরঙ্গ-হিন্দোল কি এ ঘাটেই জেগেছিল একদিন? জীবনের এক নতুন রূপ চিনেছিল সে– তাও কি এখানেই? কিন্তু নদীর ঘাট সবই তো কম-বেশি এক রকম! সব ঘাটেই গ্রাম্য বালারা, বধূরা আসে। পানি নেয়। স্নান করে।

তবু আজ সব মেয়ের মধ্যেই রাধাকে খুঁজছে সে। এমনি করে সখীদের সাথে তার রাধা পানি নিতে আসত নদীর ঘাটে। তাকে একটুখানি দেখার

www.pathagar.com

জন্য কতবার শিকারের ছলে এসেছে সে! নাও ভিড়িয়েছে ঘাটে। অথচ নামার ব্যাপারে কোন তাড়া নেই। রাধা ঘাটে থাকলে করিৎকর্মা কেশবের প্রকৃতিই যেন বদলে যেত। অলস-ধীর হয়ে যেত সে। ভৃত্যকে একবার যদি ধনুক আনতে পাঠাতো, তো আরেকবার পাঠাতো তীর আনতে। তীর এলে বলত, 'তলোয়ারটা কই?'

ভৃত্য সরল-সোজা হলেও সব বুঝত। বার বার হুকুম তামিলে কষ্ট হলেও কৌতুক বোধ করত সে। শিকারের সাজ-সরঞ্জাম সব এসে যাবার পর সে যুক্ত করে অধোবদনে দাঁড়িয়ে বলত, 'প্রভু, আজ্ঞা করুন আর কি আনব?'

কেশবের সমস্ত মনোযোগ আর চেতনা তখন তীরে দাঁড়ানো রাধার দখলে। নইলে সে দেখত, ভৃত্যের মুখে কৌতুকের হাসি।

একদিনের ঘটনা। শিকারের সব সাজ-সরঞ্জাম এনে ভৃত্য যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভুর মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য সে থেকে থেকে খুক খুক করে কাশি দিচ্ছে। কিন্তু কেশবের মন তখন আর মনে নেই। কেশব আর তার ভৃত্যের এহেন অবস্থা দেখে অন্য শিকারিরা হো হো করে হেসে উঠল। কেশব সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাদের দিকে তাকালে একজন বলল, 'আর কি ফেলে এসেছ ওকে বল, ঝটপট নিয়ে আসুক। নামতে তো হবে, না কি?'

আরেকজন বলল, 'নাকি এখান থেকেই শিকার সারতে চাও?'

এ কথায় আবার হেসে উঠল সবাই।

'আরে দাদা, শিকার তো ঘায়েল! নদী তীরে চেয়ে দেখ না!' আরেকজন টিপ্পনি কাটল।

ধরা পড়ে গিয়ে কেশব ঝটপট নেমে পড়ল সঙ্গীদের সাথে।

রাধা এবং তার সখীরা শিকারিদের কথা শুনতে না পেলেও বুঝল, তাদের নিয়েই কথা হচ্ছে। খিলখিলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল একে অন্যের গায়ে। সখীরা সকলে মিলে রাধাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিল। বেচারী রাধা তখন লজ্জায় পানিতে ডুব দিল। যতক্ষণ পারল ডুবে থাকল। ভেসে উঠল অনেকটা দূরে গিয়ে। প্রথমে অতি ধীরে পানির উপর মুখ তুলে নদীর তীরে তাকালো সে। দেখল, কেশবের দৃষ্টি তাকে খুঁজে ফিরছে। পুলকের শিহরণ জাগল তার কিশোরী মনে। হঠাৎ সম্পূর্ণ ভেসে উঠল সে। চার চোখের মিলন হলে আবার ডুব দিল রাধা।

www.pathagar.com

আরেক দিনের ঘটনা। শিকারিদল এসে পড়েছে আগে ভাগে। রাধা তখনো আসেনি। কেশব সঙ্গীদের বলল, 'বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। নামার আগে নাও থেকে কিছু খেয়ে নিই, কি বলো?'
সঙ্গীরা ঠাট্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। তবে দেখো, খাবার আয়োজন যেন ধীরে সুস্থে হয়। নইলে অপেক্ষা করার জন্য আর কোন অজুহাত খুঁজে পাবে না।'
রাধাও নানা অজুহাত খুঁজত নদীর ঘাটে দীর্ঘ সময় থাকার জন্য। কোনদিন হয়ত বাড়ি থেকে কিছু কাপড় নিয়ে আসত কাচবে বলে। কোনদিন হয়ত কোন বৃদ্ধাকে গিয়ে বলল, 'আহা, এত কাপড় কাচতে তোমার বড় কষ্ট হবে। দাও আমি ক'টা কেচে দিই।' অন্য একদিন সখীদের নিয়ে বসাতো হাসি-ঠাট্টার আসর। সে নিজে এই আসরের উদ্যোক্তা হলেও পরিশেষে সেই হাসির পাত্রে পরিণত হত। কারণ সখীরা দেখত, সে তাদের হাসি শুনে হাসছে, কিন্তু চোখ আর মন চলে গেছে শিকারির নৌকায়।

বুকের সবটুকু বাতাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এল। কেশবের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'রাধা! কোথায় তুমি?' দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। কিছুক্ষণ পর ভেজা চোখে আসমানের দিকে চেয়ে কান্নাজড়িতে কণ্ঠে আকুতি জানালো, 'হে প্রভু! হে জগদীশ্বর! হে করুণাময়! আমার রাধাকে তুমি রক্ষা করো। তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও।'
মাঝির গান থেমে গেছে। কখন থেমেছে কেশব খেয়াল করেনি। আরেক মাঝি বেসুরো দরাজ গলায় গান শুরু করল। বজরার আর সবার মত কেশবের শ্রবণেন্দ্রিয়েও আকস্মিক ধাক্কা দিল সেই সুর। তবে তার প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যেরা বিরক্ত হচ্ছিল, আর কেশব পূর্ণ একাগ্রতায় শুনছিল সেই গান। স্মৃতিসুখের প্রলেপে শীশাও সোনার দ্যুতি পায়, নুড়িও হীরক হয়ে জ্বলে।
কত চেনা এই গান! কত প্রিয় তার! কতদিন এলাকার সুকণ্ঠ গায়কদের খাতির-যত্ন করে বসিয়ে এ গান শুনেছে সে! কতবার নির্জনে এ গান সে নিজে গেয়েছে! এ তার রাধার গান। রাধা তাকে এ গান শুনিয়েছিল তাদেরই বাড়ির বাগানে।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যক্রমে রাধাদের বাড়ি দুই দিন থাকার সুযোগ হয়েছিল তার। অভাবিত সুযোগ! পুন্ড্রবর্ধনের রাজা পরশুরাম শিকারে বের হয়েছিলেন। সাথে পাত্র-মিত্র এবং অভিজ্ঞ শিকারি দল। কেশবও ছিল সেই দলে। করতোয়ার নদীপথ বেয়ে অনেকটা উজানে চলার পর রাধাদের ঘাটে ভিড়েছিল রাজকীয় বজরা। জঙ্গল এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

মহাস্থান গড়ের শত মাইলের মধ্যে আজ কোন বন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রায় হাজার বছর আগে মহাস্থানের কয়েক ক্রোশ উজানে করতোয়ার অপর পাড়ে ছিল এক বড় বন। পুন্ড্রবর্ধনের রাজন্যবর্গ এ বনেই মৃগয়ায় যেতেন।

রাজকীয় তাঁবু পড়েছিল বনের বাইরে খোলা মাঠে। শিকারের প্রথম দিনটা ভালই কেটেছিল। কয়েকটা হরিণ ও একটা নীলগাই মেরেছিল শিকারির দল। কিন্তু পরদিন ছিল শিকারিদের জন্য বিপর্যয়কর।

মহাস্থান থেকে নদীপথে বনে আসতে হয়। তাই শিকারে হাতি নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। অবশ্য এতে কোন সমস্যাও হয় না। স্থানীয় সর্দারদের মধ্যে হাতি পাঠানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। হাতির পিঠে চেপেই বনে ঢুকেছেন রাজা। কয়েক জন দক্ষ শিকারি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে। রাজকীয় শিকারির দল অবস্থান নিয়েছে বনের মধ্যে এক ফাঁকা জায়গায়। অন্যেরা বনের কিছুটা অংশ বৃত্তাকারে ঘিরে নিয়ে শিকার দাবড়ে নিয়ে আসছে। হৈ হৈ করে চিৎকার দিচ্ছে তারা। সাথে ঢোল-ডগর বাজছে বেতাল। উদ্দেশ্য শিকারকে আতঙ্কিত করে তোলা।

ঘেরাওকারী শিকারিদের চিৎকার ক্রমশ নিকটবর্তী হতে লাগল। অবোধ প্রাণীগুলো নিরুপায় হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল। কেশবের তাজী ঘোড়া রাজার হাতি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শক্ত হাতে নেজা ধরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে। কিছুদূর পর পর অন্য শিকারিরা তারই মত প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ কয়েকটা হরিণ দেখা গেল। প্রাণভয়ে ছুটছে এদিক সেদিক। নিমেষে তৎপর হয়ে উঠল শিকারির দল। হরিণের প্রতি রাজার কোন আগ্রহ নেই। তিনি বাঘ শিকার করতে চান। কিন্তু এখনো কোন বাঘ

www.pathagar.com

দেখা যায়নি। তবে ঘেরের মধ্যে শিয়াল, শুকর, হায়েনা এবং কিছু ছোট ছোট প্রাণী ছুটাছুটি করছে।

শিকারিরা পরস্পর থেকে ছিটকে গেছে। শিকার ঘায়েল করতে মহাব্যস্ত তারা। তীর, তলোয়ার, নেজা, যে যেভাবে পারছে, আঘাত হানছে শিকারের উপর।

সহসা একটা চিতাবাঘ দেখা গেল। তারপর আরো একটা। সেটার পিছনে বেরিয়ে এল আরো দুইটা। বন থেকে বেরিয়েই একটা চিতা সামনে পেয়ে গেল এক শিকারিকে। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহে থাবা বসিয়ে সামনে এগিয়ে গেল চিতাটা। কিন্তু বাধার প্রাচীর হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে রাজার হাতি। প্রাণভয়ে বেপরোয়া চিতা হাতির উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা মশায় নেজা চালালেন। জমিনে ছিটকে পড়ল চিতাটা। পরক্ষণেই সামনে অগ্রসরমান হাতির পায়ের নীচে পিষে গেল সেটা।

স্থান পরিবর্তন করে হাতি যেখানে এসে থেমেছে তার নিকটেই এক বড় গাছ। কেউ ভাবতে পারেনি এখান থেকে কোন বিপদ আসতে পারে। রাজার হাতির উপর যখন চিতাটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সব শিকারির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল সেদিকে। এই সুযোগে অন্য তিনটা চিতা পালিয়ে গেল। অবশ্য পালানোর পথে এক শিকারিকে হত্যা এবং আরেক জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে গেল তারা। এই তিন চিতার একটা উঠেছিল গাছে। পাতার আড়ালে ওঁত পেতে ছিল সেটা। পরশুরামের হাতি সেই গাছের নিকটে আসতেই বিরাট হুংকার দিয়ে হাওদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাটা। তার আক্রমণের প্রথম শিকার হল রাজার পাশে উপবিষ্ট এক নামী শিকারি।

এদিকে ভীত হাতি এবার আতংকিত হয়ে ছুট দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা লাফিয়ে পড়লেন জমিনে। কিন্তু উঠে দৌড়ে পালাবেন এমন সুযোগ পেলেন না। চিতাটাও লাফিয়ে পড়েছে। রাজা গড়িয়ে সরে না গেলে চিতাটা সরাসরি তার বুকের উপর এসে পড়ত।

খুনী চিতাটা গাছ থেকে লাফ দেবার সাথে সাথে কেশব সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিল। তারপর পরশুরামকে জমিনে পড়তে দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল কি ঘটতে চলেছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে সে ছুটেছিল

www.pathagar.com

রাজার সাহায্যে। পরশুরামের উপর চিতার ঝাপিয়ে পড়া এবং কেশবের তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানা-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু এর মধ্যেই রাজাকে মারাত্মক আহত করে দিল চিতাটা। তারপর কেশবের দ্বারা আক্রান্ত হতেই পরশুরামকে ছেড়ে তাকে আক্রমণ করে বসল। বিদ্যুৎ খেলে গেল কেশবের দেহে। তার দ্বিতীয় আঘাতে চিতাটার সামনের একটা পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জমিনে আছড়ে পড়ল সেটা। পরমুহূর্তে কেশবের তলোয়ার ওটার মাথায় মরণ আঘাত হানল। কয়েকবার ওলট পালট করে চিতাটা নিস্তেজ হয়ে গেল।

৪

আহত রাজাকে ঘটনাক্রমে তোলা হয়েছিল রাধাদের বাড়িতে। ঘটনাটা ছিল এ রকম ঃ বনের বাইরে রাজকীয় তাঁবু খাটানো হয়েছিল। সেখানে পাঁচজন প্রহরী রেখে অন্যদের নিয়ে বনে ঢুকেছিলেন পরশুরাম। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর যদু নামক এক প্রহরী আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ক'টা তুলসী গাছ পায়ে মাড়িয়ে ফেলে। অন্য এক প্রহরী হৈ হৈ করে ওঠায় প্রথমে হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়ায় যদু। তারপর পায়ের দিকে তাকিয়েই 'হা ভগবান' বলে আর্তনাদ করে সটান শুয়ে পড়ে সে। ষাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বার বার কপাল ঠুকতে থাকে তুলসী গাছের নীচে আর কাঁদতে থাকে, 'ক্ষমা করো মা, ক্ষমা করো!' যে তুলসীকে সবাই পূজা দেয়, তাকে সে পায়ে মাড়িয়েছে! প্রবল অনুশোচনায় পড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে যদু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়েই থাকে।

অনেকক্ষণ পর হৈ চৈ শুনে মাথা তোলে যদু। 'সাপ! সাপ! বাঁচাও!' চিৎকার আসছে রাজার তাঁবুর পাশ থেকে। এক লাফে উঠে সেদিকে ছোটে সে। গিয়ে দেখে তার দুই সঙ্গী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সাপে কেটেছে। তাকে দেখে এক প্রহরী বলল, 'তুমি থাক, আমি চললাম ওঝা আনতে।' কথা শেষ করে গ্রামের দিকে ছুটল সে।

www.pathagar.com

যদু অসহায়ের মত ছটফট করতে লাগল তার সঙ্গীদের কষ্ট দেখে। তার কেবল মনে হতে লাগল, এটা তার পাপের ফল। তার নিজের কপালে আরো কঠিন শাস্তি রয়েছে। পরক্ষণে সে মনকে প্রবোধ দিতে চাইল, পাপ হয়ে থাকলে তার হয়েছে। এরা সে পাপের শাস্তি ভোগ করতে যাবে কেন? এরা তো বরং তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। নইলে আরো কিছু তুলসী সে মাড়িয়ে ফেলত। এদের সাপে কাটার জন্য সে দায়ী নয়। এটা নিছক দুর্ঘটনা।

বেশ কিছু সময় পর ওঝা না নিয়েই ফিরে এল প্রহরী। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'গ্রামে একটাই ওঝা...সে গেছে দূর গাঁয়ে...মেয়ের বাড়ি।' ধপ করে বসে পড়ল অসহায় প্রহরী।

পরশুরাম আহত অবস্থায় তাঁবুতে ফেরার পর সব শুনলেন। সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, 'মৃতদেহ দুটো ভেলায় করে করতোয়ায় ভাসিয়ে দাও।' তারপর নির্দেশ দিলেন, 'যে নরাধম তুলসী দেবীকে মাড়িয়েছে, তার পা দুটো কেটে দাও।'

যদুও মরল। দেহের সমস্ত রক্ত দিয়ে তুলসী দেবীকে স্নান করিয়ে গেল সে। তার শেষ কথা, ছিল, 'তুলসী, আমি তোকে মানি না, তুই মিথ্যা।'

রাজার নির্দেশ মত তাঁবু গুটিয়ে নেওয়া হল। তার মতে জায়গাটা এখন অভিশপ্ত। এখানে থাকা চলবে না। নিকটস্থ গ্রামে আশ্রয় নিতে হবে। সদলবলে পরশুরাম গ্রামে ঢুকলেন। রাধাদের বড় বাড়ি এবং তার সামনে বড় চত্বর দেখে সেখানেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

সেখানে দুই দিন থাকতে হয়েছিল তাদের। এ সময়ে কেশবের বীরত্বের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল তাবৎ এলাকায়। রাজাকে দেখার জন্য এলাকাবাসীর যে আগ্রহ, কেশবকে দেখার আগ্রহ তার চেয়ে কম নয়। না হবে কেন, বাঘের সাথে লড়ে যে বীর রাজার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাকে এক নজর দেখতে কেনা চাইবে?

দূর দূরান্ত থেকে বিত্তশালী ও সর্দার গোছের লোকেরা আসতে লাগল। তারা সাধ্যমত উপঢৌকন নিয়ে আসতে লাগল রাজার জন্য। অনেকে কেশবের জন্যও মূল্যবান উপহার আনল। তাদের বোধ হয় ধারণা,

www.pathagar.com

কেশব অনেক বড় পদ পাবে। তার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে পারলে ভবিষ্যত আরো উজ্জ্বল হবে।

রাজাকে নিকট থেকে দেখবার সৌভাগ্য সাধারণ গ্রামবাসীর হল না। রাজার পাত্র-মিত্র আর জমিদার-সর্দারদের ভিড় ঠেলে নিকটে যায় সাধ্য কার? দূর থেকে রাজাকে প্রণাম করে কেশবের দিকে মনোযোগ দিল তারা। কেশবকে তাদের বড় ভাল লাগছিল। তাদের মধ্যেই ঘুরছিল সে। তাদের উদ্দেশ্যে হাসি মুখে কথা বলছিল। গ্রামবাসী তার সাথে এমন আচরণ করছিল যেন সে স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন দেবতা।

রাধার বাপ-ভাই মহাব্যস্ত রাজার সেবা ও আপ্যায়নে। মা পরিচারিকাদের নিয়ে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। রাধাকেও হাতের কাছে প্রয়োজন তার। কিন্তু কোথায় রাধা! তার ব্যস্ততা অন্যত্র। কেশবকে একটু দেখার জন্য সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত সে। কখনো জানালায় বসে, কখনো দরজায় দাঁড়িয়ে, আবার কখনো ছাদ থেকে দেখছে সে কেশবের পৌরুষদীপ্ত চেহারা। না পারে সরে যেতে, না পারে দৃষ্টি ফেরাতে।

পানির পিপাসা কত সহজে মেটে! কিন্তু চোখের পিপাসা বুঝি অনন্ত, এ তো কিছুতেই মেটে না। পানিতেই পানির পিপাসার নিবারণ, কিন্তু আঁখিতে যে আঁখির পিপাসার নিবারণ হয় না! বরং চার চোখের মিলনে পিপাসা আরো বেড়ে যায়, সমস্ত সত্তাকে পিপাসিত করে তোলে।

অনেক মুখের ভিড়ে কেশবের অস্থির চোখ খুঁজে ফেরে রাধার অনিন্দ্য মুখটি। যখন সে দেখে রাধা তারই দিকে চেয়ে আছে, তখন তার সে কি পুলক! কিন্তু উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম্য লোকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কতক্ষণ আর সেদিকে চেয়ে থাকা যায়! তারই গুণগ্রাহীদের জমায়েত তার কাছে বিরক্তিকর মনে হতে লাগল। প্রেমাবেগ প্রবল হলে তা মর্যাদার মুকুটকে অবলীলায় ছুঁড়ে ফেলে।

সারাদিন এভাবে দলে দলে লোক এল আর গেল। রাতটা ছিল চাঁদের আলোয় ভরা। তাই রাতেও অনেকক্ষণ মানুষের আনাগোনা চলল। শেষে এক সময় ঝিমাতে ঝিমাতে ঘুমিয়ে পড়ল রাতের গ্রাম। রাজকীয় মেহমানরা সকলে শয্যা নিয়েছে। কেশবও বিছানায় দেহ রেখেছে। শয্যা নিয়েছে মেযবানরাও। রাধাও শুয়েছে মায়ের পাশে।

www.pathagar.com

সারাদিনের ঝক্কি-ঝামেলার পর শয্যা নিতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেছে সবাই। ঘুম নেই শুধু দু'জনের চোখে। কেশব আর রাধা। স্বপ্নের জাল বুনে চলল তারা গভীর রাত অবধি। শেষ রাতে যখন মোরগ ডাকে, তার একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ল কেশব। একটু পরেই বাজে এক স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। আর ঘুম এল না। সে দেখছিল, দুইটা ঘুঘু উড়ছে। রাধাদের সেই নদীর ঘাট পিছনে ফেলে উড়ে চলছে। নদী পার হবার আগেই দুইটা ঘুঘু দু'দিকে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে দেখল একটা শ্মশান ঘাটে কিছু শেয়াল ঘুরছে। আবার দেখল একটা ঘুঘু শ্মশানের এক কোণে বসা। একটা শেয়াল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ঘুঘুটার দিকে। কয়েক পা গিয়েই শেয়ালটা থেমে গেল। শেয়ালের মগজ দেখতে পাচ্ছিল কেশব। মগজ তো নয় যেন আগুন! মুখ খুলল শেয়ালটা। মগজের আগুন মুখগহ্বর দিয়ে বেরিয়ে পুড়িয়ে দিল ঘুঘুটাকে। পরক্ষণে সে দেখল, অপর ঘুঘুটা উড়ে উড়ে বিলাপ করছে।

ঘুম ভেঙ্গে যেতে মোরগের উদাত্ত কণ্ঠ শুনতে পেল সে। কুক্ কুরু কু! থেমে থেমে ডাকছে মোরগটা। আশে পাশের বাড়ি থেকে আরো কিছু মোরগ ডাকছে। কুক্ কুরু কু! প্রকৃতির ঘুম ভাঙানোর ডাক। নিস্তব্ধতার পর্দা উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সরব হয়ে উঠছে প্রকৃতির বাণীচিত্র। পাখপাখালি ডেকে উঠছে আপনাপন কূলায়।

আরো কিছুক্ষণ ঘুমানো দরকার। চোখ বুজে পড়ে রইল কেশব। কিন্তু ঘুম এল না। স্বপ্নের ঘটনাগুলো ঘুরে ফিরে আসতে লাগল তার মনে। অগত্যা উঠে পড়ল সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নদীর ঘাটে। তীরে বসে রইল অনেকক্ষণ। ভোরের নদী দেখল, ঢেউয়ের বিরামহীন নাচন দেখল, অপর পাড়ের দিগন্ত রাঙিয়ে সূর্য উঠতে দেখল। ঢেউয়ের কুলু কুলু ধ্বনি শুনল। দামাল বাতাসের দুষ্টুমিকে প্রশ্রয় দিল। তারপর এক সময় উঠে পড়ল সে।

সেদিনও মানুষের সমাগম কমলো না। রাধাকে নিকট থেকে দেখার, দুটো কথা বলার কোন সুযোগ পেল না কেশব। চাহনির লুকোচুরি দুই তৃষিত হৃদয় আর কতটা শীতল করবে! তবু এক পলকের একটু দৃষ্টি বিনিময়, একটু মৃদু হাসি মন-মিনারের শীর্ষ নিশানে সুখের দোলা দিয়ে গেল।

www.pathagar.com

এক সময় কোলাহলপূর্ণ দ্বিতীয় দিবসও বিদায় নিল। রাত্রি বিছিয়ে দিল নিস্তব্ধতার চাদর। ঘুমিয়ে গেল চরাচর। মেহমান, মেজবান- সবাই তলিয়ে গেল ঘুমের গভীরে। শুধু দু'টো প্রাণ এ রাতেও পড়ে রইল নির্ঘুম। কল্পনার পাখি যখন মোহনসুরে গেয়ে ওঠে, নিদ্রা তখন চোখের আঙিনা ছেড়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত ওরা, কেশব আর রাধা, সে পাখির গান শুনল।

মাঝ রাতে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল কেশবের। বাতাসের ঝাপটায় জানালা বন্ধ হবার শব্দে ছুটে গেল তন্দ্রা। শুয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিল সে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর এক চিলতে এসে পড়ল তার মুখে। সেই সাথে পার্শ্ববর্তী বাগান থেকে নানা রকম ফুলের সুবাস এসে ভরিয়ে দিল তার মন। বাগানের দিকে চোখ রেখে শুয়েছিল সে। হঠাৎ দেখল এক ছায়ামূর্তি চঞ্চল পায়ে ঘুরে ফিরছে বাগানময়। গুনগুনিয়ে গান গাচ্ছে। মানবীর কণ্ঠে পাপিয়ার সুর। অপূর্ব! তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল কেশব।

আপন মনে গাইতে গাইতে জানালার অনেক নিকটে চলে এলো নারীমূর্তি। আর তখনই কেশব তাকে চিনল। সাথে সাথে তার বুকের মধ্যে প্রবল আলোড়ন উঠল। এ তো রাধা! বাগানে ঘুরছে একাকী। তারই জন্য কী? আর কার জন্য! তার চোখের তারায় মনের ভাষা পড়তে কোন ভুল তো হয়নি কেশবের। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর পালঙ্ক থেকে নামল সে।

রাধা বুঝতেই পারেনি কখন কেশব তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদুস্বরের 'রাধা' ডাক শুনে সে চমকে ফিরে তাকালো। তারপর শিহরিত হয়ে উঠল সে। আনন্দ আর ভয়ের অচেনা অদ্ভুত অনুভূতিতে কাঁপছিল রাধা। বুকের ভিতর তো উথাল পাথাল আলোড়ন!

মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো কেশব। গাঢ় স্বরে বলল, 'এত রাতে বাগানে ঘুরছ, ঘুম আসছে না বুঝি?'

রাধার মন অনেক কথাই বলতে চাইল। তার মন বলল, 'তুমিও তো ঘুমাতে পারনি! যে আবেগ তোমাকে জাগিয়ে রেখেছে, সেই একই

www.pathagar.com

আবেগ যে আমাকেও ঘুমাতে দিচ্ছে না!' কিন্তু মুখে এত কথা যোগালো না। সে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'না।'
'কেন'
'জানি না।', নত মুখে জবাব দিল রাধা।
'আমারও ঘুম পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিদ্রাদেবীর দেখা নেই।'
'কেন?' রাধার প্রথম বারের জিজ্ঞাসা কণ্ঠ ফুটে বের হল না। আবার সে প্রশ্ন করল, 'কেন?'
'আরেক দেবী এসে চোখের আর মনের দখল নিয়ে বসেছেন যে!'
রোমাঞ্চিত হল রাধা। অস্ফুট, গাঢ় স্বরে বলল সে, 'তাই! কোন দেবী?'
'জলদেবী। নদীর ঘাটে তার বিচরণ।'
রাধার জড়তা অনেকটা কমে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন তার দেখা মেলে?'
'সকালে', কেশবের চোখ আটকে আছে রাধার অনিন্দ্য সুন্দর মুখে। আর রাধার দৃষ্টি নিবদ্ধ জমীনে।
চোখ তুলে তাকালো রাধা। চার চোখের মিলন হল। আবার দৃষ্টি নত করে নিল সে।
'আমাকে দেখাবেন সেই দেবী?'
'দেখবে তুমি? তাহলে আমার চোখের গভীরে তাকাও!'
'কিন্তু ওখানে তো আমাকেই .....' থেমে গেল রাধা।
'হ্যাঁ রাধা, তুমিই। তুমিই জলদেবী, আমার আরাধ্য দেবী!'
আবার রোমাঞ্চ শিহরণ জাগল রাধার তনু-মনে। সে নির্বাক হয়ে গেল। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে পালালো।
স্মৃতির দর্পণ খান খান করে কেশবের ঠিক সামনে দিয়ে উড়ে গেল এক মাছরাঙা। নিষ্ঠুর বাস্তবে ফিরে এল কেশব। বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উড়ন্ত পাখিটার দিকে চেয়ে রইল সে। অশ্রুতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় মাছরাঙার গতি অনুসরণ করাও আর সম্ভব হল না। সকরুণ প্রার্থনা বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ চিরে, 'ঠাকুর, আমার রাধাকে রক্ষা করো। তাকে ফিরিয়ে দাও।'

www.pathagar.com

৫

কেশব বলেছিল তাকে নদী পার করে দিলেই চলবে। কিন্তু আবদুর রহমান রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'বেটা, ঘোড়া ছুটালে তোমার মাথার ক্ষত থেকে আবার খুন ঝরবে। আমিই তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।'

কেশব জোর আপত্তি জানিয়েছিল, 'না বাবা, আপনি এই ক'দিন আমার জন্য অনেক করেছেন। নিজের আরাম-আয়েশ ভুলে আমার সেবা করেছেন। আপনাকে আরো কষ্ট দিলে আমার কঠিন পাপ হবে।'

তুমি আমার মেহমান, 'এ অবস্থায় তোমাকে যেতে দিলে আল্লাহর দরবারে আমি যে বড় গুনাহগার হবো', বললেন বৃদ্ধ।

কেশব কোন কথা বলতে পারেনি। বৃদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে এসেছে তার মাথা। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'আপনি আমার জন্য যা করলেন কোন পরমাত্মীয়ও তা করত না।'

আবদুর রহমান মৃদু হেসে বললেন, 'সব প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তোমাকে বিপদমুক্ত করেছেন।'

'তিনি আমার বড় সর্বনাশ করেছেন', কেশব দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা কিভাবে জানাবো?

'বেটা, ভবিষ্যতের অধ্যায়ের এক মুহূর্তও আমাদের জ্ঞানের আওতায় নেই। তাই স্রষ্টার কাজের সমালোচনা আমাদের সাজে না। আমাদের বুঝা উচিত, পরিকল্পনার সময় তাঁর সামনে তিনটি সমকালই থাকে। শুধু তাই নয়, ইহলোক এবং পরলোক দুটি জীবনও থাকে।'

'বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করে বলবেন?'

'নিশ্চয়!' বৃদ্ধ কেশবের কাঁধে হাত রাখলেন, 'মনে কর তুমি আর তোমার বন্ধু আমার কাছে এলে। আমি তোমার বন্ধুকে প্রচুর মণি-মুক্তা উপহার দিয়ে বিদায় করলাম। আর তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে নিলাম। তুমি তো আমাকে বেইনসাফ ভাববে, তাই না?'

www.pathagar.com

'সেটাই তো স্বাভাবিক!' কেশব স্বীকার করল।
'কিন্তু তুমি তো আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানো না। আগামীকাল তো আমি তোমাকেও প্রচুর মণি-মুক্তা দেব।'
'তার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এক সাথে দু'জনকেই দেওয়া যেত না?'
মৃদু হেসে আবদুর রহমান বললেন, 'প্রয়োজন ছিল। আমার একটা লক্ষ্য আছে। আমি দেখতে চাই, ধন-রত্নের মালিক হয়ে তোমার বন্ধু তোমার সাথে কেমন আচরণ করে।
'অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন, সৃষ্টিকর্তা কাউকে ধনী, কাউকে দরিদ্র, কাউকে জ্ঞানী আবার কাউকে মূর্খ..... এসব করেছেন পরীক্ষা করার জন্য?'
'ঠিক তাই।'
'আরেকটি বিষয়', কেশব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে চাচ্ছে, 'যাকে এই জীবনে কম দেওয়া হল, তাকে পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে..... এ রকম ইংগিত আপনি দিয়েছেন। একি আপনার নিজের বিশ্বাস নাকি আপনার ধর্মে আছে?'
'এটা আমাদের ধর্মে আছে। একটি উদাহরণ দিলে তুমি বুঝবে। আমাদের মহানবী (স.) বলেছেন, একজন পূণ্যবান গরিব লোক তারই মত একজন পূণ্যবান ধনীর চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে চির শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করবে।'
'আপনার ব্যাখ্যাটা বেশ ভাল লাগল।', জানালো কেশব।
আবদুর রহমান বললেন, 'কারো কাছে ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকলে এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ করলে অন্যদের কাছে তা যুক্তিহীন, এমন কি বর্বরোচিত মনে হতে পারে। এ ধরনের একটি চমৎকার ঘটনা আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। তোমার আগ্রহ থাকলে আমি তা তোমাকে শোনাবো।'
কেশব তাকে অনুরোধ করল কাহিনীটি শোনাবার জন্য। মুসা (আ.)-এর এই ঘটনাটি আবদুর রহমান শোনালেন ঃ
একবার মুসা নবীর সাথে খিজির (আ.)-এর সাক্ষাত হয়েছিল। মুসা নবী চাচ্ছিলেন হযরত খিজির-এর সঙ্গী হতে। কিন্তু খিজির (আ.) বললেন, 'আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্বাধীন নয়, তা দেখে ধৈর্য্য ধরবেনই বা কি করে?'

www.pathagar.com

হযরত মুসা (আ.) তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন; আর আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।' মুসা নবীর বিশেষ অনুরোধে খিজির (আ.) তাঁকে সঙ্গী করে নিলেন। তবে তিনি শর্ত দিলেন, মুসা (আ.) তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত তিনি নিজে তা ব্যক্ত না করেন। মুসা (আ.) মেনে নিলেন এ শর্ত।

এরপর তাঁরা দরিয়ার কিনারা ধরে চলতে লাগলেন। কিছুদূর চলার পর তাঁরা এক নৌকার দেখা পেলেন। তাঁরা নৌকার মাঝির সাথে আলাপ করলেন নদী পার হবার জন্য। মাঝি খিজির (আ.) কে চিনতে পেরে বিনা পয়সায় নৌকায় উঠিয়ে নিল। চলতে চলতে খিজির (আ.) এক সময় নৌকা ছিদ্র করে দিলেন।

এ পর্যন্ত বলে আবদুর রহমান থামলেন।

কেশব কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর!'

'বলছি। তার আগে তুমি বলো, খিজির (আ.)-এর কাজটি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?'

'খিজির (আ.) উপকারীর অপকার করেছেন। যে লোক বিনা পয়সায় তাকে নৌকায় তুলে নিল, তার নৌকার তিনি ক্ষতি করলেন। এটা কৃতঘ্নতা।'

আবদুর রহমান মৃদু হাসলেন, 'এমনটি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মুসা (আ.)ও এমনটি ভেবেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আপনি কি এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেবার জন্য এতে ফুটো করে দিলেন? নিশ্চয় আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।'

খিজির (আ.) তাঁকে শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে থাকলে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না?' মুসা নবী লজ্জিত হলেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে আবার আশ্বাস দিলেন যে, তিনি কোন প্রশ্ন করবেন না। নদী পার হয়ে চলতে শুরু করলেন তাঁরা। যেতে যেতে এক স্থানে তাঁরা দেখলেন, এক দল ছেলে খেলা করছে। তাদের মধ্যে একটি ছেলে খুবই সুদর্শন। খিজির (আ.) হঠাৎ সেই ছেলেটিকে হত্যা করে ফেললেন।

থামলেন আবদুর রহমান।

www.pathagar.com

কেশব মন্তব্য করল, 'বিনা কারণে ছেলেটিকে মেরে ফেলা হল! এতো বর্বরতা!'
'মুসা (আ.)ও তাই ভেবেছিলেন', বললেন আবদুর রহমান, তিনি বলেছিলেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয় আপনি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'
খিজির (আ.) বললেন, 'আমি কি আপনাকে আগেই বলিনি আপনি ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না?' এবার একটু শক্ত ভাবেই বললেন তিনি।
মুসা নবী বললেন, 'এরপর কিছু জিজ্ঞাসা করলে আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, আপনি আমার তরফ থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে গেছেন।'
আবার চলতে শুরু করলেন তাঁরা। এক সময় এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছালেন দু'জন। গ্রামবাসীদের অনুরোধ করলেন আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু কেউ এতে রাজি হল না। গ্রামের মধ্যে তাঁরা দেখলেন, একটি প্রাচীন দেওয়াল ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। খিজির (আঃ) দেওয়ালটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন।
থামলেন আবদুর রহমান।
কেশব বুঝল, এ কাজ সম্পর্কে তাকে মন্তব্য করতে হবে। সে বলল, 'এই তৃতীয় কাজটা ছিল অর্থহীন। একটা পরিত্যক্ত প্রাচীর মেরামত করা খামখেয়ালীপনা বৈ কি?'
হাসলেন আবদুর রহমান, 'এবার মূসা নবী কি বলেছিলেন শোন। তিনি বলেছিলেন, গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করল না; সুতরাং আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন।' তখন খিজির (আঃ) স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এবার আপনার ও আমার এক সাথে থাকা শেষ হল।
কেশবের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ, 'তুমি প্রথম কাজটিকে বললে কৃতঘ্নতা, দ্বিতীয়টিকে বললে বর্বরতা আর শেষটিকে বললে খামখেয়ালিপনা, তাই তো?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ', স্বীকার করল কেশব।
'বেশ, এসো দেখি মহাজ্ঞানী খিজির (আঃ) ঘটনাগুলো কিভাবে ব্যাখ্যা করেন।'

www.pathagar.com

'ঐ নৌকার ব্যাপার হল এই যে, নৌকাটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা দরিয়ায় জীবিকা অন্বেষণ করত।তাদের অপর দিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটা নৌকা ছিনিয়ে নিত। তাই আমি নৌকাটি খুঁতযুক্ত করে তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।'

'যে ছেলেটিকে খুন করা হল, তার পিতা-মাতা খুবই দ্বীনদার। অথচ এই ছেলেটি কালে ভয়ানক কাফের হত এবং তার দ্বারা তার পিতা-মাতা ও আল্লাহর দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হত। ঐ ছেলের পরিবর্তে আল্লাহ ওর পিতা-মাতাকে সুসন্তান দান করবেন।'

'দেওয়াল মেরামতের রহস্য হল, দেওয়ালের মালিক দুই এতিম ছেলে। তাদের পিতা অতি দ্বীনদার ছিলেন। তিনি ঐ শিশু দু'টির জন্য কিছু ধন-রত্ন ঐ দেওয়ালের নীচে পুতে রেখে গেছেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, এ সম্পদের হেফাজত করা, যেন এতিমদ্বয় বড় হয়ে ঐ ধন পেতে পারে।'

শেষে খিজির (আঃ) বললেন, 'আমি যা কিছু করেছি তা আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে করেছি; আপন ইচ্ছায় নয়।'

আবদুর রহমানের কাহিনী শেষ হলে কেশব বলল, 'সত্যিই, স্রষ্টার কাজের সমালোচনা করা সৃষ্টির সাজে না।

কেশবের আগ্রহ দেখে আবদুর রহমান তাকে আরো অনেক কাহিনী শোনালেন। এভাবে সারাটা পথ তাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখলেন তিনি। কেশব তাঁর নিকট থেকে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনী এবং ইসলামী সমাজ সম্পর্কে অনেক কথা জেনে নিল।

৬

কেশবের গ্রামের ঘাটে যখন বজরা নোঙর ফেলল, তখন বিকাল হয়ে গেছে। কেশব আবদুর রহমানকে অনুরোধ করল, তার সাথে তাদের বাড়ি যেতে হবে। আবদুর রহমান রাজি হলেন না। তার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে হরিরাম নগরে পৌঁছাতে হবে। কেশব নাছোড়বান্দা। সে সাফ জানিয়ে দিল, দু'দিন দেরি হলে কিছু এসে যাবে না। শাহ্ সুলতান তো হরিরাম নগর থেকে চলে যাচ্ছেন না!

www.pathagar.com

অগত্যা বৃদ্ধকে আসল কথাটা বলতে হল, 'বেটা, আমরা গেলে তোমার, তোমাদের পরিবারের ক্ষতি হবে। তোমাদের সমাজ এটা মেনে নেবে না। তোমাদের জাত যাবে, সমাজচ্যুত করা হবে।'

কেশব বেপরোয়া, 'ওসব নিয়ে আমি ভাবি না। রাজার প্রিয়পাত্র ছিলাম আমি। কিন্তু তাঁর অন্যায় আদেশ মেনে না নেয়ায় তাঁর বিরাগভাজন হয়েছি, প্রতিপত্তি হারিয়েছে। এখন একজন মহৎ মানুষকে মর্যাদা দেবার অপরাধে যদি সমাজ ছাড়া হতে হয়, তাতে আমার দুঃখ নেই।'

'কিন্তু বেটা, আমি তো জেনে শুনে তোমার এত বড় ক্ষতি হতে দিতে পারি না!'

কেশব মনক্ষুণ্ন হল। সে বলল, 'আমি শুধু একটা কথাই বলব, আপনি না গেলে আমি খুবই কষ্ট পাবো।'

বৃদ্ধ ওর কাঁধে হাত রাখলেন, 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। বেশ, আমি যাবো। তবে আজ নয়। দরবেশের কাছ থেকে ফেরার পথে।'

কেশব ক্ষুণ্ন মনে বজরা থেকে নেমে এল। ঘাটে দাঁড়িয়ে সে দেখল, বজরার পাল তোলা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি চলতে শুরু করল। এক সময় সেটি হারিয়ে গেল নদীর বাঁকে।

ফিরে চলল কেশব। নদীর ঘাট থেকে একটি পথ ফসলের ক্ষেত চিরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল সে। সামান্য কিছুদূর যাবার পর কেশব দেখল, চারটি মেয়ে পিতলের কলস কাঁখে নদীর ঘাটে আসছে। ওদের দেখে ফুলের কথা মনে পড়ে গেল তার।

তাদের গাঁয়ের মেয়ে ফুল। বাল্য বিধবা। তিন বছর বয়সে বিয়ে হয় ওর আর পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়ে যায়। মেয়েটির হৃদয়ে তার জন্য রয়েছে গভীর ভালবাসা। গোপন ভালবাসা। এভাবে দল বেঁধে ফুল নদী থেকে পানি নিয়ে যায়। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার ঘরের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। কত দিন সে ওকে এমনিভাবে দেখেছে! এই অচঞ্চল অপরূপা মেয়েটিকে কেশবের ভালই লাগে। কিন্তু ভালবাসার কথা কখনো ভাবতে পারেনি সে। তার আগে তাকে ভাবতে হয়েছে সমাজের অগ্নিদৃষ্টির কথা। ফুল যে বিধবা! তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। মেয়েটির আবেগকে সম্মান করে সে। কিন্তু এ সম্মানের বেশি আর কিছু

www.pathagar.com

করার নেই তার। দীর্ঘশ্বাস ছ ড়ল কেশব, ভালবাসা অন্ধ; কিন্তু সংস্কার শুধু অন্ধই নয় বধিরও! ফুলের জন্য করুণা ছাড়া কিছু দেবার নেই তার।

হঠাৎ 'ভূত! ভূত!' চিৎকার শুনে চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল কেশবের। থমকে দাঁড়াল সে। দেখল তিনটা মেয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের কলসগুলো মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর একটা মেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবিশ্বাস, ভয়, আনন্দ একাকার হয়ে গেছে তার মুখভাবে। চোখ দুটো তার ফোলা ফোলা। মনে হচ্ছে কোন কারণে সে খুব কেঁদেছে। মেয়েটি ফুল।

কয়েক মুহূর্ত ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে 'ও মা গো!' বলে বুক চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল।

কেশব ছুটে গিয়ে ওকে ধরল। সে দেখল ফুল জ্ঞান হারিয়েছে। মাটিতে পড়ে থাকা একটি কলস নিয়ে সে নদীর দিকে ছুটল। নদী থেকে পানি এনে ফুলের চোখে মুখে ছিটা দিতে লাগল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলল সে। কেশবকে দেখে আবার তার চোখে মুখে ভয়, বিস্ময় ও আনন্দের মিশ্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। থর থর করে কাঁপতে লাগল সে।

ফুলের এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে কেশব বিস্মিত হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ফুল, তুমি অমন করছ কেন? ওরা পালিয়ে গেল কেন? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি কেশব।'

ফুল অস্ফুট স্বরে বলল, 'কেশবদা তুমি বেঁচে আছো!'

'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছ!'

'তাহলে শ্মশানে...তোমাকে...দাহ করতে...'

'এসব কি বলছ ফুল!'

'কেশবদা, শিগগির শ্মশানে ছোটো। বৌদিকে বাঁচাও সহমরণ থেকে।'

দ্রুত উঠে বসল ফুল। কেশবকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সে তাকে ধাক্কা দিল, 'যাও কেশবদা, বসে থেক না। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

কেশব তখনো হতভম্ব হয়ে বসে আছে।

'শ্মশান...সহমরণ...আমি তো কিছুই...।'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ফুল বলল, 'আজ ওরা নদীতে একটা মড়া পেয়েছে। সেটাকে তোমার মনে করে...।'

www.pathagar.com

মুহূর্তেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল কেশবের কাছে। নদীতে পাওয়া একটা মৃতদেহকে তার মনে করে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সাথে তার স্ত্রী রাধাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে সতীদাহ করতে। ফুলকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত প্রশ্ন করল কেশব, 'কখন গেছে?'

'খুব বেশিক্ষণ না, তুমি যাও।'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কেশব। তারপর তীর বেগে ছুটল শ্মশানের দিকে। প্রচুর রক্তপাতে দুর্বল শরীর; কিন্তু তাতে কোথা থেকে যেন চিতাবাঘের গতি এসে গেল। মাথার ক্ষত থেকে আবার রক্ত ক্ষরণ শুরু হয়েছে। কানের পাশ দিয়ে নেমে আসছে সে রক্তের ধারা। সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই কেশবের। তার মনের পটে চিতা, আগুন আর নববধূর মুখটি ভাসছে। নিরাশা এসে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার মন। তবু সে ছুটছে। দুর্বার গতিতে ছুটছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্মশান তার দৃষ্টিপথে চলে এল। লোকজনের জটলা দেখা যাচ্ছে। ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা ও শাঁখের বাজনা শোনা যাচ্ছে। ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিল কেশব। সেই সাথে শ্বশানে জমায়েত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দু'হাত উপরে তুলে চিৎকার করতে লাগল, 'থামো! তোমরা থামো! আমি কেশব! বেঁচে আছি!' কিন্তু ঢাক-ঢোলের বাজনা দূরাগত কেশবের চিৎকার ঢেকে দিচ্ছিল। তার দিকে সকলের দৃষ্টি তখন ফিরল, যখন সে শ্মশানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। চিতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেশবকে দেখে সবাই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। যে কেশবের শব দাহ করার জন্য তারা শ্মশানে এসেছে, তাকে রক্ত, ঘাম ও ধূলায় মাখামাখি অবস্থায় সামনে দেখে সকলে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে, সে ভূত হয়ে ফিরে এসেছে। ঢাক-ঢোলের বাজনা থেমে গেল। 'ভূত! ভূত! বলে ছুটে পালাতে লাগল তারা। চারিদিকে শুধু আতংকিত চিৎকার আর ছোটাছুটি। সব চিৎকার ছাপিয়ে চিতার মধ্য থেকে ভেসে এল রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। তার নববধূর আর্তচিৎকার। সুখের নীড় রচনার এক বুক স্বপ্ন নিয়ে যে মেয়েটি তার হাত ধরে চলে এসেছিল পিতা-মাতার চির আপন আঙিনা ছেড়ে, তার আর্তচিৎকার।

www.pathagar.com

শিকারে গিয়ে নদীর ঘাটে যাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, ভালবেসেছিল, শিকারের ছলে বার বার ছুটে গিয়েছিল এক পলক দেখতে, তার আর্তচিৎকার। যে নবস্ফুটিত গোলাপের মত সজীব মুখটি তার সমস্ত সত্তা দখল করে নিয়েছে, এ চিৎকার তারই। যার সাথে মিষ্টি আলাপের স্মৃতি এখনো তার মনে স্পষ্ট জাগরুক, এ তারই মরণ চিৎকার।

কেশব ছুটে যায় চিতার দিকে। একটু পানির জন্য ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক চাইতে থাকে সে। কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই। অদূরে একটি তিন-চার হাত লম্বা বাঁশ পড়েছিল। সেটি নিয়ে ছুটে গেল কেশব। বাঁশটি দিয়ে ঠেলে ঠেলে চিতায় সাজানো কাঠগুলো ফেলে দিতে লাগল সে। আগুনের তাপে তার গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে গেছে। এতে একটু যেন মনভাঙ্গা হয়ে পড়েছে কেশব, তবুও সে থামেনি। দেহে আর বল নেই। তবুও প্রাণপণে কাজ করে চলেছে। যে বাঁশটির সাহায্যে সে কাজ করছিল, তাতে আগুন লেগে কয়েকবার ভেঙ্গে ছোট হয়ে গেছে। ফলে তাকে চিতার আরো নিকটে যেয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তাপে হাত, চোখ-মুখ সব ঝলসে যাবার দশা। তবুও কেশব চিতার কাঠ সরাচ্ছে মরিয়া হয়ে।

এক সময় কাজ শেষ হল। রাধার উপর আর কাঠের স্তূপ নেই। কিন্তু তাকে দেখার পর কেশবের মুখ থেকে বিকট আর্তচিৎকার বেরিয়ে এর। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে। আগুন যদিও রাধার দেহ স্পর্শ করেনি, তবুও প্রচণ্ড তাপে জীবন্ত সিদ্ধ হয়ে গেছে সে। চিতার কাঠ সরানোর সময় সিদ্ধ শরীরের যেখানে সামান্য আঘাতও লেগেছে, সেখান থেকে গোস্ত খসে গেছে। সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। অনিন্দ্য সুন্দর মুখটিতে কয়েকটি বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। চোখের মনি গলে গেছে। সে চোখের দিকে দ্বিতীয়বার তাকানো পিশাচের পক্ষেও দুঃসাধ্য। অনুপম গ্রীবা, পেলব বাহু যুগল ও পদ্ম পাপড়ির মত পা দুটি অনাবৃত ছিল। এসব অঙ্গের অনেক জায়গা থেকে গোস্ত খসে গেছে। বীভৎস দৃশ্য। প্রিয়তমার এ বীভৎস রূপ কেশবের বুকে আকস্মিক আঘাতের শেল হানল। থর থর করে কাঁপতে লাগল সে।

ইতোমধ্যে যে সব লোক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকে আবার ফিরে এসেছে। তারা কেশবকে চিতার অতি নিকটে যেতে দেখে

www.pathagar.com

ভেবেছে, ভূত তো আগুনকে ভয় পায়। এ ভূত হলে তো চিতার কাছে যেত না! এই ভাবনা অনেককে সাহস যুগিয়েছে। ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে তারা। কিন্তু এর পরও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে তারা ভোলেনি। এদের মধ্যে কেশবের সেই বন্ধুটিও ছিল। সে সাহস করে এগিয়ে এসে কেশবের কাঁধে হাত রাখল। সহনাভুতির সুরে ডাকল, 'কেশব!'

কেশব ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর অকস্মাৎ তার মুখে সজোরে ঘুসি মারল। বন্ধুটি আর্তনাদ করে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। যে-সব লোক সাহস করে এগিয়ে এসেছিল, তারা কিছুটা পিছিয়ে গেল সভয়ে। এরপর কেশবের চোখ পড়ল কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোহিতের উপর। ঝট করে বাঁশটি উঠিয়ে নিয়ে সেদিকে ছুটল সে।

কেশবকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটে আসতে দেখে সমবেত জনতা আবার ছুটে পালাতে লাগল। আবার তাদের মধ্যে আগের ধারণা ফিরে এসেছে, এ কেশবের ভূত না হয়েই যায় না। হুটোপুটির মধ্যে কয়েক জন পড়েও গেল। এই পতিত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন পুরোহিত। তিনিই কেশবের লক্ষ্য। সে মাথার উপর বাঁশটি তুলে সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনল পুরোহিতের মাথায়। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত, রক্তক্ষরণে দুর্বল ও শোকাহত কেশব জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

৭

কেশবের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন সে নিজেকে একটি বদ্ধ ঘরে দেখতে পেল। একটি সংকীর্ণ চৌকির উপর সে শুয়ে আছে। ঘরের মধ্যে আরো কয়েকটি চৌকি। সেগুলিতে কয়েকজন লোক। কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ অন্যদের সাথে গল্প করছে। তাদের মধ্যে দু'জনকে চিনল কেশব। ওরা তার এলাকার লোক। তার সুপারিশে রাজার সৈন্যদলে চাকরী পেয়েছিল ওরা। কেশবের প্রথম অনুভূতি হল ভীষণ তেষ্টা। সে আর্তস্বরে বলল, 'জল! একটু জল দাও!'

www.pathagar.com

সৈন্যদের একজন দ্রুত ঘরের কোণে রাখা মাটির কলসের দিকে এগিয়ে গেল। অপরজন এগিয়ে এল কেশবের দিকে। পরম যত্নে তাকে পানি পান করালো তারা দু'জন।

কেশব ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন কোথায়?'

'আজ্ঞে আপনি এখন বন্দীশালায়', সৈন্যদের একজন জানালো।

'পুরোহিতকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে বন্দী করা হয়েছে', বলল অপর জন।

কেশব উঠে বসল। বসতে গিয়ে সে অনুভব করল, সারা দেহে প্রচণ্ড ব্যথা। সব ঘটনা একে একে মনে পড়ল তার। রাধা আর নেই! হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। নিষ্ঠুর সমাজ নির্মম প্রথার আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে তাকে। তার স্বপ্নবাসর চিতার আগুনে পুড়েছে। হৃদয়ে তার যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা শুকাবে না কোনদিন। ফিরে পাবে না সে তার স্বপ্নমানবীকে। তার সমাজ তাকে হত্যা করেছে। নির্মমভাবে হত্যা করেছে। দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরল কেশব, 'ওহ্ রাধা! ঝড়ের নদী থেকে বেঁচে এসেও রেহাই পেলে না!' হাঁটুর উপর মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। আবার শুয়ে পড়ল কেশব। পড়ে রইল অনেকক্ষণ। এ ছিল তার তিক্ত, বোবা কান্না। শেষে যখন সে উঠে বসল, তখন তার দু'চোখে বেদনার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল ঘৃণা– সমাজ, সংসার, জীবন, মৃত্যু সবকিছুর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা।

এই ঘটনার পরদিন বিকালে ফুলের পিতা বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরল। ফুল উঠানের আমতলায় পাটি বিছিয়ে পিতাকে বসতে দিল। তারপর তালের পাখায় বাতাস করতে করতে মনঃকষ্টের কারণ জানতে চাইল। পিতা মেয়েকে সব খুলে বলল। ফুল যা জানতে পেল তা হল এই ঃ কেশবের জীবন বিপন্ন। শেষ পর্যন্ত হয়ত তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে। রাজা তাকে নির্বাসন দণ্ড দিতে চান। কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণরা তা মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, ব্রাহ্মণ হত্যার শাস্তি এত তুচ্ছ হতে পারে না। কোন কুকুর-বিড়াল বা ইতর শূদ্র হত্যা করা হয়নি যে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের মত সহজ প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দেওয়া হবে। ব্রাহ্মণ হল দেবতুল্য। তার

www.pathagar.com

হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার রাজাকে করতে হবে। নইলে তারা মানবে না। কেশব রাজার প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে রাজা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। রাজা ন্যায়বিচার না করলে সব ব্রাহ্মণ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। রাজা হয়ত অগত্যা ওদের দাবী মেনেই নেবেন।

কেশবের আশা ছেড়ে দিয়েছে ফুলের পিতা। তাই মনটা তার খুব খারাপ। হাজার হোক জ্ঞাতি ভাইপো তো! তাদের কখনো দূরের ভাবেনি সে। বিপদে-আপদে সব সময় পাশে দাঁড়িয়েছে। আর আজ তার বিপদে পাশে দাঁড়ানোর কোন উপায় কারো নেই।

ফুলের অবস্থা তো করুণ! কণ্ঠ ফুঁড়ে কান্না বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। অনেক কষ্টে তা আটকে রেখেছে। কিন্তু অশ্রু কোন বাধ মানেনি। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে তার। হাতের পাখা নিজের অজান্তেই থেমে গেছে। যেদিন কেশবের নৌকাডুবির খবর পৌঁছেছিল গাঁয়ে, সেদিন থেকে শুরু তার নীরব কান্না। ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে কেঁদেছে সে। দু'টো দিন ঠিকমত নাওয়া খাওয়া করেনি। সেই কেশব যদি বা জীবিত ফিরল, সে শুধু আরো করুণ মৃত্যুকে বরণ করার জন্য। উদগত কান্না লুকাতে উঠে পড়ল ফুল। ঘরের মধ্যে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল শয্যায়। অনেকক্ষণ কাঁদলো। অনেকক্ষণ কায়মনে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকল। অনেকক্ষণ ভাবল। কেশবের জন্য কি কিছুই করার নেই? তাকে বাঁচানোর কোন উপায় কি নেই? কার কাছে সে যাবে? কার সাহায্য চাইবে? সহসা একজনের কথা মনে পড়ল ফুলের। উঠে পড়ল সে।

ফুলের এক বান্ধবী ছিল রাত অন্তঃপুরের পরিচারিকা। তার সাথে দেখা করল ফুল। বীণার হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল সে। তাকে বলল, যে ভাবেই হোক কেশবকে উদ্ধার করতে হবে। বীণা কিছুতেই রাজি হতে চায় না, ধরা পড়লে তার প্রাণ যেতে পারে। কিন্তু ফুল বুঝতে নারাজ। সে বলে, সাহায্য না করলে সে সেখানেই আত্মহত্যা করবে। অগত্যা বীণা রাজি হল তাকে সাহায্য করতে। তারপর দু'জনে বসে পরামর্শ শুরু করল, কিভাবে এগুনো যায়।

দু'দিন পর। কৃষ্ণপক্ষের রাত। জানালায় বসে আকাশের দিকে চেয়েছিল বীণা। ভাবছিল সে কীভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করা যায়। হঠাৎ সে লক্ষ্য

www.pathagar.com

করল, আকাশে তারা নেই। অর্থাৎ মেঘ করেছে। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। হোক, ভালই হবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তার কাজ সহজ করে দেবে।
দীর্ঘ সময় ব্যয় করে অনুপম সাজে সাজল বীণা। তারপর থামের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল কারাকক্ষের দিকে। প্রহরীর কাছ থেকে একটু দূরে থাকতেই থেমে গেল বীণা। মৃদু স্বরে প্রহরীকে ডাকল সে, 'এই, শোন!'
প্রহরী পায়চারি করতে করতে সবে এসে দাঁড়িয়েছিল কারাকক্ষের সামনে। হঠাৎ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, এক অপরূপা নারী দাঁড়িয়ে আছে থামের আড়ালে। প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না তার। ভাবল,

মার্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মন্ডুক মেবচ।
স্ব গোধোলু কাকাংশ্চ শূদ্র হত্বা ব্রতঞ্চরেৎ॥– মনু সংহিতাঃ ১১ অধ্যায়, ১৩২ শ্লোক।
অর্থাৎ, বিড়াল, বেজি, চাষ পাখি, ব্যাঙ, কুকুর, গোসাপ, পেঁচা, কাক...এ সবের কোন একটা জ্ঞানতঃ হত্যা করলে যেরূপ ব্রত বিধেয়, শূদ্র হত্যার ব্রতও তাই।
এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ ব্রত। এতে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। শুক্লপক্ষের প্রতি তিথিতে এক এক গ্রাস খাদ্য বাড়ানো এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতি তিথিতে এক এক গ্রাস কমানো হয়। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়েছে। এর বিকল্প হিসাবে কেউ কেউ ব্রাহ্মণকে পাঁচটাকা দশ আনা দান করে থাকে।
ঝিমুনি এসেছিল নিশ্চয়, স্বপ্ন দেখেছে। দু'হাতের তর্জনী দিয়ে চোখ দু'টি ডলে নিল সে। তারপর আবার তাকালো। এবার দেখল, মেয়েটি তাকে ইশারায় কাছে ডাকছে। কী আশ্চর্য! তাকে ডাকছে! এ কি বিশ্বাসযোগ্য! স্বর্গের মেনকা কি দেবতাদের ফেলে তার মনোরঞ্জনে এল! হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রহরী। বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হল। আবার তাকালো সে। মেয়েটির মুখে ভুবনভুলানো হাসি, আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। আবার ইশারা করল মেয়েটি। এবার প্রহরী বুকে বল পেল। এক পা এক পা করে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

www.pathagar.com

প্রহরী নিকটে আসতেই বীণা মৃদু মধুর স্বরে বলল, 'তোমার সাথে কথা আছে, শুনবে?'
প্রহরী তো জ্ঞান হারায়! সে বলল, 'আদেশ করুন দেবী।'
'এখানে নয়, এসো আমার সাথে।' কথা শেষে বীণা হাঁটতে লাগল প্রাসাদের এক অন্ধকার কোণের দিকে।
প্রহরী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল, কারাকক্ষে বিশালাকার তালা লাগানো। চাবি তার কাছে। চিন্তা কী? সে বীণাকে অনুসরণ করতে লাগল।
অন্ধকার কোণটিতে গিয়ে বসে পড়ল বীণা। প্রহরীকেও বসতে বলল সে। প্রহরী দুরত্ব বজায় রেখে বসল।
'অত দূরে বসলে কেন সখা, পাশে এসে বসো', যথাসাধ্য আবেগ ফুটিয়ে তুলল বীণা তার কণ্ঠে।
সুখের আধিক্যে প্রহরী মুর্ছা যায় আর কি! সে আরেকটু সরে বসল বীণার কাছে।
বীণা তার সব আবেগ কণ্ঠে ঢেলে দিল, 'কত দিন তোমাকে দূর থেকে দেখেছি, কল্পনায় দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি। আজ খুব ইচ্ছে হল, কাছে থেকে দেখব, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে চলে এলাম। তোমার দোহাই লাগে আমাকে ভুল বুঝো না, নির্লজ্জ ভেব না।'
প্রহরীর হৃৎপিন্ড যেন গলার কাছে উঠে এসেছে। সে কোনমতে বলতে পারল, 'দেবী, আমি তো স্বপ্ন দেখছি না?'
'না গো এ স্বপ্ন নয়। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হল। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, সেদিনই ভালবেসেছিলাম। শুধু লজ্জায় কিছু বলতে পারিনি।'
প্রহরী কি বলবে বুঝতে পারল না। সে কোনমতে বলল, 'দেবী আপনার জন্য আমি জান দিতে পারব।'
বীণা মনে মনে বলল, জান আমার চাই না, চাবিটা পেলেই চলে। মুখে সে বলল, 'রানী মা আমার বিয়ের কথা তুলেছেন। আমি তাকে কিছু বলিনি। আজ তোমার সাথে আলাপ করে তোমার মন বুঝলাম। কাল রানী মাকে বলব, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

www.pathagar.com

সুখের আতিশয্যে চোখ মুদল প্রহরী। তারপর চোখ খুলে আরো সরে বসল বীণার পাশে।

বীণা প্রহরীর দিকে একটি পানপত্র বাড়িয়ে দিল, 'নাও প্রিয়, আজ আমরা অনেক পান করব, আনন্দ করব।' সে নিজে আরেকটি পানপাত্র উঠিয়ে নিল। বিবশ প্রহরী একটিবারও ভাবল না, পানপাত্র ভরা মদ কোথা থেকে এল। আসলে বীণা এগুলো আগেই রেখে গিয়েছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকে বীণা একের পর এক পাত্র ভরে মদ এগিয়ে দিতে লাগল প্রহরীর দিকে, আর সে নির্দ্বিধায় পান করে চলল। বীণা ভাবল, এখন একটু সরে যাওয়া দরকার। নইলে প্রহরী বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। সে বলল, 'তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।' সরে পড়ল বীণা।

যখন সে ফিরে এল তখন দেখল প্রহরী ঘুমে অচেতন। ঔষধ ধরেছে। তার জামার পকেট থেকে চাবিটা বের করে নিয়ে ছুটল বীণা। ইতোমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। 'ভালই হল, নিরাপদে পালানো যাবে', ভাবল বীণা। কারাকক্ষের তালা খুলে ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকল, 'কেশবদা, আমি বীণা। শীগগির এসো, পালাতে হবে।'

তড়াক করে উঠে বসল কেশব। অন্য বন্দীদের দিকে ফিরে নির্দেষ দিল, 'এসো সবাই।'

মুহূর্তেই সবাই বেরিয়ে পড়ল বন্দীশালা থেকে। তারপর আর কেশবকে কিছু বলতে হল না। রাজার প্রাসাদের সব জায়গা তার চেনা অন্দরমহল বাদে। সঙ্গীদের লক্ষ্য করে সে বলল, 'ছাদে উঠতে হবে। পারবে তো?' তার সঙ্গীরা বলল, 'পারব।' তবে তাদের কারো কথায় জোর ছিল না।

এ সময় বীণা বলল, 'কেশবদা, একটা ভুল হয়ে গেছে। দড়ির মই নিয়ে এসেছিলাম আমি। সেটা প্রহরীর পাশে পড়ে আছে। আমি এক্ষুণি আনছি', বলে ছুটে গেল সে। কিছুক্ষণ পরে একটা দড়ির মই হাতে নিয়ে ফিরে এল বীণা।

কেশব একজন বন্দীকে লক্ষ্য করে বলল, 'বীরু, তুমি মইটা নিয়ে উপরে উঠে যাও।' আরেকজনের দিকে ফিরে সে বলল, 'সিধু, তুমি বীরুকে কাঁধে নিয়ে ছাদে তুলে দাও।'

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সবাই ছাদের উপর উঠে বসেছে। তারপর ওরা ছুটল ছাদের বিপরীত প্রান্তের দিকে। দড়ির মই বেয়ে একজন প্রথমে

www.pathagar.com

নেমে গেল। তারপর নামানো হল বীণাকে। সবাই একে একে নেমে যাওয়ার পর কেশব ছাদের রেলিং থেকে দড়ির প্রান্ত দু'টি খুলে নিল। তারপর সে ছাদের কার্নিশ ধরে ঝুলে পড়ল। তার নির্দেশ মত বীরু ঠিক নীচে এসে দাঁড়ালো। তার কাঁধে পা রেখে নেমে পড়ল কেশব।

এক দৌড়ে প্রায়ান্ধকার ফাঁকা জায়গাটুকু অতিক্রম করে বাগানে প্রবেশ করল তারা। বাগান পেরিয়ে সুউচ্চ প্রাচীরের পাদদেশে এসে থামল পলাতকের দল। দড়ির মইটা সাথে থাকায় দুর্লংঘ্য প্রাচীর সহজে পেরিয়ে গেল তারা। প্রাচীরের একটু দূরে করতোয়ার ঘাট। বীণা জানালো, ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রাখার কথা ফুলের। নৌকাযোগে পালাতে হবে। তার কথা মত সবাই ছুটল নদীর ঘাটে।

কেশবকে আসতে দেখে ফুল বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে। সে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কেশবদা তুমি ঠিক আছো তো?'

কেশব দাঁড়ালো ফুলের সামনে।

'হ্যাঁ, ফুল আমি ঠিক আছি। তুমি আমার জন্য আজ যা করলে তা কোনদিন ভুলব না, যদিও এর কোন প্রতিদান দেওয়া যায় না।'

ফুলের মন বলল, তোমার মনে শুধু একটুখানি ঠাঁই পেলে তাকেই সেরা প্রতিদান ভাববো। মুখে সে বলল, 'বীণার সাহায্য না পেলে কিছুই হত না। কঠিন কাজটাই সে করেছে।'

'হ্যাঁ, বীণার প্রতিও আমি খুব কৃতজ্ঞ', বলল কেশব।

একটু ইতস্তত করে ফুল বলল, 'কেশবদা, একটা কথা...।'

'বলো।'

ফুল বলতে পারল না, ইতস্তত করতে লাগল।

কেশব আবার জানতে চাইল, 'কই বলো কি বলবে।'

'আমি প্রতিদান চাই।' এটুকু বলে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'তোমার বাজুবন্ধটা আমাকে দিতে হবে।'

কেশব এবং বীণা ছাড়া বাকি সবাই ফুলকে ভুল বুঝল। তারা তাকে লোভী এবং মতলববাজ ভাবল। শুধু এই দু'জন বুঝল, কেশবকে আর কোনদিন দেখার সম্ভাবনা নেই ভেবে তার স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাচ্ছে ফুল। কেশব তার বহুমূল্য বাজুবন্ধ খুলে ফুলের হাতে দিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস

www.pathagar.com

ফেলে বলল, 'ফুল, তোমার আমার মত ভাগ্য নিয়ে এই নিষ্ঠুর সমাজে যেন কেউ না জন্মায়।'

ঠিক এই সময় প্রাসাদের মধ্যে সতর্কতামূলক ভেরী বেজে উঠল। সেই সাথে প্রহরীদের হাঁক-ডাক শোনা যেতে লাগল। পলাতকের দল সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কেশব ফুলকে বলল, 'তুমি শিগগির ফিরে যাও। এক্ষুণি রাজার সৈন্যরা এসে পড়বে।'

'তোমরা নৌকায় ওঠো, আমি যাচ্ছি', ফুলের কণ্ঠে উদাস সুর।

'বোকামি করো না ফুল', কেশব তাগাদা দিল, 'আবেগ প্রকাশের সময় এটা নয়।'

ফুল চোখ মুদল, কেশব তাহলে তার আবেগের কথা জানে! ফুলের জন্য এই তো অনেক পাওয়া!

ফুলকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেশব আবার তাগাদা দিল, 'দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, যাও। তুমি না গেলে আমরা এক পাও নড়ব না। প্রয়োজনে আবার বন্দী হবো।'

এবার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ফুল। 'ঠাকুর তোমার সাথে থাকুন', বলে ছুটে চলে গেল সে।

৮

বন্দীর দল পালিয়ে গেছে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। রাজার সৈন্যরা পুন্ড্রবর্ধনের প্রতিটি এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু সব বৃথা। সবাই যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। শেষে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভেবেছে, পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যে চলে গেছে পলাতকের দল।

এদিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। তাদের বিশ্বাস, রাজা তাদের সাথে চাতুরী করেছেন। তাদের দাবী মেনে নিলেন বলে ঘোষণা করেছেন, আবার ঘাতককে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি।

www.pathagar.com

পরশুরাম পড়েছেন মহাসমস্যায়। খাস কামরায় বসে ভাবছিলেন তিনি, ব্রাহ্মণরা হলেন দেবতা। সেই দেবতারা আজ তাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারা আজ তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। নরাধম কেশবের জন্যই তাকে আজ পূজারীদের বিরাগভাজন হতে হল! দু-পাঁচশ' শূদ্রকেও যদি হতভাগা হত্যা করত, তবু আজ এমন ঝামেলায় জড়াতে হত না। তাকেও পালিয়ে বেড়াতে হত না। কত জনই তো কুকুর, বিড়াল, শূদ্র– এসব হত্যা করে! চান্দ্রায়ন করে পাপমুক্তও হয়। কিন্তু নরাধম দেবতুল্য ব্রাহ্মণ হত্যা করেছে! এ অপরাধের শাস্তি ভয়াবহ। এ জন্মে তার জন্য নির্ধারিত আছে মর্মান্তিক মৃত্যুদণ্ড আর পরজন্মে কুকুর-বিড়াল বা ইতর শূদ্র হয়ে জন্মাতে হবে। তা জন্মাক, কিন্তু তাকেও যে দারুণ অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে! ব্রাহ্মণরা যদি সব রাজ্য ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তাদের অভিশাপে রাজ্য যাবে, এমনকি জীবনও যাবে। যেভাবেই হোক তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কিভাবে?' বেশিক্ষণ ভাবতে হল না তাকে। উপায় একটা পেয়ে গেলেন।

পরদিনই রাজার সৈন্যরা কেশবের বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিল। তার সমুদয় সম্পত্তি হুকুম-দখল করা হল। তার দুই ভাইকে পরিবার-পরিজনসহ রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হল। এভাবে রাজা ব্রাহ্মণ হত্যার সুবিচার সমাধা করলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ থেকে তাঁর রাজ্য রক্ষা পেল, তিনি নিজে রক্ষা পেলেন।

কালের অবিরাম স্রোতে অনেকগুলো দিনকে বয়ে নিয়ে ফেলল অতীতসাগরে। বড়-ছোট, ভাল-মন্দ অনেক প্রসঙ্গ হারিয়ে গেল সেই স্রোত বেয়ে। ধীরে ধীরে বন্দীদের পলায়নের বিষয়টিও চাপা পড়ে গেল। মাঠে-ঘাটে, হাটে, নৌকায় কিংবা বটতলায় পলাতকদের নিয়ে আর আলোচনা হয় না।

এমনি সময় একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা কেশবকে আবার আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এল। রাজপ্রাসাদে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়ে গেল। গভীর রাতে একদল কালো মুখোশধারী দস্যু সেনাপতি সুরখাব ও রাজার দেহরক্ষী দলের প্রধানকে অস্ত্রের মুখে ধরে প্রাসাদের সকল রক্ষীকে নিরস্ত্র করল। তারপর তারা রাজার বাগান বাড়িতে পৌঁছে গেল।

www.pathagar.com

পরশুরাম অনেক রাত পর্যন্ত এখানে আমোদ-ফুর্তি করেছেন বাঈজীদের নিয়ে। তারপর মায়ের বুক থেকে সদ্য ছিনিয়ে আনা এক কুমারীর চরম সর্বনাশ করে তৃপ্তির ঘুমে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। এমন সময় দ্বারে করাঘাত হওয়ায় তার নিদ্রা ভঙ্গ হল। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজা খুলতে খুলতে গর্জে উঠলেন, 'কোন্ নরাধম এ সময় বিরক্ত করতে এসেছে? তাকে আমি শূলে...।' আটকে গেল রাজার জিব। সামনেই জমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে একদল ডাকাত। সেনাপতি ও রক্ষীপ্রধান অসহায়ের মত তাদের হাতে বন্দী। রাজাকেও বন্দীত্ব বরণ করতে হল অসহায়ের মতই। এরপর ডাকাতদের আর কোন বাধার সম্মুখীন হতে হল না। অবাধে সমস্ত রাজকোষ লুটে নিল তারা। তারপর ফিরে গেল নির্বিঘ্নে। অবশ্য নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রাজা ও সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তারা ভোলেনি।

পরদিন সকালে মাথা হেট করে ফিরে এলেন দুইজন প্রাসাদে। তারপরই গুঞ্জন উঠল কেশবের নামে। মাঠে, ঘাটে, হাটে, ছায়াদার গাছ তলায় কল্পনাবিলাসী লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এ নিশ্চয় কেশবের কাজ। তার ছাড়া এত সাহস আর কার আছে?

সারা রাজ্যে রাজার চর ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কুমোরের বেশে মাটির সানকি, কলস, হাঁড়ি নিয়ে, কেউ ঝুড়ি বা ঝাঁকা বিক্রেতা সেজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গেল। কেউ ধরল ভিখারীর বেশ, কেউ বা নিল সন্যাসী বা সাপুড়ের বেশ। আবার কেউ বানরওয়ালা হল। এভাবে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল গুপ্তচরের দল। কিছুদিন পর তারা আবার রাজধানীতে ফিরে এল। তাদের প্রত্যেকেই ভাবল, আমি সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারলেও অন্য কেউ নিশ্চয় পেরেছে। ফলে পরশুরামের সব আক্রোশ নিষ্ফল হল।

কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। ডাকাত ধরার আশা রাজা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। এমন সময় একদিন তার হদিস মিলল। এক অস্থিচর্মসার নাঙ্গা লোক রাজদরবারে এল ফরিয়াদ নিয়ে। লোকটি নিজের পরিচয় দিল সন্যাসী বলে। সে জানালো একদল ডাকাত তাকে অপমান করে তপোবন থেকে বের করে দিয়েছে। তার জটা, দাড়ি কেটে দিয়েছে।

www.pathagar.com

রাজা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রথমে সেনাপতি ও পরে সভাসদদের দিকে তাকালেন। তারপর সন্যাসীর দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, তার মত সংসারত্যাগী সন্যাসীর সাথে তাদের কিসের শত্রুতা। লোকটি আমতা আমতা করতে লাগল। অবশেষে সে বলল, 'আমি ওখানে থাকলে আমার আশীর্বাদ নেবার জন্য লোক যেত। এতে হয়ত ঐ তস্করদের অসুবিধা হত। তাই আমাকে তাড়িয়েছে।'

সত্য কথাটি বলতে পারল না সন্যাসী। সে বলতে পারল না, রাজার ভাগ্য সম্পর্কেই জানতে চেয়েছিল দস্যু সর্দার। সৈনিকের বেশে গিয়ে বলেছিল সন্যাসীকে, রাজা মশায় পাঠিয়েছেন। আগামী কয়েকদিন তাঁর কেমন যাবে তা তিনি জানতে চান। সন্যাসী কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে অবশেষে চোখ খুলেছিল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'রাজার বিপদ বাইরে; প্রাসাদে নয়।'

এর পরদিনই রাজবাড়ি লুট হল। সন্যাসী সেদিন তপোবনে ছিল না। কয়েকদিন পর সে ফিরে আসতেই একদল ডাকাতের পাল্লায় পড়ল। ডাকাত সর্দার তাকে প্রশ্ন করল, 'এই ভন্ড! তুমি তো সেদিন বলেছিলে, রাজা প্রাসাদে নিরাপদ। তুমি কি জানো, প্রাসাদে তার সর্বনাশ হয়েছে?'

সন্যাসী মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু ডাকাতের দল তাকে সুযোগ দিল না। জবরদস্তি করে ধরে তার জটা, দাড়ি সব কেটে বের করে দিল বন থেকে। এ সব কথা কি রাজাকে বলা যায়! বললে তার কাছেও অপদস্ত হতে হবে। তাই সন্যাসী মিথ্যা বলল। তবে অপদস্ত তাকে হতেই হল আরেক বার। রাজা বললেন, 'তুমি কেমন সন্যাসী হে! চোখের দৃষ্টিতে ওদের ভস্ম করে দিতে পারলে না? শাপ দিয়ে ওদের ধ্বংস করে দিতে পারলে না? যাও, পারলে নিজেই এর বিচার করো গে।' রাজা সন্যাসীকে বের করে দিলেন।

তারপর সেনাপতি সুরখাবের দিকে ফিরলেন। নির্দেশ দিলেন তিনি, ডাকাত দলের প্রতিটি সদস্যকে তার চাই। ওদের জীবন্ত পুতে ফেলা হবে।

সুরখাব পড়লেন মহা সংকটে। কেশবের বিরুদ্ধে অভিযানে নামতে হবে তাকে! কিন্তু কেশবের কাছে যে তার অনেক ঋণ! তার অনেক বড় উপকার

www.pathagar.com

সে করেছে। যে কাজটা তিনি নিজে পারছিলেন না, একদিন কেশব তার হয়ে সেটা করে দিয়েছিল। সেদিনের কথা তিনি আজো ভোলেন নি।

শিকার থেকে সেবার ফিরে এসে রাজা কেশবকে পুরস্কৃত করেছিলেন। কেশবের জমিদারীর সমপরিমাণ এলাকা তাকে দান করেছিলেন রাজা। শুধু তাই নয়, তাকে দশজন প্রভাবশালী সভাসদের একজন করে নিয়েছিলেন। এই সুদর্শন, দুঃসাহসী যুবককে বড় ভাল লেগেছিল তার। তাই স্বয়ং রানী এবং রাজকন্যা যখন কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং পদোন্নতির সুসংবাদ দিতে কেশবের মহলে যেতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি আপত্তি করেননি। বরং, সুরখাবের মনে হয়েছিল, রাজা এ সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছেন। সেনাপতির অনুমান, রাজা রাজকন্যার পাশে কেশবকে কল্পনা করেছিলেন।

এদিকে রানীর উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। তিনি সুরখাবকে কল্পনা করতেন রাজকন্যার পাশে। সেনাপতির এটা অজানা ছিল না। কেশবের বাড়ি যাবার পিছনে স্বামীর প্রাণরক্ষাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আগ্রহ যতটা ছিল, তার চেয়ে কম ছিল না রত্নমণি ও সুরখাবকে কাছাকাছি হবার সুযোগ দেবার। তিনি চেয়েছিলেন, রত্নমণি সুরখাবকে পছন্দ করুন। তিনি রাজার কাছে স্বয়ম্বর সভার দাবী করবেন এবং রত্ন তাকে বেছে নেবার সুযোগ পাবেন। রত্নের জন্য রাজা আর কাউকে পছন্দ করবেন, এটা রানীর না পছন্দ ছিল। তাই কেশবের মহলে যাবার সময় সুরখাবকে সাথে নিয়েছিলেন তিনি।

সুরখাবেরও স্বপ্নের বাগিচায় রত্নমণি ছিলেন একমাত্র গোলাপ। তার সৌন্দর্য ও সৌরভে তিনি সবসময় বিভোর। তাই কেশবের মহলে তিনি রাজকন্যার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যথিত হচ্ছিলেন যখন দেখছিলেন, রত্নের আগ্রহ তার দিকে নয়, কেশবের দিকে। কয়েকবার তিনি চেষ্টা করেছেন একাকী রত্নের মুখোমুখি হবার, কিন্তু প্রতিবার রাজকন্যা সরে গেছেন। এতে সুরখাব মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন। মনোবেদনায় অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন গাঁয়ের পথে। একাকী।

বাইরে অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘুরে কেশবের মহলে ফিরেছিলেন তিনি। চারিদিকে চেয়ে রানী বা রাজকন্যা কাউকে না দেখে ভেবেছিলেন, তাঁরা

www.pathagar.com

হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। মনটা খুব খারাপ। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে তিনি চিলেকোঠার সিঁড়ি ভাঙছিলেন। তিনি যখন সিঁড়ির শেষ প্রান্তে, তখন কেশব ও রত্নমণির কথা কানে এল। নিজের অজান্তে থেমে যান সেনাপতি। ঈর্ষা এবং কৌতূহল এসে তার দুই পায়ে দুই বেড়ি পরিয়েছিল। রত্নমণি কি চান তা জানা প্রয়োজন।

কেশব বলছিল, 'আমি যা করেছি তা আমার কর্তব্য ছিল। কোন প্রতিদানের কথা ভাবিনি, ভাবার মত সময়ও ছিল না।'

এবার রাজকন্যার কথা কানে এল, 'সে অপবাদ কেউ দিচ্ছে না। তবে রাজারও তো কর্তব্য আছে! তিনি তাই করেছেন এবং করবেন।'

তিনি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, আর কি...।

কেশবের কথা শেষ করতে দেন না রত্নমণি। তিনি বলেন, 'বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করেন।'

কেশব, 'তা জানি। তাই তো আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সভাসদের মর্যাদা দিলেন।'

রত্ন, 'আপনি নগণ্য নন বরং আরো মর্যাদা আপনার প্রাপ্য।'

কেশব, 'না রাজকুমারী, আমি যা পেয়েছি তাই ঢের বেশি।'

রত্ন, 'আমার তা মনে হয় না। বাবার ক্ষেত্রে আমি হলে প্রাণ রক্ষাকারীকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে দিতাম।'

এ কথায় হেসে উঠল কেশব। সে বলল, 'সন্তানকে বঞ্চিত করে?'

রত্ন, 'না।'

কেশব, 'তবে?'

রত্নমণি নীরব।

কেশব, 'রাজকুমারী, আপনি মহারাজকে খুব ভালবাসেন, তাই ঘটনাটা এতবড় করে দেখছেন। এ আপনার অতি আবেগ। মহারাজের ক্ষেত্রে আপনি হলে এ আবেগ আসত না।'

রত্ন, 'আপনি সমস্যাটা জটিল ভাবছেন, আসলে তা নয়।'

কেশব, 'সমাধানটা জানালে বাধিত হই।'

রাজকন্যা নীরব।

কেশব, 'অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে।'

www.pathagar.com

তাকে থামিয়ে দিয়ে রত্নমণি বললেন, 'রাজার একমাত্র সন্তান কন্যা হলে এটা সমস্যাই নয়।'
কেশব, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ হয় না।'
রত্ন, 'কেন হয় না?'
কেশব, 'কারণ আমি এর যোগ্য নই।'
রত্ন, 'আপনার চেয়ে যোগ্য আর কে আছে?'
কেশব, 'অন্তত একজনের কথা আমি জানি, সত্যিই তিনি যোগ্য। তিনি সেনাপতি সুরখাব।'
রত্ন, (ঈষৎ বিরক্ত হয়ে) 'তার কথা শুনার ইচ্ছা থাকলে তার কাছেই যেতাম। আমি আপনার কাছে এসেছি।'
কেশব, 'আমাকে ক্ষমা করুন রাজকুমারি। রাজার উপকার করে প্রতিদান কামনা...এ মহাপাপ। অবাধ্যতার আশংকা না থাকলে তাঁর কোন প্রতিদানই গ্রহণ করতাম না।'
রত্ন, (ক্ষুব্ধ স্বরে) 'আমাকে প্রত্যাখ্যান করছেন?'
কেশব, 'মিনতি করি, ওভাবে বলবেন না।'
রত্ন, 'সত্যিই তুমি দুঃসাহসী (সম্বোধন পাল্টে গেল রাজকন্যার) নইলে রাজকন্যাকে প্রত্যাখ্যান!'
কেশব নীরব।
রত্ন, 'তবে সাহসী হলেও তুমি নির্বোধ। তোমার বাহুতে বল আছে, কিন্তু মস্তিষ্ক বড় দুর্বল।'
কেশব, 'হয়ত আপনার কথাই ঠিক। অন্যদের মত আমি প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সুখের সমার্থক ভাবতে পারি না।'
কিছুক্ষণ নীরবতা।
শেষে কথা বললেন রাজকন্যা, 'আমি কি কুরূপা?'
কেশব, 'তাহলে আর সুরূপা কে?'
রত্ন, 'সুখের জন্য আর কি চাই?'
কেশব নীরব।
রত্ন, 'কই বলো, কিসে তোমার সুখ?'
কেশব, 'একজনের কাছে আমি পণবদ্ধ, তাকে ভুলব না।'

www.pathagar.com

রত্ন, 'কে সেই ভাগ্যবতী?'
কেশব, 'সে কোন রাজকুমারি নয়, গ্রামের এক সাধারণ মেয়ে।'
রত্ন, (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) 'সত্যিই সে ভাগ্যবতী।'

সেনাপতি বুঝেছিলেন, রাজকন্যা আর দাঁড়াবেন না। এখনই সরে পড়তে হবে। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে নেমে এসেছিলেন তিনি।
সেদিনের কথা ভাবলে আজো সুরখাব বিস্মিত হন। মাঝে মাঝে মনে হয়, কেশব বড় নির্বোধ। নইলে সুন্দরী রাজকন্যা এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবার সুযোগ কেউ হেলায় হারায়? আবার ভাবেন, সে প্রেমিকের আদর্শ। তাই প্রেমের জন্য এতবড় ত্যাগ সে স্বীকার করতে পারল। তাকে বোকা ভাবা পাপ। অতিবৈষয়িকের অন্তর মহত্বকে নির্বুদ্ধিতা জ্ঞান করে। আসলে সে অতি মহৎ। পরক্ষণেই ভাবেন, গাঁয়ের এক সাধারণ মেয়ের জন্য রাজকন্যা ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করা কোন স্তরের মহত্ব? কেশবকে মনে মনে শ্রদ্ধার আসনে বসান তিনি।

৯

কেশবের মহল থেকে ফেরার পর সুরখাবের প্রতি আগ্রহি হয়ে ওঠেন রাজকন্যা। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সেনাপতি উপলব্ধি করেন, কেশবের অনুগ্রহে এটা সম্ভব হয়েছে। মনের বাসনাটি তিনি কোনদিন রাজকন্যাকে জানাতে পারেননি। হয়ত কোনদিনও পারতেন না। অথচ কেশব তার হয়ে রত্নকে তা বলেছিল। অভাবিত সৌভাগ্যের সাজানো ডালি কেশব ঠেলে দিয়েছিল তার দিকে। কৃতজ্ঞতাবোধ তাকে কেশবের অনুরক্ত করে তোলে। তিনি কেশবকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। ক্রমশ খুব অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন দু'জন।
আজ রাজার নির্দেশে সেই কেশবের বিরুদ্ধে অভিযানে নামতে হবে! মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় সুরখাবের। কেন যে কেশব একের পর এক

www.pathagar.com

হঠকারিতা করছে! ছেলেটা মহৎপ্রাণ তবে বেপরোয়া। যা ভাল বুঝবে, তা করবেই। কার সাধ্য তাকে ফেরায়?

একবার তো সে রাজআজ্ঞা অমান্যই করে বসল। কেশবের জমিদারী এলাকা থেকে রাজা দুইটা স্বাস্থ্যবান, সুন্দর বালক চেয়ে পাঠালেন। উদ্দেশ্য, যোগিনী বোন শীলা দেবী কালীর উদ্দেশ্যে তাদের বলি দেবে। কেশব বলির বালক পাঠাতে অস্বীকার করে বসল। তার এই অস্বীকৃতির কথা রাজার কানে যাবার আগে সুরখাব চেষ্টা করলেন তাকে রাজি করাতে। কিন্তু কেশবকে টলানো গেল না। সে সাফ জানিয়ে দিল, এ কাজ তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুরখাব বললেন, 'কেন আপত্তি করছ? সব জমিদার সর্দারই তো বলির জন্য বালক পাঠায়!'

কেশব বলল, 'তা পাঠাক, আমি পারব না।'

'সমস্যা কোথায়? মিছে কেন রাজার বিরাগভাজন হবে?'

'চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। কিন্তু পারলাম না।'

নিঃসংকোচে স্বীকার করল কেশব, 'দুইটা ছেলেকে ধরেছিলাম। কিন্তু তাদের মা-বাবার অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলাম না। একটা ছেলের মা আমার চোখের সামনে আমার আঙিনায় মারা গেল। বুকে করাঘাত করতে করতে অচেতন হয়ে গেল সে। আর চেতনা ফিরল না। ছেলেটার বাবা শোকে পাগল হয়ে গেল। প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে বেরিয়ে গেল আমার বাড়ি থেকে। আরেকটা ছেলের মা এসে আমার পা ধরে পড়ে রইল। অনেক কষ্টে পা যদি ছাড়িয়ে নিলাম, সে আমার সিঁড়িতে মাথা কুটতে লাগল। সে বলতে লাগল, তার ছেলেকে ছেড়ে না দিলে মাথা কুটেই মরবে। হতভাগীর কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। আমার সিঁড়ি ভিজে গেল রক্তে। সৈনিক আমি, তলোয়ারের আঘাতে কত শত্রুর রক্ত ঝরিয়েছি! কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের রক্ত ঝরানো... সে কখনো দেখিনি। তাই স্থির থাকতে পারলাম না। ছেড়ে দিলাম ছেলে দু'টোকে।'

'এতটা বিচলিত হয়ে পড়লে?' সেনাপতি বলেছিলেন, 'তাদের বুঝাতে পারতে, এটা অতি মহান কাজ! তারা এবং তাদের ছেলেরা আগের জন্মে বড় পূণ্য করেছিল বলেই না মায়ের চরণে আত্মদানের সুযোগ পেয়েছে! এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে?'

www.pathagar.com

'অন্যকে বুঝাবো কি, নিজেকেই বুঝাতে পারিনি!'
'কী বলছ তুমি!'
'অবিশ্বাসী আমি নই। কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে, আমরা বোধহয় ভুল করছি।'
'কোন্‌টাকে তুমি ভুল বলছ?' সুরখাবের কণ্ঠে ইষৎ ক্ষোভ।
সেনাপতির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেশব বলেছিল, 'ছেলে দু'টোর মা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। সন্তানের জন্য কী তাদের শোক! কী তাদের কান্না! কী তাদের হাহাকার! দেখলে পাথরও গলে যায়। অথচ এই দেবী, যাকে আমরা মা ডাকি, সে কেমন মা যে সন্তানের রক্ত না দেখলে খুশি হয় না? কাকে মা ডাকব, যে সন্তানের জন্য জীবন দেয়, নাকি যে সন্তানের জীবন কেড়ে নেয়? যে সন্তানের জন্য নিজের রক্ত ঝরায়, নাকি যে নিজের জন্য সন্তানকে রক্তাক্ত করে?'
সেদিন কেশবের এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি সুরখাব। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার কপালে দুঃখ আছে। মহারাজ খুব রেগে যাবেন।'
'তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন মায়ের বুক খালি করে তার ছেলেকে বলির জন্য পাঠাতে পারব না।'
ক্ষুণ্ন মনে ফিরে এসেছিলেন সেনাপতি। পরদিন রাজা পরশুরামের সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছিলেন তিনি। রাজসভায় কেশবের কোন স্থান নেই। শুধু তাই নয়, রাজা জমিদারীর যে অংশ কেশবকে দিয়েছিলেন, তা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।
এসব কেশবের বিয়ের আগের ঘটনা। সুরখাব ঘটনাক্রমে সবগুলোরই নীরব সাক্ষী। কিন্তু তার বিয়ের পরে ঘটে গেল আরো বড় বিপর্যয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে তার ভাগ্য বিপর্যয়ও ঘটল। যার জন্য রাজ্য ও রাজকন্যা প্রত্যাখ্যান করেছিল কেশব, সেই রাধাকে চিতায় জ্বলে মরতে হল। তাও আবার ভুলক্রমে অন্যের চিতায়! সুরখাব ভাবলেন, সেদিন তিনি থাকলে হয়ত পরিস্থিতি সামাল দিতে পারতেন, কিন্তু অভিমানী কেশব বিয়ের কথা তাকে জানায়নি।

www.pathagar.com

রাধাকে চিতায় পোড়ানো ছিল মহাভুল– সুরখাব তা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় কেশবও বড় এক ভুল করে বসল। উত্তেজনার বশে পুরোহিতকে হত্যা করে ফেলল সে। মারাত্মক ব্যাপার! কুকুর - বিড়াল বা শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ হত্যা! তাকে বন্দী হতে হল। রাজা নির্ঘাৎ তার প্রাণদণ্ড দিতেন। কিন্তু যেভাবেই হোক পালিয়ে বাঁচল কেশব। এখানেই সবকিছুর ইতি ঘটতে পারত। কিন্তু আবার হঠকারিতা করে বসল সে। রাজার ভাণ্ডার লুটে নিল। শুধু তাই নয়, রাজা এবং তাকে বন্দী করে অপদস্তও করল। সেনাপতি অবশ্য তাকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু পরশুরাম কি তাকে ছেড়ে দেবেন? তাকে সদলবলে ধ্বংস করে তবেই ক্ষান্ত হবেন তিনি। মহারাজের নির্দেশে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি কেশব ও তার সঙ্গীদের জ্যান্ত পুতে ফেলতে চান। কিন্তু সুরখাব যে কেশবকে বড় ভালবাসেন! এখন কি করবেন তিনি?

অনেক ভেবে শেষে ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন সেনাপতি। তার বিশ্বস্ত এক লোককে পাঠালেন পুন্ড্র বনে। তাকে বলে পাঠালেন, কেশবকে জানাতে হবে, সে যেন বন ছেড়ে চলে যায়। রাজার সৈন্যদল যাচ্ছে তাকে ধরতে। এরপর তিনি এক সালারের নেতৃত্বে দুইশ' সৈন্যের এক দল পাঠালেন। সৈন্যদল ছুটে গেল বনভূমির দিকে। বীরের মত। তারপর এক সময় ফিরেও এল। তবে মাত্র গুটি কয়েক। অধিকাংশ সৈন্যই মারা পড়েছে। করতোয়ার অপর পাড়ে নামতেই পারেনি কেউ। কেশবের বাহিনী খুবই সতর্ক। তারা নিশ্চয় কড়া প্রহরার ব্যবস্থা রেখেছিল। সৈন্যদলের নৌকাবহর মাঝনদীতে পৌঁছার সাথে সাথে তীরবৃষ্টি শুরু হয়। দেখতে দেখতে অনেক সৈন্য ঘায়েল হয়ে যায়। সৈন্যদল দস্যুদের আক্রমণের কোন মওকাই পায়নি। ওরা বনের আড়াল থেকে অদৃশ্য শত্রুর মত আক্রমণ করেছিল। তারপরও সৈন্যরা চেষ্টা করেছিল দ্রুত নদী পার হতে। কিন্তু হঠাৎ আগুনের মশালবাহী তীর বর্ষণ শুরু হয়। তিনটা নৌকায় আগুন ধরে যায়। সেই নৌকার সৈন্যরা প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য সৈন্যরাও। মারাত্মক আহত হবার কারণে করতোয়ায় অনেকের সলিল সমাধি হয়। গুটিকয়েক মাত্র সৈন্য নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত সালার।

www.pathagar.com

সুরখাব ভেবে পেলেন না, তার পাঠানো লোকটা কি পৌঁছাতে পারেনি, নাকি কেশব তার সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করেছে। তাকে বিষয়টা দেখতে হবে। যদি দ্বিতীয়টা সত্য হয় তবে কেশবকে ক্ষমা করা যাবে না। এতগুলো প্রাণহানির শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

এদিকে রাজা পরশুরাম তো খবর শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি সেনাপতিকে সাফ জানিয়ে দিলেন, 'এবার যাদের পাঠাবে, তাদের বলে দিও, ব্যর্থ হলে রাজধানীতে ফিরে আসার দরকার নেই। ইতোমধ্যে অনেক ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর নয়। যে সৈন্যরা রাজার নিরাপত্তা দিতে পারে না, গুটিকয় ডাকাতের কাছে মার খেয়ে পালিয়ে আসে, তেমন সৈন্যের পিছনে অর্থ ব্যয় করার মানে হয় না।'

সুরখাব রাজার মনের অবস্থা বুঝলেন। এ সব ব্যর্থতার দায় তো সেনাপতির উপরই বর্তায়। কিন্তু তিনি কেশবের প্রতি কঠোর হতে পারেন কই? তার মনটা তিনি জানেন। সে বড় মহৎ, বড় ত্যাগী। অন্যের জন্য অবলীলায় নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে কেশব। রাজার জন্যও একদিন নিজের জীবন বাজি রেখেছিল সে। আজ রাজার তা মনে নেই! অথচ পরিস্থিতির শিকার হয়ে সে যা করেছিল, তা ঠিক মনে রেখেছেন রাজা।

অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর সুরখাব সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নিজে কেশবের সাথে দেখা করবেন। বণিকের ছদ্মবেশে মহল থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটালেন। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসতে হবে। সংকটকাল চলছে। কখন রাজা ডেকে পাঠান কে জানে!

এক সময় বনভূমির বিপরীতে পৌঁছলেন সেনাপতি। এবার ঘোড়া ছেড়ে নৌকায় চাপতে হবে। মাঝির সন্ধানে নিকটস্থ গ্রামে চললেন তিনি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল এক মাঝিকে অনুসরণ করে সুরখাব ঘাটের দিকে যাচ্ছেন। নৌকা তখনো মাঝনদীতে পৌঁছায়নি, এমন সময় রাত্রের নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে বনভূমির দিক থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল। সেই কুকুরের ডাক মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরো কয়েকটা কুকুর ডেকে উঠল বিভিন্ন দূরত্ব থেকে। সুরখাব ভাবলেন, বন্য কুকুর। কিন্তু তার ভুল

www.pathagar.com

ভাঙাতে শিঙা ফুঁকে উঠল কেউ। সেটা থামতেই আরো কয়েকটা শিঙা বেজে উঠল। 'চমৎকার প্রহরা ব্যবস্থা!' আপন মনে বললেন সেনাপতি। সবে তীরে পা রেখেছেন সুরখাব, এমন সময় অনেকগুলো তলোয়ারের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেলেন তিনি। নিজের তলোয়ার তাদের হাতে সমর্পণ করে তিনি বললেন, 'তোমাদের দলনেতার সাথে দেখা করতে চাই।'

উত্তরে কেউ কোন কথা বলল না, তবে একজন তার দেহ তল্লাসী করে দুইটা লুকানো ছোরা নিয়ে নিল। তারপর তাকে সামনে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। বনপথ ধরে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর এক বটগাছের নীচে থামল সবাই। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। তাদেরই একজনের ইঙ্গিতে একটা মশাল জ্বলে উঠল। সুরখাব দেখলেন, তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেশব।

সে সবিস্ময়ে বলল, 'সেনাপতি তুমি! এভাবে রাতের অন্ধকারে!'

সুরখাব বললেন, 'আসতে হল। বন্ধু হিসাবে তোমার সাথে শেষ দেখা করতে এলাম।'

'পরশুরামের কোন লোককে আমি বন্ধু মনে করি না', গম্ভীর স্বরে বলল কেশব, 'তোমাদেরকে, তোমাদের সমাজকে আমি ঘৃণা করি। ঐ সমাজ মানুষকে পুড়িয়ে মারা আর বলি দেওয়াকে পূণ্যের কাজ মনে করে। এই জঙ্গলও তোমাদের সমাজ থেকে ভাল; প্রাণের দায় ছাড়া এখানে কোন রক্তপাত হয় না।'

'সাধারণ মানুষ কিন্তু তোমার এই জীবনের চেয়ে আমাদের সমাজকেই বেশি পছন্দ করে।'

'পছন্দ করে না, তবু থাকে। থাকতে বাধ্য হয়। যাবে কোথায়? গৌড় রাঢ়? সেসব দেশে কি মানুষের শাসন আছে? সমতট বা হরিকেল? মানুষের জীবনের দাম আছে কোনখানে?'

'তোমার কাছেই কি আছে?' সুরখাব তীর্যক প্রশ্ন করলেন।

'অন্তত তোমাদের চেয়ে বেশি আছে', একইভাবে জবাব দিল কেশব, 'তাই তোমরা পঞ্চায়েত বসিয়ে যাদের সমাজচ্যুত করো, আমার সমাজে তারা আশ্রয় পায়। যাদের স্বামী মারা যায়, তাদের অনেকেই সতীদাহ থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসে এখানে। যে নারীর উপর তোমার রাজার বা

www.pathagar.com

ঠাকুরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে, সে সতীত্ব রক্ষার জন্য আমার সমাজে আশ্রয় নেয়। দেখবে এই ক'দিনে কত হতভাগ্য আমার আশ্রয়ে এসেছে?'

'না, অত সময় আমার হাতে নেই। আমি শুধু জানতে চাই, এতই যদি জীবনের মূল্য বোঝ, তাহলে অযথা অতগুলো সৈন্যকে হত্যা করলে কেন?'

'অযথা কেন হবে, যারা আমাদের ধ্বংস করতে এসেছিল, আমরা তাদের রুখে দিয়েছি।'

'কিন্তু আগাম সংবাদ যখন পেয়েছিলে, তখন চাইলে প্রাণহানি এড়াতে পারতে।'

'আগাম সংবাদ! কী বলছ তুমি?' কেশবের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

'হ্যাঁ, পাওনি সংবাদ? সৈন্যবাহিনী পাঠানোর আগে আমার এক বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়েছিলাম তোমাকে সতর্ক করতে। আসেনি সে?'

'না', জোর দিয়ে বলল কেশব। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল তার, 'তবে একটা লোক...'

'একটা লোক কি?' সুরখাব কিছুটা উদ্বিগ্ন।

'তোমার সৈন্যরা আসার আগে এক লোক এসেছিল। আমার এক লোক তাকে বন্দী করে আনছিল। পথে বাঘে খেয়েছে তাকে। আমার লোকটাও মারাত্মক আহত হয়েছে।'

থমকে গেলেন সুরখাব। লোকটা এভাবে প্রাণ হারালো! খুব বিশ্বস্ত ছিল সে। তার জন্যই জীবন দিল বেচারা। কেশবও চুপ করে গেছে। সুরখাবের মত সেও ভাবছিল, তার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে এসে নিজের প্রাণ দিল বেচারা।

নীরবতা ভাঙলেন সুরখাব, 'যে কাজে লোকটাকে পাঠিয়েছিলাম, আজ সে কাজে আমাকেই আসতে হল।'

সেনাপতির চোখে চোখ রাখল কেশব, 'অর্থাৎ আবার সৈন্যদল আসছে। এবার নিশ্চয় অনেক বড় দল?'

'হ্যাঁ, মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। প্রয়োজনে তোমাকে ধরার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।'

'বেশ, আসুক। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করব তাদের প্রতিহত করার।'

www.pathagar.com

'না কেশব, তা তুমি করবে না। ওরা আসবে স্রোতের মত। ওদের ঠেকাতে পারবে না তুমি।'
'তুমি কি আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বল?'
'না, আমি তোমাকে বন ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করছি।'
'দুঃখিত, তোমার অনুরোধ রাখতে পারছি না। পরশুরামকে আমি নিরাশ করতে চাই না।'
সুরখাব বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে চাইলেন কেশবকে। কিন্তু হতাশ হতে হল তাকে। অগত্যা ফিরে চললেন তিনি। বিদায় নেবার সময় বলে এলেন, এবারের অভিযানে সবার আগে থাকবেন তিনি। কেশব তীর চালালে সবার আগে তিনিই বুক পেতে দেবেন।

১০

পরদিনই বনের দিকে কুচ করল দেড় হাজার সৈন্যের এক বড় দল। সুরখাব যদিও বলেছিলেন, তিনি নিজে সেনাদলের নেতৃত্বে থাকবেন, কিন্তু তিনি গেলেন না। অধস্তন এক সালারকে অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। আগের অভিযানে বিপর্যয় ঘটায় এবার সবাই খুব সতর্ক। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি নৌকা নিয়েছে সালার। নৌকাগুলোকে পাঁচটা গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটা গুচ্ছ পরস্পর থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে নদী পার হচ্ছে। সালারের ধারণা, একযোগে সবকটা গুচ্ছের উপর কেশবের বাহিনী আক্রমণ করতে পারবে না।
মাঝনদী পেরিয়ে এল সেনাদল। এ সময় বনের পূর্ব দিক থেকে শিঙার আওয়াজ ভেসে এল। মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল সৈন্যরা। যে কোন সময় তীরবৃষ্টি শুরু হতে পারে। ঢালের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে নিল সব সৈন্য। বনের দিক থেকে কোন তীর এল না। কূলের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর হয়ত ওরা আক্রমণ করবে, ভাবল সেনাপতি। কিন্তু কূলে নৌকা নোঙর করার পরও কোন বাধা এল না। নিরাপদে অবতরণ করল রাজসৈনিকেরা।

www.pathagar.com

এ সময় বনের পুবদিক থেকে পর পর কয়েকবার শিঙার আওয়াজ এল। সালার ভাবল, কেশবের ঘাঁটি ওদিকটায়। সে গুচ্ছাকারে পৃথকভাবে পার হওয়া সৈন্যদের একত্র করল। তারপর সম্মিলিত সৈন্যের বিরাট দল এগিয়ে গেল বনের পূর্ব অংশে। সালার ভাবছিল, নৌকায় যখন তারা আক্রান্ত হয়নি, তখন নিশ্চয় অন্যকোন ফন্দি আছে কেশবের। বনের মধ্যে ফাঁদে ফেলে সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই অতি সাবধানে সেনাদল নিয়ে এগিয়ে চলছিল সে।

অনেক পুবে চলে এসেছে রাজসৈনিকেরা। এর মধ্যে গাছগাছালি, পাখ-পাখালি আর বন্য প্রাণী ছাড়া কিছু চোখে পড়েনি। থেমে গেছে তারা। পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে ভাবছে সালার। এ সময় আরো পুব থেকে শিঙার আওয়াজ এল। পর পর কয়েকবার। সালার ভাবল, কেশবের ঘাঁটি আরো পুবে। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল তারা। কিছুদূর চলার পর শিঙা ফুঁকল উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। আওয়াজ লক্ষ্য করে আবার সৈন্যদের এগিয়ে চলা।

শিঙার শব্দ ক্রমশ উত্তরে সরে যাচ্ছে। রাজসৈনিকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুসরণ করছে সেই শব্দ। এভাবে অনেক দূর দুর্গম বনের মধ্যে পথ কেটে চলার পর হুঁশ হল সালারের। কেশব তো তাদের হয়রান করে মারার ফন্দি এঁটেছে! কিন্তু বুঝতে যখন সে পারল, তখন সৈন্যরা সব পরিশ্রান্ত। সেই সকালে অভিযানে বেরিয়েছে তারা, এখন সূর্য মাথার উপর। আর কত! বনছায়ে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ল সবাই। সাথে আনা গমের রুটি আর ঘি দিয়ে আহার সেরে নিল তারা। তারপর পদস্থ এক সৈনিকের নেতৃত্বে অর্ধেক সৈন্য পাঠানো হল পশ্চিমে। তারা পশ্চিম থেকে পূবে এগিয়ে আসবে। সালার নিজে তার দল নিয়ে এগিয়ে যাবে পূব থেকে পশ্চিমে। চিরুনী অভিযান!

অনেকক্ষণ চলার পর সালারের দলটি উপস্থিত হল এক নালার ধারে। তাদের সেখানে পৌঁছামাত্র নালার অপর পাড়ের একটা গাছ থেকে কয়েকটা টিয়া ট্যা ট্যা করে ডেকে উঠল। অনেকের চোখ চলে গেল সেদিকে। সৈন্যদের একজন গাছের পাতার আড়ালে কিছু একটা দেখে আরেকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে ভাল করে লক্ষ্য করে চাপাস্বরে বলল, 'মানুষ মনে হচ্ছে!' প্রথম সৈন্য ভালভাবে দেখে স্বীকার করল,

www.pathagar.com

'তাই তো!' পাশ থেকে আরেক সৈন্য বলল, 'ওদিকের গাছে আরেকজন!' 'ঐ গাছে তিন জন!' 'ঐ যে দু'জন ঘাপটি মেরে বসে আছে।' এভাবে একেক জন নিজ নিজ আবিষ্কারের ঘোষণা দিতে লাগল। সালার তার সৈন্যদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল। তারপর এক গাছের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওপারে যারা লুকিয়ে আছো, বেরিয়ে এসে ধরা দাও। নইলে তীর মেরে ঝাঁঝরা করে দেব।' ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র নালার অপর পাড়ের কয়েকটা গাছের পাতায় আলোড়ন উঠল। সাথে সাথে সালার হুকুম দিল, 'আক্রমণ!' এক ঝাঁক তীর ছুটে গেল ওপারের কয়েকটা গাছ লক্ষ্য করে। ঘাপটি মেরে থাকা প্রতিপক্ষ পাল্টা আক্রমণ করল না। সালারের নির্দেশে আবার এক ঝাঁক তীর ছোড়া হল। আবার। আবার। প্রতিপক্ষ একেবারে চুপ।

সালার ভাবল, এভাবে তীর শেষ করলে বনের যুদ্ধে কেশবের সাথে এঁটে ওঠা যাবে না। ওপারে পৌঁছাতে হবে। সে সৈন্যদের নির্দেশ দিল, 'ঢালের আড়াল নিয়ে নালা পার হও।' সাথে সাথে তৎপর হয়ে উঠল সৈন্যরা। একই সাথে সামনের গাছগুলোয় আলোড়ন উঠল। ঝুপ ঝুপ করে কিছু মাটিতে পড়ার শব্দ এল। একদল বানর চিৎকার করতে করতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে সরে পড়তে লাগল।

নালা পার হয়ে সৈন্যদল ঢালের আড়াল নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর দ্রুত কয়েকটা গাছকে ঘিরে নিল। সালার হুংকার ছেড়ে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিল। সৈন্যরা দ্রুত জ্যা-তে তীর সংযোজন করে ফেলল। তারপর! সৈন্যদের কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় মানুষ!' কেউ বলল, 'একটাও মানুষ না', অপর কেউ বলল, 'বিচালীর গায়ে মানুষের পোষাক জড়ানো!' 'নীচে দুটো বানর মরে পড়ে আছে', আরেক জন জানান দিল।

এ সময় দুটো টিয়া ট্যা ট্যা করে ডেকে উঠল। সৈন্যরা দেখল, একটা খাঁচায় দুটো টিয়া গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। একজন সৈন্য মন্তব্য করল, 'টিয়া দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আর বিচালি-মানুষ দিয়ে বোকা বানানো হয়েছে।'

সালার নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে লাগল, 'ধরতে পারলে ব্যাটার নাক, কান কেটে পুড্রনগর ঘুরাবো।' সেনাদলকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দিল

www.pathagar.com

সে। কিছুদূর চলার পর সামনে থেকে অনেক মানুষের কথা কানে এল। থমকে দাঁড়ালো সকলে। তারপর সালারের নির্দেশে গাছের আড়ালে আড়ালে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল।

নিকটে পৌঁছে তারা যা দেখল, তাতে আরেকবার হতভম্ব হবার পালা। তাদেরই অপর দলটা এক বিরাট গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অনেকে গাছ থেকে সদ্যকাটা এক লম্বা ডালের সাহায্যে গর্তের মধ্য থেকে ভারী কিছু তুলে আনছে। সালারের নেতৃত্বাধীন দল অপর দলের সাথে মিলিত হল। অপর দলের নেতা সালারকে জানালো, তারা গর্ত থেকে কিছুটা দূরে থাকতে ভিমরুলের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ভিমরুলের চাকগুলো তারা আগেই লক্ষ্য করেছিল এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সরে আসছিল। হঠাৎ দূর থেকে কোন দস্যু চাকগুলোতে তীর মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ভিমরুলের ঝাঁক তাদের আক্রমণ করে বসে। তারা দিশাহারা হয়ে সামনে ছুটতে থাকে। এ সময় অনেকেই এ গর্তে পড়ে যায়। ঘাস-পাতা দিয়ে গর্তটা এমনভাবে ঢেকে রাখা ছিল, কেউ বুঝতেই পারেনি।

অনেক সময় নিয়ে গর্ত থেকে উঠানো হল সৈন্যদের। তাদের অনেকেই মারাত্মক আহত। একের উপর আরেকজন এভাবে পড়তে থাকায় কারো পা ভেঙ্গেছে, কারো হাত ভেঙ্গেছে, আবার কারো ভেঙ্গেছে দাঁত। সৈন্যদের উঠানো, তারপর অচেতনদের চেতনা ফেরানো– এসব কাজে অনেক সময় ব্যয় হল। শেষে যখন তারা নৌকাবহরে ফেরার পথ ধরল তখন পড়ন্ত বিকাল।

বনের প্রান্তসীমা দিয়ে প্রবাহিত করতোয়ার তীরে নেমে এল তারা। এগিয়ে চলল নৌকাবহরের দিকে। একটা বাঁক পেরোতেই সামনের দৃশ্য দেখে থমকে গেল সেনাদল। সন্ধ্যার অন্ধকার ফেড়ে আকাশের দিকে লকলকে জিহ্বা মেলেছে আগুনের শিখা। তাদের নৌকা বহরে আগুন জ্বলছে! সৈন্যরা ছুটে চলল সেদিকে। নিকটে গিয়ে দেখল, কিছু করার নেই। একটা নৌকা ছাড়া সবগুলো আগুনের গ্রাসে শেষ হবার পথে।

অক্ষত নৌকা থেকে গোঙানোর শব্দ শুনে সেদিকে এগিয়ে গেল সালার। দেখা গেল, নৌকা-প্রহরায় নিয়োজিত সৈন্যরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দ্রুত তাদের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। তারা জানালো, সৈন্যদল চলে যাবার একটু পরেই কেশবের লোকেরা তাদের বন্দী করে

www.pathagar.com

কয়েকটা নৌকা নিয়ে বন ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে কেশব নিজে তার চার সঙ্গীসহ এসে অবশিষ্ট নৌকাগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয় এবং নিজেদের নৌকায় করে চলে যায়। যাবার সময় কেশব সেনাপতির উদ্দেশ্যে একটা চিঠি রেখে গেছে। সালারের হাতে দেওয়া হল চিঠিটা। মাত্র ক'টা কথা লেখা আছে তাতে–

সুরখাব,

চাইলে তোমার সেনাদলকে ধ্বংস করে দিতে পারতাম। কেন করলাম না, তা তুমি জানো। একটা নৌকা রেখে গেলাম তোমার জন্য। আমি বন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

– কেশব

অক্ষত নৌকাটায় সারারাত ধরে পালাক্রমে পার হতে হল সৈন্যদের। ভোরে বিধ্বস্ত সৈন্যরা এগিয়ে চলল রাজধানীর পথে।

১১

গভীর রাত। প্রকৃতি তার সন্তানদের কোলে নিয়ে এলিয়ে পড়েছে প্রগাঢ় ঘুমে। বৃক্ষ-তরুলতার কালো কালো অবয়বগুলি নীরব, নিথর। ঘর-গৃহস্থালি নিস্তব্ধ– তার বাসিন্দারা ঘুমে অচেতন। পথ-ঘাট জনশূন্য। জেগে আছে শুধু প্রকৃতির প্রহরী সন্তানেরা। রাত পাহারায় রত আছে তারা। মাঝে মাঝেই বাঁশি বাজিয়ে তারা নিজেদের সজাগ অবস্থান ঘোষণা করছে ঃ 'ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ–। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। আবার হঠাৎ করে বাঁশিতে ফুৎকার দিচ্ছে ঃ ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-।

রাত্রির গভীরতা দুই কর্মের দ্বার খুলে দেয়। সাধক তার সাধনায় একাগ্র হতে পারে; পাতকও পায় তার দুষ্কৃতির সুযোগ। কারো আত্মার আলো উজ্জ্বলতর হয়; কারো কুটিল চোখ শ্বাপদের মত জ্বলে ওঠে। আজকের এ গভীর রাতে প্রকৃতির কিছু মতলববাজ সন্তান মায়ের নিদ্রার সুযোগ নিয়েছে। প্রকৃতি ঘুমে অচেতন, কিছুই ঠাহর করতে পারেনি। ওরা কাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

আসছে? কাপড়ে বাঁধা মুখ থেকে গোঁঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে কোন্ হতভাগীর? হ্যাঁ, হতভাগীই তো! নিকষ অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও গোঙানির শব্দেই বোঝা যাচ্ছে, ওদের শিকার একজন নারী।

প্রকৃতির আরো দুই দামাল সন্তান শয্যা নেয়নি, তাও বোধহয় সে জানতে পায়নি। কি করেই বা জানবে, সন্তান যে তার অনেক, অগণিত! একটু আগেই ওরা ঘোড়া থেকে নেমেছে। গাছের ডালে ঘোড়া দুটি বেঁধে ওরা এগিয়ে চলেছে নিকটস্থ বাড়িটার দিকে। হঠাৎ সামনের ছায়ামূর্তিটি থেমে গেল। সাথে সাথে থেমে গেল পিছনের জনও। দু'জনেই শব্দটি শুনেছে। গোঙানির শব্দ। খুব বেশি দূরে নয়। সামনের ছায়ামূর্তি পিছনের লোকটিকে ইঙ্গিত করল তাকে অনুসরণ করতে। তারপর সে চিতাবাঘের মত দ্রুত অথচ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল শব্দ লক্ষ্য করে।

কিছুদূর যেতেই তারা তিনজনের এক অপহরণকারী দলের দেখা পেল। ওদের মধ্যে বিশালদেহী এক তস্করের কাঁধে এক নারী। তার হাত ও মুখ বাঁধা। তার মুখ থেকেই গোঙানির শব্দ বেরুচ্ছে। এক লাফে অপহরণকারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো প্রথম ছায়ামূর্তি। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ করল, 'দাঁড়াও।'

আদেশ দেবার প্রয়োজন ছিল না। তাদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অপহরণকারীর দল। দশাসই লোকটি কাঁধ থেকে অপহৃতাকে নামিয়ে বুক ফুলিয়ে এক পা সামনে বাড়াল। তারপর সে হুঙ্কার দিল, 'কে রে তুই?'

'তোদের যম!' ছায়ামূর্তি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল।

একটানে কোষ থেকে তলোয়ার বের করে ফেলল বিশাল বপুধারী। হিস হিসিয়ে উঠল তার কণ্ঠ, 'যমকেই আজ যমালয়ে পাঠাবো।' তার দুই সাথীও তলোয়ার বের করল। ছায়ামূর্তির সাথীও খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে গেছে তার পাশে। শুরু হয়ে গেল অসিযুদ্ধ। তলোয়ারের ঝনাৎকার ও আহতের আর্তচিৎকারে নিমেষেই খান খান হয়ে গেল নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা। প্রথম ছায়ামূর্তি দারুন ক্ষিপ্রতায় শক্তিমান প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করছে। একই সাথে সে আরেকজন আক্রমণকারীর মোকাবেলা করছে। অসম যুদ্ধ। কিন্তু ছায়ামূর্তির নৈপুণ্য অসাধারণ। হঠাৎ সে এক লাফে দশাসই লোকটার কাছ থেকে সরে

www.pathagar.com

অপর আক্রমণকারীর কাছে চলে এল এবং আকস্মিক আঘাতে তাকে খতম করে দিল। তারপর সে প্রবল বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়ল বিশালদেহীর উপর। শুরু হল সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। ছায়ামূর্তির আঘাতে ছিল শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও কৌশল।

তার প্রতিপক্ষ শুধু দানবীয় শক্তির উপর ভরসা করেই যুদ্ধ জয় করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সে হেরে যাচ্ছে। শরীরের কয়েক জায়গায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছে সে। অথচ প্রতিপক্ষকে সে সামান্য আঘাতও করতে পারেনি। রক্তক্ষরণে কাহিল হয়ে পড়েছে বপুধারী। তার তলোয়ার চালনার গতি কমে আসছে। তার বেহাল অবস্থা লক্ষ্য করে ছায়ামূর্তি আরো ক্ষিপ্রগতি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বপুধারীর ডান বাহুর উপর এসে পড়ল তলোয়ারের আঘাত। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল তলোয়ার। বাম হাতে আহত বাহু ধরে বসে পড়ল সে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিও ততক্ষণে লড়াই শেষ করেছিল। সে দেখল, তার সাথী বপুধারীকে মারাত্মক আহত করে ফেলেছে। পরাজিত শত্রুর বুকে তলোয়ারের অগ্রভাগ ঠেকিয়ে তার সঙ্গী তাকে নির্দেশ দিল, 'মেয়েটির বাঁধন খুলে দাও।'

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল। মেয়েটি মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। থর থর করে কাঁপছে সে। পায়ের কাঁপুনিতে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্ট হচ্ছে তার। সবকিছু স্বপ্ন মনে হচ্ছে তার। এতবড় বিপদে এভাবে আকস্মিক সাহায্য লাভ– কল্পনা করা যায়! তারপর আবার সাহায্যকারীর কণ্ঠস্বর– কত যে চেনা! কত যে প্রিয়! যে কণ্ঠ বুকে স্বপ্নের ফুল ফোটায়। সেই কণ্ঠ সে শুনেছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বীর যোদ্ধার মুখে। সে অস্ফুটে ডাকল, 'কেশরদা!'

চমকে উঠল প্রথম ছায়ামূর্তি, 'ফুল তুমি!' দ্রুত এগিয়ে গেল সে মেয়েটির দিকে, 'তুমি এই পশুদের কবলে পড়লে কিভাবে?'

ফুল ডুকরে কেঁদে উঠল।

কেশব তার মাথায় হাত রেখে বলল, 'আর কোন ভয় নেই।'

'কেশবদা, ওরা বাবাকে মেরে ফেলেছে।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ফুল কেশবের বুকে। কান্নার গমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সে। যাকে

www.pathagar.com

পূজ্য দেবতা করে এতদিন দূর থেকে পূজা করে এসেছে ফুল, শরম-সংকোচে নিকটে যেতে পারেনি, ধর্মীয় বিধানের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেবালয়ে প্রবেশ করতে পারেনি, আজ সে স্বয়ং এসেছে তার চরম সংকটের কালে। তাকে উদ্ধার করেছে মহা সর্বনাশের কবল থেকে। স্নেহভরে তার মাথায় হাত রেখে অভয় দিয়েছে। অথচ এখন তার প্রাণে শোক ছাড়া আর কিছু নেই; অশ্রু ছাড়া কোন অর্ঘ্য নেই তার।

ফুলের দুই কাঁধে হাত রেখে বলল কেশব, 'ফুল, মনটাকে শক্ত করে নাও। এখনি তোমাকে একটা কঠিন কাজ করতে হবে।'

কান্না ভেজা চোখ তুলে তাকালো ফুল। চোখে তার জিজ্ঞাসা।

একটানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল কেশব। এগিয়ে দিল ফুলের দিকে, 'ধরো, প্রতিশোধ নাও।'

আঁতকে উঠল ফুল, 'আমি পারব না।'

'কেন পারবে না?' প্রতিহিংসা জাগিয়ে তুলতে চাইল কেশব, 'তুমি এক পিশাচকে হত্যা করছ যে তোমার বাবার বুকে তলোয়ার চালিয়েছে তোমার সামনে।'

ফুলের মনে ভেসে উঠল নিহত পিতার ছবি। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি ছিটকে পড়েছিল তারই পায়ের কাছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল মেঝে। সেই মেঝেতে তড়পাচ্ছিল তার একমাত্র আপনজন, তার পিতার মুণ্ডুহীন দেহ। মর্মান্তিক দৃশ্যটি মনে পড়তেই ফুল দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ওহ্ বাবাগো!' কয়েক মুহূর্ত মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল ফুল। তারপর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ডাগর চোখ দু'টিতে এখন প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা। হাত বাড়িয়ে দিল কেশবের দিকে, 'দাও।'

কেশব তলোয়ারটি ধরিয়ে দিল ফুলের হাতে। খোলা তলোয়ার হাতে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল ফুল। দাঁড়াল গিয়ে বিশালাকার লোকটির সামনে। দু'হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল সে। এমন সময় কেশব তাকে বলল, 'থামো ফুল, ওকে ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

ফুলের হাত নীচে নেমে এল।

কেশব এগিয়ে এসে দাঁড়াল বপুধারীর সামনে। শীতল কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে তোদের পাঠিয়েছে?'

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে, পুরোহিতের কথা বলা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে রাজার উপর দায় চাপানোই ভাল। রাজার সৈনিক হিসাবে রক্ষা পেয়েও যেতে পারি। সে ঝট্ করে কেশবের পা চেপে ধরল, 'কর্তা, আমাকে প্রাণে মারবেন না, আমার কোন দোষ নেই। মহারাজ পাঠিয়েছেন মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেতে।'

কেশব কয়েক মুহূর্ত ভাবল, রাজাতো এমনটি করে না। তার অনুগ্রহ প্রার্থীরা নিজ গরজে তাকে মেয়ে সরবরাহ করে। বিনিময়ে কেউ পায় নগদ পুরস্কার, কেউ পায় কাঙ্ক্ষিত পদ। এভাবেই চলে আসছে। তবে কখনো রাজা শিকারে বা ভ্রমণে বেরোলে চোখে যদি কোন সুন্দরী মেয়ে পড়ে, তবে আর তার রক্ষা নেই। তাকে বাগান বাড়িতে উঠিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু রাজা তো ভ্রমণে যায় কালে ভদ্রে। কেশব সিদ্ধান্ত নিল, দুর্বৃত্তটাকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। সে তার বুকে পা রাখল, 'মিথ্যে বললে তোকে টুকরো টুকরো করে কেটে মারব।'

'কর্তা যদি প্রাণ ভিক্ষা দেন তো বলব', মিন মিন করে বলল লোকটা।

'মরতে তোকে হবেই', কঠোর স্বরে বলল কেশব, 'এখন শুধু তুই সিদ্ধান্ত নিবি, সে মৃত্যু সহজ হবে না ভয়াবহ হবে।'

মুখে কুলুপ এঁটে দিল দুর্বৃত্ত। আরো দু'এক বার ভয় দেখিয়েও কোন লাভ হল না। অগত্যা ফুলের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে এক কোপে বপুধারীর একটা হাত কেটে দিল কেশব। ফুল শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

'কে পাঠিয়েছে তোকে?' কেশবের কণ্ঠ জলদগম্ভীর, 'না বললে এবার বাম হাত হারাবি।'

আর্তনাদ করতে করতে দশাসই লোকটি জানালো, 'পুরুত ঠাকুর তাকে পাঠিয়েছে। তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। মেয়েটিকে মন্দিরের দেবদাসী করা হবে। এর আগেও কতজনকে এভাবে দেবদাসী করা হয়েছে!'

আর কিছু শোনার ছিল না কেশবের। সে আবার ফুলের দিকে তলোয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও ফুল, এবার প্রতিশোধ নাও।'

চোখ থেকে হাত না সরিয়েই ফুল ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমি পারব না।'

কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে কেশব দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল দশাসই লোকটির দিকে।

www.pathagar.com

১২

বনের গহনে লোকচক্ষুর আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এক বৌদ্ধ বিহার। কালের করাল থাবায় ক্ষতবিক্ষত। কোন দুঃসাহসী শিকারি পথ ভুলে যদি বনের এত গভীরে চলে আসে, তবুও সহসা বিহারটি তার চোখে পড়বে না। আর চোখে পড়লেই বা কি! জরাজীর্ণ, পড়ো দালান নিয়ে গবেষণার সময় তার কোথায়? তার চিন্তার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খাবে হিংস্র জানোয়ার থেকে আত্মরক্ষা করে শিকার করার চিন্তা।

শিকারি যদি এ দালানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার কানে ভেসে আসবে না গম্ভীর স্বরের সমবেত মন্ত্র ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!

ধম্মং শরণং গচ্ছামি!

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

শিকারি যদি কৌতূহলী হয় তবে সে হয়ত প্রাচীন উপাসনালয়টির ভিতরে যেতে চাইবে। সে ক্ষেত্রে তাকে বিস্মিত হতে হবে। বিহারের ভিতরে শত বছরের জঞ্জাল নেই। মেঝেটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে কি এখনো এখানে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু আছে? রাজার উচ্ছেদ অভিযানের পর কেউ কি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে? চারিদিকে চোখ বুলালে অবশ্য এ চিন্তা নিমিষেই দূর হয়ে যাবে। উপাসনা কক্ষটিতে একটাও অক্ষত বুদ্ধমূর্তি নেই। কোনটার মাথা ভেঙ্গে পড়ে আছে মেঝেতে, কোনটার হাত ভাঙ্গা, কোনটার কোমর থেকে উপরের অংশ নেই। অর্থাৎ এখন কোন বৌদ্ধ উপাসক এখানে নেই। শুধু কালো পাথরের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটি যে বেদীর উপর স্থাপিত, তা কারুকার্য খচিত। নিকট থেকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূর্তিটির ঠিক পিছনে কারুকাজের খাঁজ বরাবর বড়সড় গোলাকার ফাটল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, এ ফাটল কালের কষাঘাতে হয়েছে। তবে গভীর মনোযোগ দিয়ে

www.pathagar.com

দেখলে বোঝা যাবে, এটা আপনা থেকে হয়নি। এতে পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে।

প্রথম যেদিন কেশব এখানে আসে, সে-ও তাই ভেবেছিল। শিকারের পিছু ধাওয়া করে সে এখানে এসেছিল। সেদিন উপাসনালয়ের মধ্যে আতঙ্কজনক দৃশ্য দেখেছিল সে। মেঝেতে পড়েছিল অনেকগুলি নরকঙ্কাল। সে গুনে দেখেছিল, আটত্রিশটি। কঙ্কালগুলির পড়ে থাকার ভঙ্গী বলে দিচ্ছিল, লোকগুলি গণহত্যার শিকার হয়েছিল। কেশবের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এরা বনের গহনে উপাসনালয় তৈরি করেছিল কেন? সামন্ত রাজাদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কী? তাই হবে। কিন্তু এত করেও হতভাগাদের শেষ রক্ষা হয়নি। সকলকে প্রাণ দিতে হয়েছে। বড় বুদ্ধমূর্তিটির কাছে এগিয়ে গিয়েছিল কেশব। ঘুরে ফিরে দেখেছিল মূর্তিটি। তখনই চোখে পড়েছিল বেদীর উপরের কারুকাজ। আর কারুকাজ দেখতে গিয়েই ফাটলটি চোখে পড়েছিল তার। ফাটলটি ভালভাবে লক্ষ্য করে সে বুঝেছিল, এটি আপনা থেকে হয়নি। সঙ্গী শিকারির উদ্দেশ্যে সে বলেছিল, 'ফাটলটা লক্ষ্য করেছ?'

তার সঙ্গী দার্শনিকের ভঙ্গীতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, সময় নিরেট পাথরেও চিড় ধরিয়েছে।'

তার বলার ধরনে কেশব হেসেছিল, 'না হে, আকস্মিক ভাবে এটা হয়নি। আকস্মিকতা ত্রুটিযুক্ত হয়। তাতে না সৌন্দর্য থাকে, না কল্যাণ।'

'একেবারে খাঁটি কথা', নিঃসংকোচে স্বীকার করেছিল অপর শিকারি।

কেশব বলেছিল, 'হাজার বছর পাথরের উপর লক্ষ্যহীনভাবে হাতুড়ি চালিয়ে একটিমাত্র নিখুঁত গোলক তুমি পাবে না। আর ফুল, লতা-পাতার চমৎকার কারুকার্য খচিত গোলক যদি চাওয়া হয়, অনন্ত কালের লক্ষ্যহীন হাতুড়ির ঘায়েও হবে না। কোন সৃজনশীল শিল্পীর দক্ষ হাত এ কাজে অপরিহার্য।'

'খাঁটি কথা!' পুনরায় দার্শনিকের মত মন্তব্য করেছিল অপর শিকারি, 'জগৎ-সংসারের সর্বত্র সৌন্দর্য আর কল্যাণ লক্ষ্য করেই তাই তো আমরা সেই মহাশিল্পীর প্রতি ভক্তিতে মাথা নোয়াই।'

'খাঁটি কথা', বন্ধুর ঢঙেই বলেছিল কেশব।

www.pathagar.com

সেদিনই কেশব চেয়েছিল, ফাটলের রহস্য উদঘাটন করতে। কিছুক্ষণ চেষ্টাও করেছিল সে। কিন্তু সঙ্গীর তাড়ায় ফিরে যেতে হয়েছিল। তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পরে কোন একদিন এই রহস্যের কিনারা করার জন্যই আসবে। অবশ্য ফিরে যাবার পর আর সময় করে উঠতে পারেনি। অবশেষে যখন সে এখানে এল, তখন বাধ্য হয়েই এল; পলাতক হিসাবে।

বনে আশ্রয় নেবার পর প্রথমেই মনে পড়েছিল এই উপাসনালয়ের কথা। এখানে এসে মেঝেটি পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছিল সে তার সঙ্গীদের। তারপর গাছের পাতা বিছিয়ে বিছানা করে লম্বা ঘুম দিয়েছিল। জেগে উঠে বিকালে সে এগিয়ে গিয়েছিল ফাটলটির কাছে। হাত দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে দেখেছিল, পাথরটি অল্প অল্প নড়ছিল। সঙ্গীদের সে ডেকেছিল তাকে সাহায্য করার জন্য। সবাই মিলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি। তার মনে হয়েছিল, গোপন দরজাটা খোলার নিশ্চয় কোন কৌশল আছে। তক্ষুণি সে তার সঙ্গীদের নিয়ে কাজে লেগে পড়েছিল।

প্রথমে বেদীর চারিদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিল সে। কোথাও চোখে পড়ার মত কিছু ছিল না। তারপর বেদীর নিকটস্থ মেঝে এবং দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করেছিল। এবারও নিরাশ হতে হয়েছিল। শেষে কেশব লক্ষ্য দিয়েছিল বুদ্ধমূর্তির দিকে। মাথা নেই, তাই শুরু করেছিল কাঁধ থেকে। ধীরে ধীরে মূর্তিটির সারা শরীর জরিপ করেছিল তীক্ষ্ণ চোখে। পায়ের উপর এসে স্থির হয়েছিল তার দৃষ্টি। ডান পা গোড়ালির একটু উপর থেকে নিখুঁতভাবে কাটা। মনে হচ্ছে এটা আলাদাভাবে তৈরি করে জায়গামত বসানো হয়েছে। কেশব মূর্তির পায়ের উপর হাত রেখে চাপ দিয়েছিল। আধ ইঞ্চি পরিমাণ বসে গিয়েছিল পা। সেই সাথে পিছন দিকে বেদী থেকে ঘট্ করে শব্দ হয়েছিল। কেশব বুঝেছিল, এটাই সে খুঁজছে। এবার সে সর্বশক্তিতে চাপ দিয়েছিল পায়ে। সাথে সাথে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠেছিল নীচ থেকে। পিছন থেকে বীরু আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিল, 'কেশবদা, গোল পাথর সরে গেছে! নীচে একটি ধাতব মই!'

মই বেয়ে নীচে নেমে অবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই। বারোটি ছোট ছোট কক্ষ। একটি কক্ষে দেখেছিল এক কঙ্কাল পড়ে আছে মেঝেতে। পাশে পড়ে আছে একটি কাঁসার থালা। থালার উপর একটি ছোট ছুরি। থালাটি

www.pathagar.com

হাতে উঠিয়ে নিয়েছিল কেশব। ছুরির লোহা সম্পূর্ণ মরিচায় পরিণত হয়েছে। থালাটিতে সবুজাভ আবরণ পড়েছে। ভালভাবে লক্ষ্য করে কেশব দেখেছিল, থালাটিতে কিছু লেখা আছে। এই ছুরির ফলা দিয়ে লেখা হয়েছিল। যে ব্যক্তি এটা লিখেছিল, তার হাড়ের কাঠামো পড়ে আছে, দেখলে শিউরে উঠতে হয়। যে মস্তিষ্ক এ চিঠি লেখার কাজে লেগেছিল, তা আজ নেই; করোটি শূন্য। যে চোখ দিয়ে সে লেখার সময় দেখেছিল, তা নেই;' আছে ভয় ধরানো দুটি বড় গর্ত। যে পেশি লেখার কাজে লেগেছিল, তা সময়ে খেয়ে গেছে। কঙ্কালের ছোট-বড় প্রতিটি অস্থি যেন একটি মূর্ত 'নাই' মহাকালের বুকে হাহাকার হয়ে আছড়ে পড়ছে। দুনিয়াদারীর খাহেশ প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ভালভাবে মাজাঘষা করার পর থালার উপরকার লেখার পাঠোদ্ধার করা গিয়েছিল। থালায় যা লেখা ছিল, তা এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

'শশাংক ধ্বংস হউক। রাজা হইয়াও সে প্রজাপালক হইতে পারে নাই, প্রজানিপীড়ক হইয়াছে। তাহার উত্থান যেমন কলংকজনক, শাসনও তেমনি। থানেশ্বরের বৌদ্ধ রাজা রাজ্যবর্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সে হত্যা করে। তারপর সে ঘোষণা করে, 'সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বৃদ্ধ ও বালকদের পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে– রাজভৃত্যদের প্রতি রাজার এই আদেশ।' শশাংকের এই আদেশের পর আমাদের ভাগ্যে দুর্দিন নামিয়ে আসে। কতজন প্রাণ হারাইল, কতজন দক্ষিণে পালাইয়া গেল আবার পূর্বে পালাইল। পশ্চিমে আর উত্তরে কেহ গেল না, পশ্চিমে রাঢ় ও উত্তরে বরেন্দ্র শশাংকের দখলে। আমরা মাটির মায়া কাটাইতে পারিলাম না। চল্লিশজন আশ্রয় নিলাম এই বনে। কিন্তু তাহাতেও শেষ রক্ষা হইল না। সাত বৎসর পর আমাদের অবস্থানের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার পর একদিন শশাংকের সৈন্যরা আসিয়া উপরে প্রার্থনারত ভিক্ষুদের হত্যা করিল। প্রবল জ্বরে নীচে শয্যাগত ছিলাম সেদিন। উপরে গিয়াছিলাম না। তাই আমি রক্ষা পাইলাম। তবে যে আঘাত পাইলাম তাহার চাইতে নিহত হওয়াও ভাল ছিল।'

পড়া শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেশব, 'ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হবার কারণে বনের নির্বাসিত জীবন বেছে নিয়েও এরা রেহাই পায়নি!'

www.pathagar.com

১৩

এই উপাসনালয়ের সামনে একটি গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসে কেশব তীরের ফলা ধার করছিল। নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছিল সে। কোনদিকে লক্ষ্য নেই। বামদিকে তাকালে সে দেখতে পেত, কিছুটা দূরে সৌন্দর্যের মেলা বসেছে। কি একটি অচেনা ছোট গাছে টিয়ারঙের নতুন পাতা গজিয়েছে। কী সুন্দর! গাছটির চারিদিকে তকতকে সজীব সবুজ ঘাসের উপর মাথা তুলেছে নাম না জানা ছোট ছোট লাল, সাদা ও বেগুনি ফুল। অসংখ্য। বিচিত্র রঙের একদল প্রজাপতি নেচে ফিরছে সে ফুলে। দুটি কাঠবেড়ালি নেচে নেচে খেলা করছে তার পাশে। সকালের মিঠে রোদে ওদের পিঠের কালো ডোরা চক্ চক্ করছে। আর? আর দুধ-সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। ছোট গাছটির একটি শাখা এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। স্নিগ্ধ-মধুর সৌন্দর্য তার। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা কথা কিংবা কলমের অসাধ্য। সে সৌন্দর্যের মায়াবী প্রভাব সম্পর্কে শুধু এটুকু বলা যায়, এ রূপ দেখলে মন ভাল হয়ে যায়। কাজ ভুলে মুগ্ধ হয়ে শুধুই দেখতে মন চায়।

ফুল বেশ কিছুক্ষণ হল এখানে এসেছে। ডালিতে করে মুড়ি আর নারিকেল নিয়ে এসেছে সে। কেশবের জন্য। দূর থেকেই সে দেখল, কেশব এক মনে কাজ করছে। ধীরে ধীরে এই ছোট গাছটির নীচে এসে দাঁড়ালো সে। তারপর অবলীলায় ভুলে গেল কেশবকে ডাকার কথা। অপলকে তার দিকে চেয়ে রইল ফুল। কেশব বীর যোদ্ধা। কেশব দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। তার দিকে চাইলে যে কোন কুমারীর চোখে স্বপ্ন জাগে। কিন্তু ফুলের চোখে দেখা গেল অশ্রু। একদৃষ্টে চেয়ে থাকার কারণে চোখে কি তার জ্বালা ধরেছে? নাকি মনের কোন লুকানো বেদনা অশ্রু হয়ে চোখের পথ ধরেছে? মাঝে মাঝে বুক নিংড়ে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস থেকে মনে হল দ্বিতীয়টিই সত্য হবে। তার স্বপ্ন দেখা বারণ।

www.pathagar.com

সে যে হিন্দু বিধবা! বিয়ে জীবনে একবারই হয়; স্বপ্ন জীবনে একজন পুরুষকে নিয়েই দেখা যায়। তার তো বিয়ে হিয়েছিল! সে যখন তিন বছরের, তখন তার বিয়ে হয় দু'ক্রোশ দূরের এক গাঁয়ের কিশোরের সাথে। সেই তো ছিল তার স্বপ্নের পুরুষ! তাই কি? নিজেকে প্রশ্ন করল ফুল। কয়েকবার। কোন জবাব খুঁজে পেল না। অনেক চেষ্টা করল ফুল সেই কিশোরের মুখটা মনে করতে, পারল না। সেই কিশোরকে স্বামী হিসাবে পেয়ে কি সে খুশি হয়েছিল? মনে পড়ল না তার তেমন কোন সুখস্মৃতি। 'স্বামী কী তাই তো তখন বুঝতাম না', আপন মনে বলল সে। বিয়ের দু'বছরের মাথায় শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন খবর এল, বসন্ত রোগে তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি সবাই মারা গেছে, তখন কি সে খুব আঘাত পেয়েছিল মনে? তেমন কোন স্মৃতিও মনে পড়ল না তার। শুধু মনে পড়ল, সেদিন তার পিতা-মাতা সারাদিন কেঁদেছিল। শিশু ফুল তাদের কান্নার কারণ সেদিন বুঝতে পারেনি। ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে শামিল হয়েছিল খেলার আসরে। তারপর কতদিন তার মা তাকে বুকে ধরে কেঁদেছে! মায়ের কান্না দেখে সে-ও কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করেছে, 'মা তুমি শুধু শুধু কাঁদো কেন?'

ফুলের মা তাকে আরো নিবিড় করে বুকে চেপে ধরেছে।

'মারে, কী পোড়া কপাল নিয়ে জগতে এসেছিলি! আহা!'

ফুল এখন বুঝতে পারে, তাকে সারাজীবন কাঁদতে হবে– এটা তার পিতা-মাতা জানত বলেই সেদিন তারা অত কেঁদেছিল। তার জন্য কাঁদতে তারা আজ পৃথিবীতে নেই। আজ তাকে কাঁদতে হচ্ছে। একা। স্বপ্ন দেখার মওসুম যখন শুরু হল, তখনই সে প্রথম হোঁচট খেল। তার তো স্বপ্ন দেখতে বারণ। সে যে হিন্দু বিধবা। তার সাধ-আহ্লাদ, কামনা-বাসনা থাকতে নেই। তখনই সে প্রথম উপলব্ধি করল, তার জীবন মরুভূমির চেয়েও ঊষর। মরুতে তো কোথাও কোথাও মরুদ্যান থাকে। তার জীবনে তেমন কোন শ্যামলিমা নেই, থাকতে নেই। সে হিন্দু বিধবা।

কিন্তু স্বপ্ন যে বড় অবুঝ। সে তো সধবা-বিধবা মানে না, সমাজ-সংস্কার বোঝে না। কেশবের সামনে এলেই স্বপ্নের জ্বালাতন বেড়ে যায়। দুর্বিনীত স্বপ্ন তাগাদা দেয়, ধর্ম, সমাজ সবকিছুকে অগ্রাহ্য করতে,

www.pathagar.com

কেশবের মত বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। তাহলে আর কোন সমস্যা তার পথ আগলাবে না। কিন্তু ফুল তা পারে না; অত জোর তার মনে নেই। সমাজ সে ছেড়ে এসেছে; তার পরোয়া এখন আর সে করে না। কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে তো স্বয়ং ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তা সে কিভাবে করবে? তার চেয়ে বরং সে নিজের মনটা লুকিয়ে রাখবে। কাউকে কোনদিন বুঝতে দেবে না, সেখানে একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু তা কি সে পারবে? 'অন্তত কেশবের কাছে মনটা লুকাতে পারব না', নিজের কাছে এ দুর্বলতা স্বীকার করল ফুল। তাহলে? 'তাহলে আর কি, ভালবাসব! সে বুঝতে পারে বুঝুক। কোনদিন তার কাছে কোন প্রতিদান চাইব না।'

কেশবের দিকে অপলকে চেয়ে ফুল আপন মনে কত কি ভাবছিল। হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। সে দেখল, কেশব মুখ তুলে তাকিয়েছে এবং তাকে দেখতে পেয়েছে। চার চোখের মিলন হল। আর এতেই বিবশ হয়ে পড়ল ফুল। বুকের মধ্যে সেই স্বপ্নটা আলোড়ন তুলল। নিজের অজান্তেই মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার। পরক্ষণেই এ হাসির জন্য নিজেকে ভৎর্সনা করল সে, 'ছি! এ কী করলি হতভাগী! কেশব কি ভাববে! কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে!'

'বিরক্ত হয়েছে কী? নাহ্, তা হয়নি। তার দৃষ্টিতে বিরক্তি নেই, আছে মুগ্ধতা', যুক্তি দেখাল তার স্বপ্ন।

'সেই কি ভাল হল! তাকে মুগ্ধ করে কোন লাভ আছে?' ফুলের বিবেক তাকে প্রশ্ন করল।

'সে মুগ্ধ হবে, ভালবাসবে– এই তো বড় লাভ! এর চেয়ে বেশি কি আমি চেয়েছি?'

'স্বার্থপরের মত চিন্তা করল। তুমি হিন্দু বিধবা, বিয়ে করতে মানা। ভালবাসা পাওয়াটাই তোমার জন্য বেশি। তার তো শুধু ভালবাসায় চলবে না। তার জীবনে সাধ-আহ্লাদ, কামনা-বাসনা আছে। তার একজন স্ত্রী প্রয়োজন।'

'আমি কি মানুষ নই?' ফরিয়াদ উঠল তার স্বপ্ন-কবলিত মন থেকে, 'আমার কেন সাধ-আহ্লাদ, কামনা-বাসনা থাকবে না? কেশবের স্ত্রী মরেছে, সে আবার বিয়ে করতে পারবে; আমার স্বামী মরেছে, আমি কেন পারব না?'

'তুমি কিন্তু অধর্মচিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ', ফুলের বিবেক শাসিয়ে দিল তাকে।

www.pathagar.com

এমন সময় কেশবকে এগিয়ে আসতে দেখে বিবেক ও স্বপ্নের টানাপোড়ন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল ফুল। তার কাঁপন বেড়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

কেশব সামনে এসে দাঁড়ালো। সে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ফুল, এখানে কি করছ তুমি?'

ফুল বলল, 'তোমার জন্য মুড়ি নারকেল এনেছি, নাও।' ডালিটা সে এগিয়ে দিল কেশবের দিকে।

কেশব সেটা হাতে নিয়ে বলল, 'ডাকতে এসেছ তো এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

ফুল আমতা আমতা করে বলল, 'তুমি এক মনে কাজ করছিলে, তাই বিরক্ত করতে মন চাইল না।'

'তোমার প্রতি কখনো কি আমি বিরক্তি প্রকাশ করেছি?'

'না, করনি', বলে মুখ নত করে নিল ফুল।

'তাহলে?'

'এমনিতেই দাঁড়িয়েছিলাম', নত মুখে বলল ফুল।

'ঠিক আছে, এখন ঘরে যাও', বলে কাজে ফিরে গেল কেশব।

১৪

কেশব তার তিনজন অনুচর সাথে নিয়ে ডেরায় ফিরছিল। তারা গিয়েছিল কিছু অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য এবং বস্ত্র বিতরণ করতে। জালিম মহাজন এবং পুরোহিতদের কাছ থেকে যে অর্থ-সম্পদ সে ছিনিয়ে নেয়, তার সিংহভাগই সে দান করে দেয় গরীব-দুঃখীদের মধ্যে। এদিনও সে দান করে ফিরছিল। ডেরা থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই সে সিধু আর বীরুর দেখা পেল। একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া করছিল দু'জন। তাকে দেখে ওরা এগিয়ে আসতে লাগল। সিধু দ্রুত হেঁটে বীরুকে পিছনে ফেলতে চাচ্ছিল। বীরু খপ্ করে তার জামার পিছন দিকটা ধরে ফেলল।

www.pathagar.com

থমকে দাঁড়াল সিধু। মারমুখো ভাব তার, 'আমাকে আটকাচ্ছো কেন? ঘটনাটা কি তুমি আগে জেনেছ?'
'না, তুমিই আগে জেনেছ', বীরু নির্বিকার।
'তাহলে আমাকে বলতে দিচ্ছ না কেন?' দাঁত খিচিয়ে বলল সিধু।
'কারণ, ঘাঁটির দায়িত্ব সর্দার আমার উপর দিয়ে গেছেন', অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল বীরু। মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।
কেশব বুঝল বীরু আবার সিধুর পিছনে লেগেছে। সে নিকটে গিয়ে সিধুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এবার কোথাও গেলে তোমার উপর ঘাঁটির দায়িত্ব দিয়ে যাবো। ওকে খুশিমত নাকানি চুবানি খাওয়াবে, কেমন?'
খুশিতে লাফিয়ে উঠল সিধু। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বীরুকে জড়িয়ে ধরল সে। পরমুহূর্তেই ভুল বুঝতে পেরে তাকে ছেড়ে দিয়ে শাসনের সুরে বলল, 'আমি তোকে উল্টো করে ঐ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখব।'
হো হো করে হেসে উঠল সবাই। হাসতে হাসতে কেশব বলল, 'হ্যাঁ, তাই রেখ। এটাই ওর উপযুক্ত শাস্তি। এবার বল কি সংবাদ দেওয়া নিয়ে এত প্রতিযোগিতা।'
'কে বলবে, আমি না ঐ বীরু?' কাঁদো কাঁদো ভাবে জিজ্ঞাসা করল সিধু। 'তুমিই বলো।'
বীরুর দিকে ফিরে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল সে যেন মহা বিজয় অর্জন করে ফেলেছে। তারপর শুরু করল, 'হরিণ শিকারে এসেছিল একদল শিকারি। বাড়ি ওদের নেত্রকোণায়। আমরা ওদের আপ্যায়ন করেছিলাম। ওরা জানালো সেখানে মদনপুর বলে এক গ্রাম আছে। সে গ্রামে এক মুসলমান সাধক এসেছেন। সে সাধকের কাছে গরীব, দুঃখী, অবহেলিত-নির্যাতিত মানুষ স্থান পায়। তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন তিনি। তাই মানুষ তাকে খুব ভালবাসতে শুরু করেছেন।' এটুকু বলে থামল সিধু। তারপর বলল, 'সেই শিকারিটা আমাদের ডেরায় নির্যাতিত একদল মানুষ দেখে বলল, 'তোমাদের দলনেতা তো দেখছি সেই মুসলিম সাধকের মতই গরীবের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছে। শিকারি ঠিকই বলেছে, কি বলেন কর্তা?'
'হুম্, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে কেশব। তার মনে ভেসে উঠেছে আবদুর রহমানের সৌম্য চেহারা। কোথায় এখন তিনি? সেই যে গেলেন আরেক

www.pathagar.com

মুসলিম সাধকের সাথে দেখা করতে, আজো ফিরলেন না। যাবার সময় কথা দিয়ে গেলেন, ফেরার পথে তার আতিথ্য গ্রহণ করবেন। তা কি তাঁর মনে আছে? নিশ্চয় মনে আছে। মিথ্যে বলার লোক তিনি নন। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে যদি তিনি শোনেন, কেশব এক কুখ্যাত ডাকাত, তাহলে কি আর তিনি আতিথ্য গ্রহণ করতে এই জঙ্গলে আসবেন? বোধ হয় আসবেন। তিনি খুব ভাল। সাধারণ একজন মুসলমান, অথচ কত মহৎ তিনি! আর মুসলিম সাধক, না জানি তাঁরা কত মহান! অনুচরদের দিকে ফিরল কেশব, 'আমি সেই সাধককে দেখতে চাই। এক সপ্তাহের মধ্যে মদনপুর যাত্রা করব। ডেরার দায়িত্বে রেখে যাবো সিধুকে।'

সিধু মহা খুশি। বীরুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল সে, 'বাছাধন, সুযোগ আসছে, অপেক্ষা করো। দেখো তোমার কি করি।'

বীরু দুষ্টুমির হাসি হেসে কেশবকে বলল, 'সর্দার, আমাকে সাথে নিয়ে চলুন। নইলে ওই পিশাচ আমাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখবে।'

'আমি পিশাচ, না?' দাঁত খিচিয়ে বলল সিধু, 'তবে তোকে পিশাচের মত করেই মারব।' বলে ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এল সে।

বীরু কিন্তু এক পা-ও নড়ল না। সে জানে কী ঘটবে। কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সিধু। কেশব ওর কাঁধে হাত রেখে মিনতির সুরে বলল, 'এবারের মত ঐ বেচারাকে ক্ষমা করা যায় না? আরেকবার তোমাকে সুযোগ করে দেব।'

নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে বলল সিধু, 'বেশ, সর্দার বললেন বলে এবার তোকে ছেড়ে দিলাম। নইলে তোকে...।'

বাধা দিয়ে কেশব বলল, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। ওকে আর ভয় দেখিও না। দেখছ না কেমন কাঁপছে!'

কেশবের খোঁটা ঠিকমতই লাগল। মুখ নীচু করে নিল সিধু। আর সবাই হা হা করে হেসে উঠল।

চারদিন পর। হরিণের গোস্ত দিয়ে তৃপ্তি সহকারে দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল কেশব ও তার দলবল। ঘুমে মুদে আসছিল সবার চোখ। এমন সময় দূর থেকে শিঙার আওয়াজ ভেসে এল। তন্দ্রা টুটে গেল

www.pathagar.com

সবার। সচকিত হয়ে উঠে বসল তারা। আবার শোনা গেল শিঙার আওয়াজ; থেমে থেমে দুই বার। সতর্কতার সংকেত! এরপর বনের সবদিক থেকে আট-দশটি শিঙা বেজে উঠল। আগেরটার জবাব দিচ্ছে সবাই। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো কেশব। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'এসো তোমরা।'

দলনেতাকে অনুসরণ করে সকলে নেমে এল ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে। তীর-তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে উপরে উঠে এল সব ক'জন অনুচর। কেশবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তারা।

কেশব দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল তার কক্ষের দিকে। দেওয়ালে লটকে রাখা কোমরবন্ধ পরে নিল কোমরে। খাপে পুরে নিল তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। পিঠে ঝুলিয়ে নিল তীরভর্তি তূণ। ধনুকটি দৃঢ় হাতে ধরে ঘুরে দাঁড়ালো সে। দেখল সামনেই দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছে ফুল। তার দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা।

'কোথায় চললে কেশবদা?'

কেশব ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল, 'শিঙার শব্দ শুনলাম। দেখে আসি কী ব্যাপার। তুমি সাবধানে থেক।'

ফুল মিনতি জানালো, 'আমাকে সাথে নিয়ে চলো। বিপদের সময় তোমার পাশে থাকতে চাই।'

'পাগলী! বিপদ কে বলল?' হালকাভাবে বলল কেশব, 'গিয়ে হয়ত দেখব কিছুই না।'

'আমাকে লুকিও না কেশবদা। আমি জানি, তোমাদের শিঙা বিপদ সংকেত দেয়।'

'তা নয়, সতর্কতার সংকেত। এখানে টিকে থাকতে হলে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। এ নিয়ে বিচলিত হবার কিছু নেই। চলি।'

'আমাকে সাথে নেবে না?' ফুলের কণ্ঠে অভিমান।

'তুমি আমাকে নেতা মানো না?' কেশব একটু কঠোর হবার চেষ্টা করল।

ফুলের মন বলল, 'আমার চেয়ে বেশি আর কে মানে! নেতা, সে তো তুচ্ছ। আমার মনের বেদীতে তোমাকে আরাধ্য দেবতা করে বসিয়েছি।' মুখে সে বলল, 'না মানি না। আমার কাছে তুমি শুধু কেশবদা।'

www.pathagar.com

'ঠিক আছে। তবে এই মুহূর্তে আমি দলনেতা', মৃদু হেসে বলল কেশব, 'এবং আমার আদেশ, তুমি এখানেই থাকবে।'
অভিমানে মুখ ফুলিয়ে চলে গেল ফুল।
কেশব কয়েক মুহূর্ত ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। হৃদয়ের কোন তন্ত্রীতে বেদনার সুর উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে দ্রুত উঠে এল উপরে।
নদী তীর থেকে শিঙার আওয়াজ আসছিল। সেদিকেই এগিয়ে চলল কেশব তার দস্যুদল নিয়ে। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলল তারা। নদী তীরে পৌঁছে তারা দেখল, কিছুটা দূরে একটা বজরা নোঙর করা আছে। তীরে এক বৃদ্ধ ও এক যুবককে তার কয়েকজন অনুচর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে খোলা তলোয়ার হাতে। সেদিকে এগিয়ে চলল তারা। কিছুটা দূরে থাকতেই কেশব বৃদ্ধকে চিনতে পারল। লোকটি আবদুর রহমান। চলার গতি বাড়িয়ে দিল কেশব। সে যখন নিকটে পৌঁছে গেছে, তখন বজরার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বজরার মধ্য থেকে তার এক অনুচর চিৎকার করে বলছিল, 'ভিতরে দশ-বারো জন লোক আর অস্ত্র-শস্ত্র আছে। মনে হচ্ছে উদ্দেশ্য খারাপ। সবাইকে বন্দী করতে হবে।'
কেশব বজরার উপরের অনুচরটিকে নির্দেশ দিল, 'তোমরা নীচে নেমে এসো।' তীরের অনুচরদের বলল, 'ওদের ছেড়ে দাও।' আবদুর রহমানের নিকটে গিয়ে তার পদধূলি মাথায় নিল কেশব।
আবদুর রহমান বাধা দেবার অবকাশ পেলেন না। তিনি অস্বস্তি বোধ করলেও মুখে কিছু বললেন না। ভাবলেন, পরে সময়-সুযোগ মত এ বিষয়ে তার সাথে কথা বলা যাবে।
কেশব বিনীতভাবে বলল, 'ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। ওদের দোষ নেবেন না। ওরা আমার নির্দেশ পালন করেছে মাত্র।'
'তুমি অযথা সংকুচিত হচ্ছো', আশ্বস্ত করলেন আবদুর রহমান', 'যে জীবন বেছে নিয়েছ, এতটুকু সতর্ক না থাকলে ধ্বংস অনিবার্য।'
কেশবের মনে অনেক প্রশ্ন, কিভাবে তিনি এখানে এলেন, সেই সাধকের সাথে দেখা হল কিনা, তিনি এখন কোথায় আরো কত কি। তাকে এসব জিজ্ঞাসা করতে হল না। আবদুর রহমান আপনা থেকেই তাকে সব জানালেন।

www.pathagar.com

যেতে যেতে তিনি বললেন কিভাবে তার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি জানালেন, তার সম্পর্কে খোঁজ পেতে আদৌ কষ্ট হয়নি। তাদের গাঁয়ের ঘাটে বজরা থেকে নেমে কিছু লোকের সাথে তার দেখা হয়। তাদেরকে কেশবের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করায় তারা জানায়, কেশব বাড়ি থাকে না, বনে থাকে। তিনি অবাক হয়ে এ কথার অর্থ জানতে চেয়েছিলেন। তখন তারা কেশবের ফেরার হবার ঘটনা তাকে জানায়। তারপর তাদের নিকট থেকে জেনে নেন কিভাবে এই বনে আসতে হয়।

'সেই তাপসের সাথে কি দেখা হয়েছে?' সাগ্রহে জানতে চাইল কেশব।

'হ্যাঁ, সুলতান বলখী (র)-এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর কাহিনী তোমাদের শোনাবো, অতি চমকপ্রদ কাহিনী।'

১৫

সেদিন রাত্রিটা ছিল বড় মনোরম। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে নেমে আসছিল সে আলোর আশীর্বাদ। ঝির ঝির করে মৃদু-মন্দ বাতাস বইছিল আর গাছের পাতা থির থির করে কাঁপছিল। বনভূমিতে চলছিল আলো আঁধারের দাড়িয়াবান্ধা। বাতাসের সাথে বয়ে আসছিল নাম না জানা সব বনফুলের সৌরভ।

একদল মানুষ গোল হয়ে বসেছিল প্রাচীন উপাসনালয়ের সামনের খোলা চত্বরে। শিশুর দল যেমন অখণ্ড মনোযোগের সাথে রূপকথার গল্প শোনে, তেমনিভাবে শুনছিল একদল বয়স্ক মানুষ। তারা কোন কল্পকাহিনী শুনছিল না, তারা শুনছিল ইসলাম প্রচারে নিবেদিত প্রাণ এক দরবেশের জীবনকথা। এ কাহিনী রূপকথাকেও হার মানায়। আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে আবদুর রহমান শুনিয়ে চলেছেন তাঁর কাহিনী ঃ

শাহ সুলতান বলখী (র) বলখ দেশের অধিবাসী। তিনি দামেশকের শায়খ তওফিক (রা)-এর কাছে দীনের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। উস্তাদের সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন থেকে কামালিয়ত লাভ করার পর বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের আদেশ পান।

www.pathagar.com

ছয় বছর আগে ঈসায়ী ১০৪৭ সালে তিনি বঙ্গদেশে আসেন। সমুদ্রপথে এসেছিলেন তিনি। নেমেছিলেন সন্দীপে। সেখানে কিছুদিন ইসলাম প্রচার করার পর তিনি আসেন হরিরাম নগর রাজ্যে। সেখানেই তাঁর সান্নিধ্যে কিছুদিন থেকে এলাম আমি। একজন মানুষ জনগণের কত প্রিয়পাত্র হতে পারে, তাঁকে না দেখলে কোনদিনই বুঝতে পারতাম না। বিশেষ করে দীন-দুঃখী, লাঞ্ছিত-নির্যাতিত, শূদ্র-অস্পৃশ্যের তিনি পরম বন্ধু। তাদের বিপদে-আপদে আর কেউ পাশে না থাক, তিনি থাকবেনই। তারাও বিপদকালে আত্মীয়-স্বজনেরও আগে যাঁর স্মরণাপন্ন হয়, তিনি সুলতান বলখী। চির বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষ তাদের এই অকৃত্রিম বন্ধুটিকে প্রতিদান দিতে ভোলেনি। তারা হৃদয়ের সালতানাতে মাহমুদ বলখীকে সুলতান হিসাবে অভিষিক্ত করে নিয়েছে। তারা এই সুলতানের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রমাণও রেখেছে।

একদিন মাহমুদ বলখী (র) ভাবলেন, প্রজানিপীড়ক অত্যাচারী রাজা বলরামের রাজত্বে ইনসানিয়াৎ বলে কিছু নেই। একে উৎখাত করে প্রকৃত ইনসাফ ভিত্তিক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, যেখানে বংশ, অর্থ বা শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হবে না। বরং আল্লাহর বান্দা হিসাবে সব মানুষ সমান বিবেচিত হবে। বিশেষ মর্যাদা যদি কেউ পায় তবে তারাই পাবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সমস্ত কুকর্ম থেকে বিরত থাকে। শাসক নিজেকে প্রজাদের ধন-সম্পদ ও জীবন-মরণের মালিক ভাববেন না, বরং ইসলামের মহান খলিফাদের মত নিজেকে মনে করবেন প্রজাসাধারণের সেবক।

এই ভাবনার পর মাহমুদ বলখী (র) এক অলৌকিক কাজ করে বসলেন। তিনি কালী উপাসক রাজা বলরামের রাজধানীতে গিয়ে হাজির হলেন। সেখান থেকে সোজা গেলেন তার কালী মন্দিরে। সাথে তার কিছু ভক্ত সাগরিদ। একটু থেমে বললেন আবদুর রহমান, আমিও ছিলাম তাঁর সাথে। আমাদের সবার মনে প্রশ্ন, হযরত এখানে কেন এলেন। একটু পরেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চস্বরে আযান দিতে লাগলেন। আর আল্লাহর কী মহিমা! আযানের সাথে সাথে কালীমূর্তিগুলি একে একে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এই অলৌকিক ঘটনা শত শত লোক স্বচক্ষে দেখল, চমৎকৃত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

www.pathagar.com

ঘটনাটি রাজার কানে পৌঁছাতেও দেরি হল না। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। এই দরবেশকে বিতাড়িত না করলে সকলে ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে। এটা হতে দেওয়া যায় না। মাহমুদ বলখী (র)-এর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন রাজা বলরাম। দরবেশের ভক্তদলের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে এল রাজার সেনাদল। অবশেষে রাজা স্বয়ং দরবেশের মুকাবিলা করতে অগ্রসর হলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হল। একদিকে রাজার সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে দরবেশের ভক্তকূল। তাদের সামান্য কয়েকজনের সামরিক প্রশিক্ষণ থাকলেও যে ঈমানী বল ছিল তাই তাদের বিজয় এনে দিল। আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দেবার মহিমা তারা জানত। তাই বলরামের বাহিনীকে তারা প্রবল বিক্রমে রুখে দিল। যুদ্ধে বলরাম নিহত হলেন। রাজার মন্ত্রী দরবেশের আস্তানায় হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মাহমুদ বলখী (র) তাঁর হাতে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করলেন। তাঁকে পরামর্শ দিলেন, মানুষে মানুষে সব বৈষম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নারীকে পুরুষের মত সমান মর্যাদার চোখে দেখতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে যারা বিত্তবান, তাদের সঞ্চিত অর্থ থেকে যাকাত এবং তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে উশর আদায় করতে হবে। এই অর্থ এবং ফসল বিত্তহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। প্রজাসাধারণের আত্মিক উন্নতির জন্য সালাত কায়েম করতে হবে। এমনটি করলে দেখা যাবে, কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে জান্নাতি সুখ নেমে আসবে।' এ পর্যন্ত বলে থামলেন আবদুর রহমান।

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কেউ বলল, 'অবিশ্বাস্য', কেউ বলল, 'চমৎকার', আবার কেউ বলল, 'কলি যুগেও এসব ঘটে!' কেশব কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। বৃদ্ধের কাহিনীর এক বিন্দুও অবিশ্বাস করেনি সে। যে আবদুর রহমানকে বিপদের দিনে সে চিনেছে, তিনি মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।

'আমি এই দরবেশের কাছে যাবো', অবশেষে বলল কেশব।

বলখ বর্তমান আফগানিস্তানের একটি অঞ্চল।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, হরিরাম নগর হল বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর।

www.pathagar.com

'আল্লাহ বোধহয় শীঘ্রই তোমার আশা পূরণ করবেন। শাহ সুলতান (র) কয়েক দিনের মধ্যে পরশুরামের রাজ্যে আসছেন। পরশুরামের অত্যাচারের কাহিনী তাঁর কানে গেছে', জানালেন বৃদ্ধ।

সিধু বলল, 'আমাদের কাজও অনেকটা সেই দরবেশের মত। আমরা লাঞ্ছিত-নির্যাতিতদের আশ্রয় দিই, গরীবদের সাহায্য করি।'

'হ্যাঁ, তোমরা কিছু ভাল কাজ করছ। তোমাদের নিয়ত ভাল। তবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে এভাবে বেশিদূর এগুনো যায় না।' বললেন আবদুর রহমান।

কেশব জিজ্ঞাসা করল, 'বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?'

'তোমরা কিছু নির্যাতিত মানুষের আশ্রয় দিয়েছ। ভাল কথা। কিন্তু কতজনকে আর এ বনে আশ্রয় দিতে পারবে? রাজ্যে যত নির্যাতিত মানুষ আছে তাদের অতি নগণ্য সংখ্যককেই আশ্রয় দিতে পারবে তুমি। তাছাড়া অধিকাংশ লোক নির্যাতিত হয়েও সমাজে স্বাভাবিক জীবনে থাকতে চাইবে। এখানে কেবল তারাই আসতে চাইবে, যারা প্রতিহিংসা পরায়ণ এবং যাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেউ নেই। ঠিক কিনা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন', স্বীকার করল কেশব।

'তাহলে সব নির্যাতিতের পাশে তুমি দাঁড়াতে পারলে না।'

'সেই দরবেশই কি সব নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াতে পেরেছেন? রাজ্যের সব লাঞ্ছিত মানুষ কি তাঁর আস্তানায় গেছে?' প্রশ্ন করল সিধু।

হাসলেন আবদুর রহমান, 'না বেটা, তা তিনি পারেননি। কোন ব্যক্তি তা সে যতই সামর্থবান হোক, তার পক্ষে একটা রাজ্যের সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। শাহ্ সাহেব নিজেও জানতেন, তিনি তা পারবেন না। তাই তিনি এমন শাসক তৈরি করে দিলেন, যিনি আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় প্রজাকূলের সব অভাব মোচন করবেন।'

'তেমন একজন রাজাকে সিংহাসনে বসানোর সুযোগ পেলে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করব', দৃঢ়স্বরে কেশব বলল।

'আল্লাহ তোমার নেক নিয়ত পুরা করুন। তবে মনে রাখবে, সেই শাসক কিন্তু রাজা হবেন না। তিনি হবেন খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি, আল্লাহার প্রতিনিধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দেওয়া বিধান মোতাবেক তিনি

www.pathagar.com

রাজ্য শাসন করবেন। আবার তিনি প্রজাদেরও প্রতিনিধি। কারণ, প্রজারাই তাকে শাসক হিসাবে নির্বাচিত করবে', বললেন আবদুর রহমান।
'এদিকে আরেক দরবেশের সন্ধান আমরা...।'
বীরুর কথা শেষ করতে দিল না সিধু, 'ফের বলছ তুমি!'
কেশব ওদের ঝগড়ার সুযোগ দিল না। সে বলল, 'সিধু, তুমি আগে জেনেছ, তাই আগে বলার সুযোগ পেয়েছ। বীরু পরে জেনেছে, ওকে পরে বলার সুযোগ দাও।'
নিজের পক্ষে রায় পাবার পর বীরু সিধুর দিকে চেয়ে মুখভঙ্গি করল।
সিধু দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'মুখ ভ্যাংচানির শাস্তি তুই পাবি। তিন দিন উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখব।'
'এটাই ওর উপযুক্ত শাস্তি হবে,' কেশব হাসি চেপে বলল, 'এখন দয়া করে ওকে বলতে দাও।'
বীরু বলে গেল কিভাবে মদনপুরে আগমণকারী দরবেশ সম্পর্কে জানা গেছে। তার কথা শেষ হলে আবদুর রহমান বললেন, তিনি নেত্রকোনা যাবেন এই দরবেশের সাথে দেখা করতে। কেশবও জানালো, সে এরূপ সিদ্ধান্তই নিয়ে রেখেছে। আলোচনা করে ঠিক হল, তিন দিন পরে আবদুর রহমানের সাথে কেশবও নেত্রকোনা যাবে। সাথে সে দু-তিনজন অনুচর নেবে।

১৬

তিনদিন পর পাঁচজন ঘোড়াসওয়ার নেত্রকোনার পথ ধরল। মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে তারা। আবদুর রহমান ও কেশব পাশাপাশি চলছে। বীরু তার দুই সহচর নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে।
যাত্রা শুরু করার দুইদিন পর তারা নেত্রকোনা পৌঁছলো। সেখান থেকে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করতে করতে মদনপুরের দিকে এগিয়ে চলল তারা। গ্রীষ্মের খর দুপুরে পরিশ্রান্ত অশ্বারোহীর দল মাঠের মধ্যে এক

www.pathagar.com

বিশাল বটগাছের নীচে থামল। ঘোড়াগুলি গাছের ঝুরির সাথে বেঁধে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল তারা। ঘুম যখন তাদের ভাঙল, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়েছে।

কেশবই সবার আগে জাগল। পাশে তাকিয়ে দেখল, বৃদ্ধ আবদুর রহমান গভীর ঘুমে অচেতন। তাঁর ঘুমন্ত চেহারা থেকে সহসা চোখ ফেরাতে পারল না সে। বার্ধক্যে মানুষ এত সুন্দর থাকে তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সফেদ দাড়ি শোভিত মুখে শিশুর সারল্য। দেখলেই শ্রদ্ধায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কেশব ভাবল, এই বয়সে লোকটি দেশের একস্থান থেকে আরেক স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাদের সাথে ছুটতে গিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর শান্তির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে না। কেশব সিদ্ধান্ত নিল, তিনি যতক্ষণ ঘুমান, ততক্ষণ অপেক্ষা করবে সে। অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল, সবাই ঘুমে অচেতন।

এমন সময় তার চোখ পড়ল কিছুটা দূরে ঘুমন্ত এক পথিকের উপর। লোকটির পোষাক আবদুর রহমানের মত। পাজামার উপর লম্বা জামা, মাথায় পাগড়ী। সুন্দর চেহারাকে আরো সুন্দর করেছে পরিচ্ছন্নভাবে ছাঁটা দাড়ি। কেশব ভাবল, ঐ লোকটিও নিশ্চয় মুসলমান। তার কাছে নিশ্চয় দরবেশ সুলতান রুমীর খোঁজ পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর লোকটির ঘুম ভাঙল। উঠে বসল সে।

কেশব এগিয়ে গেল তার কাছে। লোকটির সাথে আলাপ করে সে জানতে পারল, লোকটি শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমীর শিষ্য। লোকটির কাছ থেকে সে সুলতান রুমী (র) সম্পর্কে অনেক কথা জেনে নিল। সুলতান রুমী তাঁর মুরশিদ সাইয়েদ শাহ্ সুর্খুল আন্‌তিয়াহ্ (র) সাথে মদনপুর আসেন। এখানে এসেই তাঁরা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মধুর ব্যবহার এবং জনসেবায় মদনপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ মুগ্ধ। তাদের জন্য দরবেশের উপদেশ, পরামর্শ এবং সহানুভূতির কোন শেষ নেই। কেউ রোগগ্রস্ত হলে দরবেশের স্মরণাপন্ন হয়। আল্লাহর দরবারে তিনি দোয়া করেন, রোগ সেরে যায়। কেউ নির্যাতিত হলে সুলতান রুমীর কাছে ছুটে আসে। তিনি জালিমের শাস্তি দিতে পারেন না সত্য, তবে মজলুমের মাথায় অকৃত্রিম

www.pathagar.com

সহানুভূতির সাথে হাত বুলাতে পারেন। এ টুকুই তাদের জন্য করে কে? তাই দলে দলে লোক শাহ্ সুলতান রুমীর আস্তানায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে।

এটুকু বলার পর লোকটির কণ্ঠে বিষাদের সুর বাজল, 'তাঁর ইসলাম প্রচার বোধ হয় স্থানীয় কোচ রাজার গোস্যার কারণ হয়েছে। রাজা দরবেশ হুজুরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠিয়েছেন। দরবেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি আগামী পরশু রাজদরবারে যাবেন। আল্লাহই জানেন কি ঘটবে।'

কেশব লোকটিকে সান্ত্বনা দিল, 'ভাববেন না, যাঁর জন্য তিনি এত করছেন, সেই সর্বশক্তিমানই তাঁকে রক্ষা করবেন।'

'হ্যাঁ, আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষাকারী এবং পরম করুণাময়', বলল লোকটি।

নির্দিষ্ট দিনে সুলতান রুমী (র) কোচ রাজার রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর নিত্য সহচরবৃন্দ চলল তাঁর সাথে। কেশব, আবদুর রহমান এবং তাদের সঙ্গীরাও অনুগামী হল।

রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে সুলতান রুমী (র) রাজার অনুমতিক্রমে ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। তারপর রাজা ও তাঁর পারিষদদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন।

রাজা ইসলামের সত্যতার নিদর্শন দেখতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'বড় বড় কথা সব ধর্মেই আছে। আমি সচক্ষে কিছু নিদর্শন দেখতে চাই। আমি এক পাত্র বিষ দেব, আপনাকে তা পান করতে হবে।'

দরবেশ নির্দ্বিধায় সম্মতি দিলেন।

রাজার আদেশে পেয়ালা ভর্তি পানি ও বিষ আনা হল। তাঁর সামনেই পেয়ালায় বিষ ঢেলে দেওয়া হল। তারপর দরবেশের হাতে তুলে দেওয়া হল সেই পাত্র। সুলতান রুমী (র) 'বিসমিল্লাহ' বলে অনেকটা বিষ পান করলেন। তারপর অল্প অল্প করে তাঁর সব শিষ্যকে পান করতে দিলেন। আবদুর রহমানও কিছুটা বিষ পান করলেন। কেশবের কাছে পেয়ালা এলে সে দ্বিধা করতে লাগল। সে আবদুর রহমানকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি তো আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করিনি, আমার এটা পান করা কি ঠিক হবে?'

www.pathagar.com

'তুমি এটা পান করো না', নিষেধ করলেন বৃদ্ধ। তারপর কেশবের হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে অবশিষ্ট বিষটুকুও পান করলেন।

এরপর দরবারীদের স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হবার পালা। বিষের কোন ক্রিয়াই দরবেশ বা তাঁর কোন শিষ্যের উপর হল না। রাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গ যে নিদর্শন দাবী করছিলেন, তা তাঁরা পেয়ে গেলেন। আর দ্বিধা কেন! তক্ষুণি সবাই দরবেশের কাছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

কেশব এবং তার সঙ্গীরাও বাদ গেল না। আবদুর রহমানের সংস্পর্শে এসে ইসলামকে ভাল লেগেছিল কেশবের। সুলতান রুমী (র)-এর সান্নিধ্যে আসার পর সে ইসলাম গ্রহণের কথা ভাবছিল। আর এই ঘটনার পর সে দ্বিধাহীন চিত্তে কালিমা তাওহীদ পড়ে নিল। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম দেওয়া হল কাশিম খান। বীরুর নাম হল বদর আলী। অন্যদেরও ইসলামী নাম রাখা হল।

দরবেশের আস্তানায় কয়েকদিন কাটিয়ে দিল কাশিম খান ও তার দলবল। ইসলামের অনেক মর্মবাণী তারা জেনে নিল। তারপর এক প্রসন্ন সকালে বনে ফেরার আয়োজন করল তারা। যাত্রা শুরু করার আগে তারা জেনে এল, রাজা মদনপুর গ্রামটি পীরোত্তর সম্পত্তি হিসাবে দরবেশকে দান করেছেন।

১৭

যাত্রা শুরু করার পরদিন দুপুরে পথের পাশে এক বাগানের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিল সওয়ার দল। পথচলার ক্লান্তির কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল তারা। অনেকক্ষণ ঘুমালো নিরুপদ্রবে। শেষে ঘুম ভাঙল তলোয়ারের খোঁচায়। চোখ মেলেই তারা দেখল, বারো জন্য সৈন্য তাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে খোলা তলোয়ার। মুখে তাদের ক্রুর হাসি। দলনেতার চোখ তো চকচক করছে। রাজার প্রধান শত্রু আজ ধরা পড়েছে তার হাতে। অনেক পুরস্কার মিলবে। সেই সাথে

www.pathagar.com

পদোন্নতিও হতে পারে। ঘুমের মধ্যেই ওদের নিরস্ত্র করাও হয়েছে। কাজেই কোন বাধা আসবে না।

কাশিম দেখামাত্র দলনেতাকে চিনতে পারল। লোকটির নাম রামেন্দু। লোকটিকে সেই সেনাদলে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিল। তাদের গাঁয়েই রামেন্দুর বাস। পিতার মৃত্যুর পর একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল সে। দু'বেলা খেতেও পেত না। তার দুরবস্থার কথা জানতে পেরে কাশিম তাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেনাপতি।

রামেন্দুকে দেখে কাশিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তবে পরক্ষণে তার ভুল ভাঙল। লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে কাশিম দেখল, সেখানে উচ্ছ্বাস ছাড়া কিছু নেই। তবু সে রামেন্দুকে বাজিয়ে দেখতে চাইল। সে বলল, 'আমাকে চিনতে পেরেছ, রামেন্দু? আমি কেশব।'

'সেটা আমার দুর্ভাগ্য', দুঃখ প্রকাশের ভান করল রামেন্দু, 'আপনি কেশবদা ছাড়া অন্য কেউ হলে আজকের দিনটা হত আমার সবচে' আনন্দের দিন। আপনাকে চেনার পর বন্দী করতে হচ্ছে, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না।'

রামেন্দুর সাথে আর কোন কথা বলতে মন চাইল না কাশিমের। কোন পরিণতির পরোয়ার করে না সে। জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সত্যের সন্ধান, তা সে পেয়েছে। এখন মৃত্যু এলে বিশ্বপ্রভূর সান্নিধ্য লাভ ত্বরান্বিত হবে। এ কথা ভাবার সাথে সাথে সব উদ্বেগ দূর হয়ে গেল। কিন্তু আবদুর রহমানকে তার জন্য ভুগতে হবে কেন? নির্দোষ মেহমান তিনি। তার জন্য কিছু একটা করা দরকার। সে দলনেতাকে বলল, 'রামেন্দু, মুক্তি তোমার কাছে চাইব না। আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবে?'

রামেন্দু যেন বিনয়ের অবতার। সে বলল, 'বলুন, সাধ্যে কুলালে অবশ্যই রাখব।'

'আমার সঙ্গীরা নির্দোষ, ওদের-তুমি ছেড়ে দাও। রাজা আমাকে চায়, আমাকে নিয়ে চলো।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল রামেন্দু। ঠিকই তো, রাজার প্রয়োজন কেশবকে। তাকে নিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তাছাড়া এতে যদি কেশবের ঋণ কিছুটা

www.pathagar.com

লাঘব হয়, মন্দ কী! সে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি একদিন আমার বড় উপকার করেছেন। তার বিনিময়ে এটুকু আমি করতে পারব।'
কাশিমের সঙ্গীরা বেঁকে বসল, তারা তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যাবে না। মরলে এক সাথেই মরবে সবাই। কাশিম বদর আলীর (বীরু) চোখে তাকালো। চোখের ইশারায় কিছু বুঝিয়ে দিল তাকে। বদরের চোখে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল। সে আবদুর রহমানের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু চাপ দিল। বৃদ্ধ কিছু বুঝলেন কিনা জানা গেল না। তবে তিনি কোন কথা বললেন না। নীরবে অশ্রুসিক্ত চোখে কাশিমের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। যখন তিনি অন্যদের দিকে ফিরলেন, তখন দেখলেন সবার চোখই ভেজা।
সৈন্যদল কাশিমকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই আবদুর রহমান তিন সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চাপলেন। সৈন্যরা যে পথে গেছে সে পথ তাদের নয়। তাদের পথ ডান দিকে বেঁকে গেছে। সে পথে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বদর জানালো, 'সর্দার ইশারায় বলেছেন, ডেরা থেকে দলবল নিয়ে আগেই রাজধানীর প্রবেশপথে পৌঁছতে হবে। সৈন্যদল রাজধানী শহরে পৌঁছার আগেই তাকে উদ্ধার করতে হবে। কাজেই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। ছুট লাগাও সবাই।' বদরের কথা শেষ হতেই চারটি ঘোড়া ছোটা শুরু করল দুর্বার বেগে।

বদর দস্যুদল নিয়ে যখন রাজধানীর প্রবেশপথের কাছে পৌঁছুল, তখন অনেক রাত। তারা রাস্তার দুই পাশের ঝোপ-ঝাড়ে অবস্থান নিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, কাশিমকে নিয়ে সৈন্যরা এখনো এসে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরও যখন কারো দেখা মিলল না, তখন সে সন্দিহান হয়ে পড়ল। অপেক্ষা করতে করতে যখন রাত শেষ হয়ে এল, তখন আর বদরের কোন সন্দেহ রইল না যে, তারা দেরি করে ফেলেছে। মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফিরে চলল তারা। যেতে যেতে দস্যুদল প্রতিজ্ঞা করল, তাদের প্রত্যেকের জীবনের বিনিময়ে হলেও কাশিমকে উদ্ধার করা হবে।

www.pathagar.com

পরদিন ভোরে কাশিমের অধিকাংশ অনুচর নানা ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করল। তাদের উদ্দেশ্যে কাশিমের ব্যাপারে রাজার সিদ্ধান্ত জেনে নেওয়া। তারপর সবাই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়।

দুপুরের আগেই তারা জেনে গেল রাজা পরশুরামের সিদ্ধান্ত। ঘোষকের দল ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে বেড়াচ্ছে রাজার ভয়ংকর সিদ্ধান্তের কথা। পরদিন সকালে এক যুদ্ধ হবে, দানবে মানুষে যুদ্ধ। হ্যাঁ, দানবই তো! শোনার সাথে সাথে বদর এবং সিধু স্বীকার করল কথাটির সত্যতা। রাজার কালো দানব নামক ষাঁড়টি তারা দেখেছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা কুড়িটি ষাঁড় উপহার দিয়েছে তাদের রাজাকে। ষাঁড়গুলির প্রত্যেকটিই একেকটি দানব। দেখলেই ভয়ে বুকে কাঁপুনি জাগে। এমন বিশালাকার ও বিকটদর্শন ষাঁড় বদর কিংবা সিধু আগে কখনো দেখেনি। এদরে মধ্যে আবার কালো দানব সবচেয়ে ভয়ংকর। কয়েকবার ষাঁড়ের যুদ্ধ উপভোগ করেছেন রাজা। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই কালো দানব অন্যদের পরাজিত করেছে।

সেই কালো দানবের সাথে কাশিমকে লড়তে হবে! ভাবতেই শিউরে উঠল বদর ও সিধু। রাজা বড় মর্মান্তিক মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন কাশিমের জন্য। কিন্তু রাজার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হবে না। আলোচনায় বসল কাশিমের অনুচর দল। কেউ বলল রাত্রে রাজবাড়ি ঢুকে উদ্ধার করা হোক তাকে। বদর বলল, সেটা সম্ভব হবে না। কারণ একবার সে বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে, এবার নিশ্চয় কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। আরেকজন বলল মাঠে নেবার পথে হঠাৎ আক্রমণ করে ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বদর এটাও বাতিল করে দিল। সে বলল, এতে ঝুঁকি আছে। আক্রান্ত হলে রাজার সৈন্যরা সর্দারকে হত্যা করে ফেলতে পারে।'

'এটাও হবে না, ওটা চলবে না– তো কী করতে হবে তা তো বলবে!' বিরক্ত হয়ে বলল সিধু।

www.pathagar.com

'শোন, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে', বদর বলল, 'দর্শকদের সাহায্য নিতে হবে। বিশেষ করে নিঃস্ব, অসহায় লোকদের সাহায্য আমরা পাব। কারণ এ যাবৎ আমরা তাদের সাহায্য করে আসছি।'

'তারা আমাদের কিভাবে সাহায্য করবে?' প্রশ্ন করল আরেকজন।

বদর সকলকে বুঝিয়ে দিল তার পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত শুনে সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে ধরেছে তাদের পরিকল্পনাটি। বদর বলল, 'পরিকল্পনার মধ্যে কোন ভুল থেকে গেল কিনা সেটা নিয়ে সবাই একটু ভাবো।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ভাবল তারা। কোন ত্রুটি ধরা পড়ল না কারো কাছে। শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এই পরিকল্পনা মতই কাজ করতে হবে।

বিকালে সবাই বিভিন্ন ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ল গ্রামে জনপদে।

১৮

রাজধানীর বাইরের এক ময়দান। বাঁশ দিয়ে বিরাট এক বৃত্তাকার ঘের তৈরি করা হয়েছে। ঘেরের বাইরে বিপুল সংখ্যক দর্শক। রাজার ঘোষণা শুনে সকলে লড়াই দেখতে এসেছে। দানব আর মানুষের লড়াই। কেমন সে দানব আর কোন্ সে হিম্মতওয়ালা মানুষ তা দেখার জন্য দর্শকদের দারুন কৌতূহল।

দর্শকরা যখন অধৈর্য্য হয়ে হৈ চৈ শুরু করেছে, তখন শিঙা বেজে উঠল। সাথে সাথে সকলে চুপ করে গেল। ঘোষক পিতলের চোঙা ফুঁকে ঘোষণা করল, আপনাদের অধীর প্রতীক্ষার এখনি অবসান হচ্ছে। দক্ষিণে চেয়ে দেখুন কালো দানব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মাঠের মধ্যে।

দর্শকদের চোখ ঘুরে গেল দক্ষিণে। তারা দেখল, বিকটদর্শন এক চোখ কানা কালো একটি ষাঁড় এগিয়ে আসছে মাঠের মধ্যে। দানবই বটে। সত্তর বছরের কোন বৃদ্ধও বলতে পারল না যে, এ রকম ষাঁড় সে আগে

www.pathagar.com

কখনো দেখেছে। বিশালাকার তার দেহ। আর চোখা শিং দুটি ভয়ংকরভাবে সামনের দিকে বাঁকানো। এ শিঙের একটি গুতাই যে কোন মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেবার জন্য যথেষ্ট। মুখে তার মোটা দড়ির লাগাম বাঁধা। লাগামের দুই দিকের দড়ি ধরে আছে তিনজন করে মোট ছয়জন লোক। লোকগুলির পক্ষে ষাঁড়টিকে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। দর্শকরা ভেবে পেল না, এই জানোয়ারের সাথে লড়াই করার সাধ কোন্ নির্বোধের হল। এ রকম মর্মান্তিক মৃত্যু বেছে নেবার কোন মানে হয়! মর্মান্তিক মৃত্যু– মৃত্যুদণ্ড নয় তো?

তাই হবে।

কালো দানব মাঠের মাঝে পৌঁছানোর পর ঘোষক আবার চোঙা তুলে নিল মুখে, 'এবার দেখুন মাঠের মধ্যে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই দুঃসাহসী লোক, যে ঐ দানবের সাথে লড়বে।'

এ সময় দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

ঘোষক দর্শকদের থামিয়ে দিল, 'আপনারা ধৈর্য্য ধরে শুনুন, ঐ দুঃসাহসী যুবক সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের জানা দরকার। রাজবাড়িতে ডাকাতি করার অপরাধে মহামান্য রাজা একে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। শক্তিমান রাজা মহাশয় তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সে কোন মৃত্যু পছন্দ করে ঃ হাত-পা বেঁধে তপ্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে দেওয়া, পানিতে ডুবিয়ে মারা, নাকি জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা।

ঐ যুবক আর্জি পেশ করেছিল, সে এভাবে মরতে চায় না। সে যুদ্ধ করে মরতে চায়। মানুষ, বাঘ, ভালুক, হাতি– যে কারো সাথে সে লড়তে রাজি আছে।

আমাদের মহামান্য রাজা দয়ার সাগর। তিনি যুবকের এই প্রার্থনার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি ঐ কালো দানবের সাথে তার লড়াই স্থির করেছেন। এই লড়াইয়ে যদি ঐ যুবক জয়ী হয়, তবে রাজা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন।

ঘোষক নিজেও জানে না, তার এই ঘোষণা মিথ্যা। রাজা যে উচ্চ মঞ্চে বসে আছেন, তার নীচেই গভীর এক গর্ত খোঁড়া হয়েছে। যদি কোনমতে কাশিম খান এই লড়াইয়ে জয়ী হয়, তেমন কোন সম্ভাবনার

www.pathagar.com

কথা যদিও কেউ ভাবছে না, তবে তাকে সেই গর্তে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হবে।

এদিকে বদরের নেতৃত্বে কাশিমের অনুচর দল ছড়িয়ে পড়েছে দর্শকদের মধ্যে। তারা সেই সব লোকদের খুঁজে বের করছে যাদের তারা ইতিপূর্বে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাদের কানে কানে বলছে, কাশিমকে মাঠের মধ্যে নিয়ে এলেই শিঙা ফোঁকা হবে। সাথে সাথে তাদের সকলকে হট্টগোল করে মাঠে ঢুকে পড়তে হবে। এভাবে খেলা শুরু আগে অনেক দর্শককে রাজি করিয়ে ফেলল তারা।

কিন্তু বাধ সাধল রাজার সৈন্যরা। ঘেরের মধ্যে কিছুদূর পর পর একজন করে সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকদের মধ্যে শৃংখলা বিধান করছে তারা। এদের উপস্থিতি বদরকে চিন্তায় ফেলে দিল। এভাবে এরা দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের উদ্দেশ্য বিফল হবে। দর্শকরা কেউ মাঠে ঢুকে পড়তে সাহস পাবে না।

কাশিমকে নিয়ে আসা হচ্ছে, অথচ সৈন্যদের সরে যাবার কোন লক্ষণ নেই। রাগে, দুঃখে চোখে পানি এসে গেল বদরের। পরিকল্পনার এই দুর্বলতা কারো কাছে ধরা পড়ল না! এখন অসহায়ের মত মরতে হবে সর্দারকে! তা হতে পারে না। একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কী করবে সে? হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বদর। নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন অনুচরকে ফিস ফিস করে কিছু বলল সে। তারপর সেখান থেকে সরে গেল কিছুটা দূরে।

কাশিমকে মাঠের মাঝে আনতেই অনুচর দু'জন তুমুল ঝগড়া শুরু করল একে অপরের সাথে। কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হল হাতাহাতি। দুজন সৈন্য ছুটে এল তাদের থামাতে। ঠিক সেই সময় বদর মুখের মধ্যে দুটি আঙুল দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে শিস দিয়ে উঠল। তারপর আশায় আশায় তাকালো চারিদিকে।

কিন্তু এবারো তার জন্য নিরাশা অপেক্ষা করছিল। কয়েকজন দর্শক হৈ চৈ করে মাঠে নামার চেষ্টা করল বটে। তবে সফল হল না। ঝগড়া থামাতে যাওয়া একজন সৈন্য বর্শা বাগিয়ে তেড়ে এল। আরো কয়েকজন

www.pathagar.com

সৈন্য ছুটে এল রাজার মঞ্চের দিক থেকে। অগত্যা যারা হট্টগোল পাকানোর পরিকল্পনায় ছিল, তারা নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ল।
মনটা বসে গেল বদরের, আর বোধহয় কোন আশা নেই। পরক্ষণে তার মনে পড়ল দরবেশের কথা, 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই।' বড় ভাল কথা! বদর মর্মে উপলব্ধি করল, সব সম্ভাবনার দুয়ার যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন আসমানের দুয়ারে চোখ পড়ে। মানুষ যখন হাল ছেড়ে দেয়, তখন পরম করুণাময়ের কুদরতী হাত দেখতে উদগ্রীব হয়। সর্বান্তকরণে আল্লাহকে ডাকতে লাগল বদর, 'হে আল্লাহ! তোমার ঐ অসহায় বান্দাকে রক্ষা করো। সে তো তোমার সরল পথটি চিনেছে, তোমার পথে এসেছে। তাকে তুমি রক্ষা করো।'

কাশিমকে মাঠের মধ্যে রেখে সৈন্যরা ফিরে গেল ঘেরের বাইরে। তারপর ষাঁড়ের লাগাম ধরে রাখা ছয়জন লোক হঠাৎ একযোগে ছুটে পালিয়ে গেল। কালো দানব তার লাল টকটকে চোখটা ঘুরিয়ে দেখল তার থেকে কয়েক হাত দূরে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে। লোকটির উদ্ধত-বেপরোয়া ভাব তার মোটেই পছন্দ হল না। সে পা দিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করল এবং থেকে থেকে কাশিমের দিকে চেয়ে রণহুংকার দিতে লাগল।
কাশিম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তার প্রবল প্রতিপক্ষকে। আপন মনে বলল সে, 'ওর বিরুদ্ধে আমি লড়ব এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।' তারপর আকাশের দিকে মুখ করে বলল, 'হে আল্লাহ! তোমার দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া, আমাকে তুমি সরল-সঠিক পথে নিয়েছ। এখন মরণেও দুঃখ নেই। তোমার যা মর্জি, আমার তাই সৌভাগ্য।'
কালো দানবের দিকে ফিরে দেখল কাশিম, সে তখনো পায়ে মাটি খুঁড়ছে ও মুখে হুংকার দিচ্ছে। নিজেকে বুঝালো কাশিম, শুধু সাহসে চলবে না; মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, বুদ্ধি খাটাতে হবে এবং গতিতে ক্ষিপ্রতা থাকতে হবে। ষাঁড়টির একমাত্র চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল সে।
দর্শকদের মধ্যে হৈ চৈ উঠল। বিদ্রূপের প্রতিযোগিতা শুরু হল। কেউ বলল, বীর পুরুষ ভয় পেয়ে গেছেন! আবার কেউ বলল, মহাবীর এখন

www.pathagar.com

পালাবার পথ খুঁজছেন। সৈন্যরা বলল, পালিয়ে যাবে কোথায়? ঘেরের বাইরে আসতে দিচ্ছি না।

কাশিমের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে পিছিয়েই চলেছে। এক সময় পিঠে তার ঘেরের বাঁশ ঠেকল। আবার দর্শকদের মধ্য থেকে বিদ্রুপের বান আসতে লাগল, এবার বীর পুরুষ কি করবেন! কাশিম হাসি দিয়ে তাদের বিদ্রুপের জবাব দিল। তারপর সে ঘেরের বাঁশে হাত দিয়ে সজোরে টেনে দেখল, বাঁধন যথেষ্ট মজবুত। নীচ থেকে শুরু করে মাথার উপর পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাঁশের বাঁধন পরীক্ষা করল সে। ঘেরের প্রত্যেকটি বাঁশই খুব মজবুত করে বাঁধা। এবার সে ফিরল ষাঁড়ের দিকে।

মধ্য মাঠে তখনো দাঁড়িয়ে আছে ওটা। হঠাৎ দুটা ঘটনা ঘটে গেল একই সাথে, কাশিম ছুটল ষাঁড়ের দিকে, আর কোন এক সৈনিকের ছোঁড়া তীর বিঁধে গেল দানবটির পিঠে। ষাঁড়টিকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই বোধাহয় ছোড়া হয়েছে তীরটি। হঠাৎ আহত হওয়ায় চমকে উঠল কালো দানব। তারপর প্রবল বেগে তেড়ে এল কাশিমের দিকে। দর্শকরা দেখল দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ক্ষণকাল পরে তারা দেখল কাশিমের ক্ষিপ্রতা। ষাঁড়টি থেকে মাত্র দুই-তিন ফুট দূরে থাকতে সে ছিটকে সরে গেল একদিকে। আর ষাঁড়টি কালো ঝড় তুলে পাশ কাটিয়ে গেল।

প্রবল গতিবেগের কারণে দানবটি কাশিমকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ধেয়ে এল সেটা। একই বেগে, তবে আক্রোশ বেড়ে গেছে। এবারো শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে সরে গেল কাশিম এবং ষাড়টি তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দর্শকদের মধ্যে তুমুল আনন্দধ্বনি উঠল।

তৃতীয়বারে ঘটে গেল বিপত্তি। একইভাবে তেড়ে আসছিল দানবটি। কাশিমও ছুটছিল তার দিকে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল কাশিম। দর্শকরা হায় হায় করে উঠল। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে অনেকেই চোখ বুজে ফেলল। তবে নির্দয়-সাহসী লোকেরা খেলার সবচেয়ে উত্তেজনাকর দৃশ্যটি দেখার সুযোগ পেল। কাশিমের ক্ষিপ্রতার আরেক নমুনা দেখল তারা।

www.pathagar.com

পড়ে গিয়েই ষাঁড়টির দিকে তাকালো কাশিম। এসে পড়েছে। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। দুইটা ডিগবাজি দিয়ে কয়েক হাত দূরে গিয়ে সোজা হল সে। এবারো পাশ দিয়ে ঝড় তুলে গেছে দানবটি। তাকে ছুঁতে পারেনি।

কাশিম ভাবল এভাবে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না। যথাশীঘ্র এ খেলার অবসান ঘটাতে হবে। প্রথমেই তার মনে পড়ল ষাঁড়ের পিঠে বিঁধে থাকা তীরটির কথা। ওটা হাত করতে পারলে ভাল হত।

ইতিমধ্যে দানবটার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেয়ে কাশিমের। তার তৈরি করা ছকেই ঘুরছে পশুটা। একই সরলরেখা ধরে বার বার ছুটে আসছে আক্রমণ করতে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে কিছুদূর। দ্বিগুণ আক্রোশে আবার ধেয়ে আসছে। আস্তে আস্তে রেখাটা বেড়ার দিকে সরে যাচ্ছে। কাশিম ইচ্ছা করেই বেড়ার দিকে নিতে চাচ্ছে কালো দানবকে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কী? তাই হবে।

ধেয়ে আসছে কালো ঝড়। বারবার ব্যর্থতায় আক্রোশ তার চরমে উঠেছে। ঝট্ করে পিছনের দিকটা দেখে নিল কাশিম, ঘের মাত্র দুই হাত দূরে। গায়ের জামাটা খুলে ফেলল সে। চরম ঝুঁকি নিয়ে সে জামা আটকে দিল ষাঁড়ের শিঙে। একই সাথে ধনুকের মত বাঁকিয়ে ফেলল তার শরীর। তারপরও দানবটার একটা শিং ঘষা খেয়ে গেল তার পেটে। তীব্র ব্যাথায় কুঁকড়ে গেল কাশিম। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো সে। এই সুযোগ কোনমতেই নষ্ট করা চলবে না। ষাঁড়টা সোজা ঢুকে গেছে ঘেরের মধ্যে। ঘেরের অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। তবে দানবটার মাথা আটকে গেছে দুইটা বাঁশের মাঝে। প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে সে শিং ছাড়িয়ে নিতে।

কাশিম এক লাফে ছুটে গেল ষাঁড়টার কাছে। হ্যাচকা টানে ওটার পিঠ থেকে তীরটা খুলে নিল। ব্যথা পেয়ে লাফিয়ে উঠল ষাঁড়টা। সাথে সাথে মুক্ত হয়ে গেল তার মাথা। কাশিম প্রমাদ গুনলো। কম গতিতে ওটা ধেয়ে এলে পাশ কাটিয়ে যাবে না। মৃত্যু অনিবার্য। পিছন ফিরে তীর বেগে ছুটল কাশিম ঘেরের পাশ ঘেঁষে। ষাঁড়টাও ছুটে আসছে তার পিছনে। ছুটতে ছুটতেই উপরে তাকালো কাশিম। এখানে ঘেরের

www.pathagar.com

বাঁশগুলো মোটা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। এসে গেছে দানবটা। এক লাফে ঘেরের সবচেয়ে উপরের বাঁশটা ধরে ফেলল সে। পরক্ষণেই বাঁশ ছেড়ে দিয়ে নেমে এল কাশিম। মাটিতে নয়, ষাঁড়ের পিঠে। তারপর হাতের তীরটা ঢুকিয়ে দিল কালো দানবের একমাত্র চোখে। আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠল ষাঁড়টা। পিঠ থেকে ছিটকে পড়তে পড়তে কোনমতে ঘেরের একটা বাঁশ ধরে ফেলল কাশিম।

ওদিকে আহত অন্ধ ষাঁড়টা দানবীয় আক্রোশে ছুটে চলেছে সোজা সামনের দিকে। সামনেই রাজার মঞ্চ। দর্শকদের শৃংখলা বিধানের জন্য নিয়োজিত সৈন্যরা ছুটল রাজাকে রক্ষা করার জন্য। বদর আলী এই সুযোগ নিল, তীক্ষ্ণ সুরে শীস দিয়ে উঠল সে। সাথে সাথে একদল দর্শক মাঠে ঢুকে পড়ল। অন্য দর্শকরাও তাদের অনুসরণ করল। দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল মাঠ। কাশিম হারিয়ে গেল জনারণ্যে।

১৯

কিছুক্ষণ পর কাশিম ও তার কয়েকজন অনুচরকে নদীর দিকে ঘোড়া ছুটাতে দেখা গেল। দুর্বার বেগে ছুটছে তারা, যদিও কারো পিছু ধাওয়া করার সম্ভাবনা খুবই কম। মাঠের শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে। তারপর সে পালিয়েছে– এটা বুঝতে আরো কিছু সময় যাবে। ততক্ষণে নদীতীরে পৌঁছে যাবে তারা।

যেতে যেতে বদর বলল, 'আবদুর রহমান চাচা তাঁর লোকজন নিয়ে নৌকায় অপেক্ষা করছেন।'

'বৃদ্ধ মানুষ, এমনিতেই অনেক ধকল গেছে। ডেরায় রেখে এলেই পারতে', বলল কাশিম।

'আমি রেখে আসতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তিনি বললেন যে, আপনি তাঁর ছেলের মত। আপনার উদ্ধার অভিযানে তিনি অবশ্যই অংশ নেবেন।'

www.pathagar.com

'সত্যি মাত্র ক'দিনে লোকটি অনেক আপন হয়ে গেছে!'
কাশিম ঘোড়া থেকে নামতেই আবদুর রহমান দৌড়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই চোখে তাঁর অশ্রু চিকচিক করছে।
'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেছেন। বেটা, তুমি ঠিক আছো তো?'
'জ্বি হ্যাঁ, আপনার দোয়ায় আল্লাহ আমাকে অক্ষত ফিরিয়ে এনেছেন।'
এমন সময় সিধু আতঙ্কিত স্বরে ডাকল, 'কর্তা!'
সিধুর দিকে ফিরল কাশিম। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেখল, ধুলার মেঘ উড়ছে দূরে। সঙ্গীদের দিকে ফিরে সে তাগাদা দিল, 'জলদি নৌকায় ওঠো সবাই।'
রাজার সৈন্যরা যখন নদীর তীরে পৌঁছালো, তখন কাশিমের নৌকা নদীর মাঝখানে। সে সময় নৌকার আরোহীরা দেখল, তাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে নদীর বাঁকের দিকে দুইটা নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে। নৌকা দু'টোর সামনে ওটা কী? ওটা কি এক বিরাটাকার মাছ? নাকি মাছের আকৃতির নৌকা? ঠিক বুঝতে পারল না কেউ। ওটার উপর দাঁড়িয়ে আছে এক লোক।
আবদুর রহমান আপন মনে বললেন, 'অদ্ভুত তো! মাহী সওয়ার!'
কথাটার অর্থ কেউ বুঝল না। সবাই সমস্বরে বলল, 'মাহী সওয়ার! তার মানে?'
'মৎসারোহী, মাছের পিঠে আরোহী', বললেন আবদুর রহমান।
কাশিম জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ওটাকে মাছ ভাবছেন?'
তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'বেটা কাশিম! ওদের পোষাক দেখ, ওরা সবাই মুসলমান!'
'তাই তো!' কাশিমের কণ্ঠে বিস্ময়। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি।
'কারা ওরা? সুলতান বলখী ও তাঁর ভক্তদল হতে পারে কী?' আপন মনে প্রশ্ন করল কাশিম।
'তাই হবে। তাঁরই তো পুন্ড্র নগরে আসার কথা। ওরাও সেদিকে চলেছে', কাশিমের কথায় সায় দিলেন আবদুর রহমান।
'আজ বিকালেই আমি লোক পাঠাবো খবর নিতে', বলল কাশিম।

www.pathagar.com

ঘাটে নৌকা থামার পর অনুচরবর্গ পথ করে দিল কাশিমের নামার জন্য। কাশিম একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আবদুর রহমানের জন্য পথ করে দিল। আবদুর রহমান কাশিমের হাত ধরে বললেন, 'এসো।'

তারা দুজন নামার পর একে একে সবাই নেমে এল নৌকা থেকে।

এতক্ষণ মাহি সওয়ারের কথা ঘুরে ফিরে আসছিল কাশিমের মনে। তাই সে আর কিছু ভাবার অবকাশ পায়নি। নৌকা থেকে নামতেই তার ভাবনার গতি পরিবর্তন হল। কেউ তো নেই নদীর তীরে! তাকে উদ্ধারের অভিযান সফল হল কিনা– এ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই! ফুলেরও না! এমন তো হতে পারে না! ফুল তাকে নীরবে ভালবাসলেও তার তো বুঝতে ভুল হয়নি! তাহলে সে এল না যে!

লড়াইয়ের মাঠ থেকে সরে পড়ার পর কাশিম যখন নদীর দিকে ছুটছিল, তখন ফুলের কথা মনে পড়েছিল তার। কি করছে সে এখন? কেঁদে আকুল হচ্ছে? ঠাকুর-দেবতাকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে? তাই-ই হবে। অথবা নদীর অপর পাড়ে কালচে-সবুজ বনের প্রান্তে সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। অভাগীর ভালবাসা সত্যিই নিখাদ! কিন্তু কোন প্রতিদান সে পেল না। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে কাশিম পৌঁছে গিয়েছিল ঘাটে।

নদী পার হবার পর আবার ফুলের কথা মনে এল। নৌকা থেকে নেমে তাকে না দেখে কাশিমের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেই সাথে অবাক হল কাশিম, সেও কি ফুলকে ভালবাসতে শুরু করেছে? নাহ্, তাতো নয়! তার হৃদয়ে রাধা এখনো জীবন্ত জাগরুক। তাহলে ফুল না আসাতে তার খারাপ লাগবে কেন? তার জন্য ফুল কষ্ট পাবে, ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করবে, এটাই বা সে চাইবে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে কাশিম বুঝল, এ এক ধরনের মোহ, এক ধরনের দীনতা। যাকে প্রতিদান দেবার আগ্রহ বা সামর্থ নেই, তার কাছে আশা করি– সে দিক, মুখ ফিরিয়ে না নিক। অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে হলে এহেন দীনতা থেকে মুক্ত থাকার মত মানুষ সমাজে নেহায়েত কম নয়। তবে স্নেহ-ভালবাসায় এ রকম দীনতা নেই, এমন মানুষ বড় দুর্লভ।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কাশিম নীরবে আবদুর রহমানের পাশে চলতে লাগল।

www.pathagar.com

২০

ডেরায় কাশিমের জন্য অপেক্ষা করছিল মারাত্মক দুঃসংবাদ। তাঁরা পৌঁছার সাথে সাথে বীণা এসে কেঁদে পড়ল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। যে চারজনকে ডেরায় রেখে গিয়েছিল বীরু, তাদের একজন হঠাৎ আক্রমণ করে অন্য তিনজনকে মারাত্মক আহত করে ফেলে। তারপর ফুলকে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

গত কয়েকটা দিন দীর্ঘ পথ ভ্রমণ, বন্দীত্ব, ষাঁড়ের সাথে লড়াই– অনেক ধকল গেছে কাশিমের উপর। এত কিছুর পরও শক্তি, মনোবল অটুট ছিল তার। কিন্তু এই একটি দুঃসংবাদে একেবারে ধ্বসে পড়ল সে। নিজেকে সামলে নিতে কিছু সময় নিল কাশিম। তারপর বলল, 'আহতদের দেখব চলো।' প্রাচীন উপাসনালয়ের দিকে চলল সে। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল।

উপাসনালয়ের একদিকে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে আহতদের জন্য। কাশিম দেখল তিনজনকে, সন্দেহ নেই তারা মারাত্মক আহত। বদরের দিকে ফিরে সে বলল, 'অপহরণকারী শয়তানটি কে?'

আহত তিনজনকে দেখার পর চতুর্থ জন কে ছিল তা মুহূর্তেই জেনে গেল বদর। সে বলল, 'দূর্গাদাস এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল!' একটু থেমে সে আবার বলল, 'সর্দার, আমি ভুল লোককে এখানে রেখে গিয়েছিলাম বলে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারল। আমিই সেই শয়তানকে খুঁজতে যাচ্ছি।' কথা শেষ করে আস্তাবলের দিকে পা বাড়ালো বদর।

কাশিম তাকে নিষেধ করল, 'এতে তোমার কোন দোষ নেই। কে জানত সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে?' একটু থেমে সে বলল, 'বিষয়টা নিয়ে আগে ভাবতে হবে। লক্ষ্যহীনভাবে কোথায় খুঁজবে তাকে?'

কাশিমের মনে পড়ল, দূর্গাদাস প্রথম এসে বলেছিল, পুরোহিতের লোকেরা তার বোনকে অপরহরণ করেছে। তাই মনের দুঃখে সে সমাজ-

www.pathagar.com

সংসার ছেড়ে বনে এসেছে। দয়াপরবশ হয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল সে। তার কথার সত্যতা খতিয়ে দেখেনি সে তখন। এখন মনে পড়ছে, দলে স্থান পাবার পর লোকটা কোনদিন সেই পুরোহিতের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়নি। তার মানে সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দলে যোগ দিয়েছিল! ফুলকে অপহরণ করাই কি সেই উদ্দেশ্য? তাই যদি হয় তাহলে একেবারে অপহরণে ব্যর্থ হয়ে পুরোহিত নিজেই কি তাকে পাঠিয়েছিল? খুব সম্ভব তাই ঘটেছে।

ঝট করে বদরের দিকে ফিরল কাশিম, 'রাজধানীতে দুইটা দল পাঠাও। একদল দূর্গার বাড়ি খুঁজে বের করে তার উপর নজর রাখবে, অপর দল পুরোহিতের গতিবিধি লক্ষ্য করবে। তুমি আর সিধু যাবে না, তোমাদের অনেকেই চেনে। আমি রাতে আসছি, পুরোহিতকে উঠিয়ে আনা হবে।' কথা শেষ করে কাশিম অতিথিদের নিয়ে ভূগর্ভে নেমে গেল।

পরদিন সকালে উপাসনালয়ে দরবার বসালো কাশিম। তার সামনে হাত-পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে রাজপুরোহিত। কাশিমের নির্দেশে একজন অনুচর ঠাকুরের মুখ খুলে দিল। সাথে সাথে ঠাকুর ফেটে পড়ল, 'তোমরা জানো না, কাকে উঠিয়ে এনেছ। জীবন দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাদের।'

পুরোহিতের কথায় আমল না দিয়ে কাশিম জলদগম্ভীর স্বরে বলল, 'ঠাকুর, ফুল কোথায়? সত্যি না বললে জিব কেটে নেব।'

আবারো ফুঁসে উঠল ঠাকুর, 'রাজপুরোহিতের সাথে এই আচরণ রাজা সইবেন ভেবেছ?'

'দেখো ঠাকুর, যার ভয় তুমি দেখাচ্ছো, তোমার সেই রাজা আর তার সেনাপতিকেও আমরা ধরে এনেছিলাম। কাজেই ওসব কথা ছাড়ো। যা জানতে চাই তা না জানালে রাজা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

ঠাকুর এবার নরম হল। তবে কোন কথা বলল না।

কাশিম এবার গর্জে উঠল, 'কোথায় রেখেছ ফুলকে?'

পুরোহিত কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল, 'আমি জানি না... ফুলকে চিনি না। আমাকে প্রাণে মারবেন না। দয়া করুন।'

www.pathagar.com

'চোপ মিথ্যাবাদী!' হুংকার ছাড়ল কাশিম, 'ফুলকে চেন না? তিন ষণ্ডা পাঠিয়েছিলে না তাকে উঠিয়ে আনতে?'
পুরোহিতের মুখে শপথের বান ছুটল, 'ঠাকুর-দেবতাকে সাক্ষী রেখে বলছি বাবা, আমি কাউকে কোনদিন উঠিয়ে আনতে বলিনি।'
আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কাশিম। সে বুঝল, এভাবে কাজ হবে না। ঠাকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।
'জিবটা পরে কাটব। আগে একটা চোখ তুলে নিই', কথাটা বলে কোমরের খাপ থেকে একটানে ছোরা বের করল কাশিম।
সাথে সাথে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল পুরোহিত।
'বলছি বাবা, চোখ তুলো না, সব বলছি।'
'হ্যাঁ বলো। মিথ্যা বললে কিন্তু রেহাই নেই', শাসিয়ে দিল কাশিম।
পুরোহিত স্বীকার করল, ফুলকে অপহরণ করার জন্য ইতিপূর্বে সে তিনজন লোক পাঠিয়েছিল। দূর্গাদাস যে পুরোহিতের চর ছিল, তাও স্বীকার করল ঠাকুর। তাকে বনে পাঠানো হয়েছিল কাশিমের দলে ভিড়ে গিয়ে সুযোগ মত ফুলকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে– তাও সে জানালো। তবে ঠাকুর ফুলকে হাতে পাবার কথা স্বীকার করল না। কাশিম নানাভাবে তাকে বাজিয়ে দেখল। কিন্তু লাভ হল না। অগত্যা কাশিমকে পুরোহিতের কথা বিশ্বাস করতে হল। শেষে সে বলল, 'ফুলকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত তোমাকে আমার বন্দী হয়ে থাকতে হবে।'
এই ঘটনার পর কাশিম সদলবলে দূর্গাদাসের খোঁজে বের হল। প্রথমে তার বাড়িতে চড়াও হয়ে কোথায় কোথায় তার আত্মীয়-স্বজন আছে তা জেনে নিল। তারপর শুরু হল প্রত্যেকটা আত্মীয়বাড়িতে খোঁজ নেওয়া। কয়েক দিনের অবিরাম অনুসন্ধানেও কোন ফল পাওয়া গেল না। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাঙ্গা মনে ডেরায় ফিরে এল কাশিম।
এরপর কয়েক দিন সে কাটিয়ে দিল বনের মধ্যে বিষণ্ন মনে ঘুরে বেড়িয়ে। তার শুধুই মনে হচ্ছিল, ফুল তাকে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল, অথচ ফুলের বিপদকালে সে কিছুই করতে পারছে না। কোথায় যাবে? কোথায় খুঁজবে তাকে? সে যদি শুধু তার সন্ধান পেত, তাহলে তাকে উদ্ধার করার জন্য পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে ছুটে যেতেও দ্বিধা করত না। বেচারী! দুঃখ-কষ্ট তার নিত্যসঙ্গী। বাল্যে বিধবা হল।

www.pathagar.com

রঙিন পোষাক খুলে সাদা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিল। সেই সাথে মনের সব রঙ মুছে মেখে নিল কালো রঙ। পাথরের রঙ। শুরু হল তার পাথুরে পথ চলা। স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি– কোনকিছুর দেখা মেলে না এই নির্জন পথে। কঠিন পথ। একাকী চলা। তবুও চলছিল সে। কিন্তু বিপদ এসে শক্ত এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পিতার মর্মান্তিক মৃত্যু দেখতে হল তাকে। তারপর এই বনের আশ্রয়। অবশেষে এখানেও পৌঁছে গেল বিপদ। শয়তানের চেলা এসে উঠিয়ে নিয়ে গেল তাকে। অভাগী দুঃখকে চিরসাথী করে নিয়েছে! দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাশিম।

আবদুর রহমান তাকে ধৈর্য্য ধারণ করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দিতে লাগলেন। কাশিম তাঁর সাথে জায়নামাজে বসে কায়মনে ফুলের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। একদিন কি মনে করে কাশিম বৃদ্ধকে বলল, 'চলুন চাচাজান, আমরা হযরত মাহমুদ বলখী (র)-এর সাথে দেখা করে আসি।'

বৃদ্ধ খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'বেটা, তোমার অনুচর যেদিন হযরতের আগমনের খবর নিয়ে আসে, সেদিন থেকেই আমি তাঁর সাথে দেখার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছি। তোমার মনের অবস্থা ভাল নয় দেখে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। এখন তুমি নিজের থেকে বলাতে ভালই হল। চলো কালই আমরা যাই।'

'তাই হবে চাচাজান', কাশিম সম্মতি জানালো।

২১

কাশিম তার দলের সদস্যদেরকে ডেকে জানালো তার উদ্দেশ্যের কথা। বন ছেড়ে চিরতরে চলে যাবে সে। তারা চাইলে এখানে থেকে যেতে পারে কিংবা তার সঙ্গী হতে পারে। সকলে একবাক্যে বলল, তারা তাদের সর্দারের সঙ্গী হবে। কাশিম তাদের ধন্যবাদ দিল এবং জানালো যে, তাদের অন্য কোন রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

সিধু দাঁড়িয়ে বলল, 'অন্য রাজ্যে কেন, নিজের রাজ্যকেই আমরা নিরাপদ করে নিতে পারি।'

বদর উঠে দাঁড়ালো।

'জাদুর তলোয়ার পেয়েছ নাকি যা দিয়ে পরশুরামকে শেষ করবে?'

সমবেত লোকদের কেউ কেউ পরিবেশের গাম্ভীর্য ভুলে হেসে উঠল।

'শুরু হল বাকযুদ্ধ!' মন্তব্য করে বসল একজন।

সিধু গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমিই বা ভাবছ কেন, পরশুরাম ধ্বংস হলেই নিরাপত্তা আসবে?'

'তাহলে কিভাবে তুমি তা আনবে?'

'সেটা আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানার কথা।'

'হার মানছি। বলো না ভাই, কৌতূহলে যে মরি!'

'হার মানছি! মুখ ভেংচালো সিধু, 'কেন, শাহ্ সুলতান হরিরাম নগরে কি করেছেন মনে নেই? সেখানকার মানুষদের নিরাপত্তা দেননি তিনি? ক্ষমতার আসন থেকে প্রভূকে হটিয়ে সেবককে বসাননি? পশুর শাসন উৎখাত করে মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি তিনি?'

'না করেননি', মৃদু মৃদু হাসছে বদর।

তার হাসি দেখে ক্ষেপে গেল সিধু।

'একশ বার করেছেন।'

'করেননি', জোর দিয়ে বলল বদর।

'তুই একটা মিথ্যুক!' কথাটা বলে কাশিমের কাছে নালিশ জানালো সে, 'দেখেছেন কর্তা, কেমন হাসতে হাসতে মিথ্যে বলে?'

কেশব জবাব দেবার আগে আবদুর রহমান বললেন, 'বেটা, বদর কিন্তু মিথ্যে বলেনি।'

সিধু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে সবিস্ময়ে বলল, 'শাহ্ সুলতান মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি!'

মৃদু হাসলেন আবদুর রহমান।

'তিনি আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই প্রকৃত শাসক আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হল মানুষ। প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন না করে মানুষ

www.pathagar.com

যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে, নিজের মত করে শাসন চালাতে চায় তাহলে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ আসে না।'

'সেই শাসক যদি সৎ ও ন্যায়বান হন তবুও না?' সিধুর কণ্ঠে সংশয়।

'তবুও না। কেন? কারণ অনেক। একটা বড় কারণ হল জ্ঞানের অভাব। কল্যাণকামী হওয়া যথেষ্ট নয়, কল্যাণ সাধনের উপায় জানা জরুরি। কি ভাল আর কি মন্দ, কিসে কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ, তার অল্পই মানুষ জানে। তাই নিজের জ্ঞানে সে মানুষের অল্পই কল্যাণ করতে পারে।'

'এটা বুঝলাম। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কিভাবে রাজ্য শাসন করেন, তা বুঝে আসছে না', অন্য একজন বলল।

'আল্লাহ তাঁর শাসন বান্দাদের উপর চাপিয়ে দেন না। তিনি হাঁর দূত মারফত যুগে যুগে শাসনের মৌলিক নীতিগুলো জানিয়ে দেন। তখন মানুষের কর্তব্য হয়ে যায় সে-নীতি সমাজে কায়েম করা। মানুষ যখন তা করে, তখনই সে হয় আল্লাহর প্রতিনিধি। তা না করে নিজের মর্জি মাফিক শাসন চালালে সে হয় বিদ্রোহী। সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহর নীতি চালু হলে শান্তি ও কল্যাণ আসবে, সেই সাথে আসবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর নীতি অগ্রাহ্য করলে দুনিয়াতে বিপর্যয় অনিবার্য, আর পরলোকে আল্লাহর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

অন্য একজন বলল, 'করুণাময় আমাদের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন। তা কাজে লাগাবার কোন সুযোগ কি তিনি দেননি?'

'হ্যাঁ, বহুৎ সুযোগ তিনি দিয়েছেন। বুদ্ধি-বিবেকের সর্বোত্তম ব্যবহার হল যিনি তা দিয়েছেন তাঁকে জানার প্রয়াস। আমরা ক'জনই বা তাঁকে তাঁর সব গুণাবলীসহ জানি? এরপর বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করা উচিত আল্লাহর দীনকে মেনে নেওয়া না নেওয়ার প্রশ্নে। আর, আগেই বলেছি, আল্লাহ সবকিছুর মূলনীতি বাৎলে দিয়েছেন। সেগুলোর সাহায্য নিয়ে নতুন নতুন ধারা-উপধারা তৈরিতে কোন বাধা নেই। আর এ জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও জাগ্রত বিবেকের প্রয়োজন।'

কাশিম বলল, 'সিধুকে ধন্যবাদ, তার জন্য আমরা অনেক ভাল কথা শুনলাম। সিধু যে নিরাপদ রাজ্যের কথা বলল, সে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই

www.pathagar.com

আমাদের জীবনের একমাত্র সাধনা। সে উদ্দেশ্যেই আমি শাহ্ সুলতান (র)-এর কাছে যাচ্ছি। তোমরা কি যাবে আমার সাথে?'

আলোচনার শুরুতে যদিও সবাই একবাক্যে তার সঙ্গী হতে চেয়েছিল, এবার অনেকে নীরব রইল। পরশুরামের অত্যাচারে যদিও তারা সমাজ ছেড়ে বনে এসে বাস করছে, তবু মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক তা অনেকেই মানতে পারছিল না।

কাশিম তাদের মনের অবস্থা বুঝল। সে সিদ্ধান্ত নিল, নিরৎসুকদের আপাতত বনে রেখে যাবে। পরে সুবিধামত তাদের পুনর্বাসন করা হবে। সে বদরকে নির্দেশ দিল, 'যাত্রার আয়োজন শুরু করো।' সকলকে আয়োজনের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কাশিম ঘোড়ায় চেপে বসল। ছুটে চলল সে বনপথ দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বনের প্রান্তে এসে পৌঁছালো সে। সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল মাঠ। দূরে কাল রেখার মত দেখায় জনপদ। সেদিকেই রুখ করল কাশিম। উল্কার বেগে ছুটল তার ঘোড়া।

গাঁয়ে প্রবেশ করে কাশিম ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল নদীর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে পৌঁছে গেল নদীর ঘাটে। লাগাম টেনে ধরল কাশিম। সম্মুখে সেই ঘাট। তার রাধার ঘাট। বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল কাশিমের। দৃষ্টি বাষ্পরুদ্ধ হল। কোথায় তার রাধা? কোথায়? কোথায়? করতোয়ার ঢেউ কূলে মাথা কুটে কুটে বলে যাচ্ছে, নেই! নেই! নেই! এতিম স্মৃতিরা কেঁদে ফিরছে ঢেউয়ের সাথে সাথে।

ঘোড়া থেকে নামল কাশিম। পাগড়ীর আঁচলে চোখ মুছে এগিয়ে গেল ঘাটের এক পাশে। বসল গিয়ে ঠিক সেইখানে, দুঃস্বপ্ন দেখে একদিন ভোরে সে যেখানে এসে বসেছিল। বনে আশ্রয় নেবার পর কতবার সে এখানে এসেছে! এখানে বসে হারানোর দিনগুলোর কথা মনে করেছে। হৃদয়ের কান্না শুনেছে। ঢেউয়ের মাতম শুনেছে। বাতাসের হাহাকার শুনেছে। তারপর চোখ মুছে উঠে পড়েছে।

রাধাদের বাড়ি গিয়ে কতবার তার মা-বাবার সাথে সময় কাটিয়েছে! কতবার সেই বাগানে ঘুরেছে নিঃসঙ্গ! এতিম স্মৃতিদের মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়েছে! বাগানের প্রতিটা ফুল, প্রতিটা পত্র-পল্লব তাকে জানিয়েছে, রাধা নেই! নেই!

www.pathagar.com

অন্যবারের চেয়ে এবার কাশিম বেশি সময় কাটালো নদীতটে। বেশি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বেশি অশ্রু ঝরালো। তারপর এক সময় চোখ মুছে উঠে পড়ল। রাধাদের বাড়িতেও সে বেশি সময় কাটালো। বাগানে ঘুরল অনেকক্ষণ। শেষে ঘোড়ায় চেপে বসল সে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করল। কাশিমের স্মৃতিভারাক্রান্ত হৃদয় বয়ে চলবে, অতটা শক্তি ধরে না সে তাজী। তাই হৃদয়টা পিছনে পড়ে রইল। এতিম স্মৃতিগুলো কতবার পিছন থেকে ডাকল! কতবার কাশিম পিছন ফিরে তাকালো! কষ্ট সইতে না পেরে শেষে তীব্রতর করল ঘোড়ার গতি।

বনের প্রান্তে পৌঁছানোর পর কাশিম নিজের অজান্তে রাশ টেনে ধরল। থমকে দাঁড়ালো ঘোড়া। পিছন ফিরে তাকিয়েই রইল কাশিম। এক সময় বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে।

পরদিন সকাল। কাশিমের বজরা পুন্ড্রনগর থেকে কিছুটা দূরে এক ঘাটে নোঙর করল। সেখান থেকে সে জেনে নিল দরবেশের আস্তানার সন্ধান। নদীর দূরবর্তী আরেক ঘাটের পাশে আস্তানা গেড়েছেন তিনি। নোঙর তুলে সেদিকে এগিয়ে চলল বজরা।

দলের আগ্রহী লোকদের সাথে নিয়ে এসেছে সে। নিরুৎসুকদের রেখে এসেছে বনে। পরিস্থিতি অনুকূল হলে তাদেরও সে নিয়ে আসবে। তারপর তাদের নিরাপদ কোথাও বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবে। তার অনুচরদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং করবে তাদের নিয়ে সে শাহ্ সাহেবের খিদমতে থেকে যাবে।

গন্তব্যস্থান থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই তারা সংবাদ পেল, সুলতান বলখী (র) একদল ভুখা-নাঙ্গা, মজলুম মানুষ নিয়ে এগিয়ে গেছেন রাজধানী পুন্ড্রনগরের পথে। এখন তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে আস্তানা গেড়েছেন।

আবার এগিয়ে চলা। পুন্ড্রনগরের নিকটবর্তী এক ঘাটে বজরা নোঙর করে পায়ে হেঁটে চলতে লাগল তারা দরবেশের নতুন আস্তানার দিকে। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কাশিম। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য চোখে পড়েছে তার। পাটির মত একটা কিছু দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে!

www.pathagar.com

আবদুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, 'চাচাজান! দেখুন, একটা পাটি যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে!'

'তাই তো! একপাশে সরে দাঁড়াই সবাই', কথাটা বলে তিনি নিজেও রাস্তা থেকে মাঠে নেমে পড়লেন।

তাদের চোখের সামনেই পাটিটা অনতিদূরের রাজপ্রাসাদকে বেড় দিতে এগিয়ে গেল। আবদুর রহমান, কাশিম ও তার দলবল অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল সেই অলৌকিক দৃশ্য।

প্রকৃতির অপর পিঠ যারা দেখেনি, তাদের কাছে অলৌকিকতা আর রূপকথায় কোন ফারাক নেই। কিন্তু যাদের তেমন অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে, প্রকৃতির খোলসতলে অতিপ্রকৃতির মুক্তা লুকানো থাকে। তার খোঁজ ক'জন রাখে? আর খোলস খুলে সে মুক্তা আহরণকারী? লাখেও দু'একটা থাকে না।

মুসাফির দলের সম্বিৎ ফিরল আবদুর রহমানের কথায়। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এ ঘটনার পিছনে নিশ্চয় সুলতান মাহমুদ (র) আছেন। চলো আমরা পা চালিয়ে যাই।'

দ্রুততর হল মুসাফির দলের চলার গতি। নতুন আস্তানা পর্যন্ত যেতে হল না তাদের। রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণের সামনেই তারা দরবেশের কিছু ভক্তের দেখা পেল। আবদুর রহমান ভক্তদের দিকে এগিয়ে যেতেই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুশল বিনিময়ের পর বৃদ্ধ তাদের সাথে কাশিম ও তার দলের লোকদের পরিচয় করে দিলেন। সকলকে তাঁরা 'আহলান! সাহলান!' বলে স্বাগত জানালেন।

এবার আবদুর রহমান দ্রুত প্রসারণশীল পাটির রহস্য জানতে চাইলেন। ভক্তরা জানালেন শাহ সাহেব নরবলি দানকারী প্রজানিপীড়ক রাজা পরশুরামের পতন চান। তাই তিনি এক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি রাজার কাছে তাঁর জায়নামাজটা বিছানোর জন্য জায়গা চেয়েছেন। রাজা হযরতের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনে থাকবেন। তাই তিনি তাঁকে ঘাঁটানোর সাহস পাননি। পরশুরাম ভেবেছেন একটা জায়নামাজ বিছানোর জন্য দুই হাত মাটি দিলেই বা ক্ষতি কী! হুজুরের জায়নামাজ কতটা জমি দখল করেছে সে খবর হয়ত এতক্ষণ রাজার কাছে পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

২২

রাজার কাছে খবর পৌঁছে গেছে। অলৌকিক খবর! দরবেশের জায়নামাজ রাজপ্রাসাদের চারদিকের সমস্ত জায়গা ঘিরে ফেলেছে। এ খবরে রাজা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ছুটে গেলেন তাঁর যোগিনী বোন শীলাদেবীর কাছে।

ভাইকে উদ্বিগ্ন দেখে শীলা দেবী জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

'আমার রাজ্যে অশুভ শক্তির ছায়া পড়েছে', চিন্তিতভাবে বললেন রাজা। 'এখন রাজ্য, ধর্ম সবই বোধহয় যাবে।'

'কী এমন ঘটনা যে তুমি অত ভেঙ্গে পড়ছ? তোমার সেনাদল আছে, আমার যাদুবিদ্যা আছে। যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে এ কি যথেষ্ট নয়?'

'শত্রু সাধারণ হলে এর যে কোন একটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমাদের শত্রু সাধারণ কেউ নয়। সে এক মুসলিম দরবেশ। তার অলৌকিক কার্যকলাপের কথা তুমিও তো শুনেছ। যাদুর সাহায্যে সে অনেক রোগীর রোগ সারিয়ে দেয়, অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়, বোবার মুখে কথা ফোটায়।'

'তাতে কি হয়েছে?' দরবেশকে যাদু বিদ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ধরে নিয়ে শীলা দেবী অাচ্ছিল্য করল, 'শুটি কয়েক সাথী নিয়ে যবন ফকির কতক্ষণ টিকবে তোমার সেনাদলের সামনে?'

'তুমি ভুল করছ শীলা। তার সাথী শুটি কয়েক নয়, অনেক। শূদ্ররা দলে দলে ঐ ফকিরের ধর্ম গ্রহণ করছে। ফকির ও তার সাথীরা নাকি অস্পৃশ্য ঘৃণ্য শূদ্রদের মানুষ মনে করছে! ভাই বলে বুকে টেনে নিচ্ছে! পাশাপাশি বসে খাচ্ছে! ভাবতেই বমি এসে যায়। মুসলমানদের নামে নাকি জগত কাঁপে। সেই জাতের লোক কী করে যে ঐ শূদ্র ইতরদের সাথে মেশে ভাবতেই অবাক লাগে।'

www.pathagar.com

ভাইয়ের কথায় সায় দিল শীলা দেবী, 'যবনেরা হল শিকারি বাজ, ক্ষমতার দাপট আছে। তবে যত উপরেই উঠুক দৃষ্টি ওদের নীচের দিকে। নইলে আমরা যাদের কুকুর-বিড়ালের মত মনে করি, ওরা তাদের মানুষ ভাবে? আমরা যাদের পায়ে ঠেলে দিই, তাদের বুকে টেনে নিতে পারে? আমরা যাদের ছায়া মাড়ালে স্নান করি, ওরা তাদের পাশে বসে খায়! আসলে যবনরাও শূদ্রদের মতই ইতর, অস্পৃশ্য।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু এখন এই ইতরগুলোই আমাদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ভাইয়ের কাপুরুষোচিত কথায় শীলা দেবী বিরক্ত হল।

'কয়টা নিরস্ত্র, ভুখা-নাঙ্গা মানুষকে নিয়ে এত ভাবনার কি আছে?'

রাজাও বুঝলেন বোন তাকে ভীরু ভাবছে। তিনি রুক্ষভাবে বললেন, 'ওরাই সব নয় শীলা। রাজ্যের অকৃতজ্ঞ প্রজারা ভিড়েছে তার দলে। বছরের পর বছর যাদের ধরে এনে মা কালীর সামনে বলি দিয়েছি, তাদের আত্মীয়-স্বজন আজ সুযোগ পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা গিয়ে ভিড়েছে ঐ মুসলমান ফকিরের দলে। আমার পতনই নাকি তাদের সবার কাম্য।'

'তাহলে! বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করতে চাও?' শীলার কণ্ঠে শ্লেষ।

'যা বলতে এসেছিলাম তাই তো এখনো বলা হয়নি', পরশুরাম বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ফকির তার দুই হাত লম্বা প্রার্থনার পাটি বিছানোর মত একটু জায়গা আমার কাছে চেয়েছিল। আমি তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিছানা মেলতেই তা সমস্ত রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।'

'বলো কী! চলো তো দেখি!' জানালার দিকে এগিয়ে গেল শীলা দেবী। তারপর সে যা দেখল, তাতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার। নিজের অজান্তেই তার মুখে উচ্চারিত হল, 'অবিশ্বাস্য!'

রাজা হাত রাখলেন শীলার কাঁধে।

'আমি বলি কী, যুদ্ধ না করেই যদি ঐ যবন যাদুকরকে তাড়ানো যায়, তাহলে বৃথা লোকক্ষয় কেন! তুমি বরং তোমার যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে দেখ ওদের তাড়ানো যায় কিনা।'

www.pathagar.com

রাজা জানেন না, তিনি বলার আগেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। তবে কথা শেষ করার পর তিনিও জানলেন। শীলা দেবীর মুদিত চোখ ও ঘন ঘন ঠোঁট নাড়া দেখে তিনি বুঝলেন, দেবী মন্ত্র উচ্চারণ করছে। পরশুরাম আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলেন বোনের দিকে। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর তিনি লক্ষ্য করলেন, শীলা দেবীর দুই ভ্রুর মাঝে ভাঁজ পড়েছে। আরো কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলল দেবী, চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। জানালাপথে বাইরে তাকালো সে। নাহ্, কাজ হয়নি। জায়নামাজ এখনো তেমনি আছে।

আবার চোখ বুজল শীলা দেবী, আবার দ্রুত ঠোঁট নড়তে লাগল তার, আবার রাজা আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে রইলেন বোনের মুখের দিকে এবং আবারো তাকে নিরাশ হতে হল। এবার যোগিনীর কপালে আরো বেশি ভাঁজ পড়ল, চোখের দৃষ্টিতে আরো বেশি অস্থিরতা প্রকাশ পেল্।

আরো কয়েকবার চেষ্টা করল শীলা দেবী। প্রতিবার চোখ খুলে ব্যাকুলভাবে তাকালো জানালার বাইরে। প্রতিবারই নিরাশ হল সে। তার তন্ত্র-মন্ত্রে কোন কাজই হচ্ছে না। দরবেশের জায়নামাজ রাজপ্রাসাদের বেষ্টনী মুক্ত করেনি। ক্ষোভে, দুঃখে দুই হাতে মাথার চুল খামচে ধরে ধপ করে পালংকের উপর বসে পড়ল সে। কিছুক্ষণ ঐভাবে বসে থাকার পর সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

'আমি কালী মাতার মন্দিরে চললাম। মাকে সন্তুষ্ট না করলে বোধহয় কাজ হবে না।'

'বেশ দেখো কী করতে পারো', রাজার কণ্ঠে হতাশার সুর স্পষ্ট।

শীলা দেবী মন্দিরে যাবার পর অনেকক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেন রাজা। অপলক তাকিয়ে রইলেন দরবেশের জায়নামাজের দিকে। প্রতি মুহূর্তে আশা করলেন এখনি দেখবেন, জায়নামাজ গুটাতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে কালী মন্দিরের দিকে চললেন তিনি।

শিকল নাড়া দিতেই শীলা দরজা খুলে দিল। উদভ্রান্তের মত চেহারা। মুখে হাতাশার ছাপ স্পষ্ট। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে সে। মুখে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াচ্ছে।

পরশুরাম ডাকলেন, 'শীলা।'

www.pathagar.com

'নরবলি দিতে হবে', সহসা ঘোষণা করল শীলা, 'কালীমাতাকে খুশি করতে হবে। ব্যবস্থা কর।'

'একটা না দুইটা?'

'তিনটা আন। সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান বালক। একটায় কাজ না হলে আরেকটা, তাতেও না হলে আরেকটা। মাকে খুশি না করতে পারলে ধ্বংস অনিবার্য।'

রাজা চলে গেলেন। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, তিনটা বালক যোগাড় করতে হবে। দেরি করা চলবে না। শহরের মধ্য থেকেই আনতে হবে। সুরখাব কয়েকজন সৈন্য পাঠালেন। সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে তারা ছুটল সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান বালক ধরতে।

অনেকক্ষণ পর একজন সৈন্য মারাত্মক আহত অবস্থায় এসে লুটিয়ে পড়ল সুরখাবের পায়ের কাছে। সে জানালো, তারা বালক ধরে আনছিল। তাদের পিতা-মাতা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল দরবেশের কাছে। তাঁর লোকেরা পথে বাধা দিল এবং ছেলেগুলো ছিনিয়ে নিল। তাদের সাথে লড়াইয়ে অপর সৈন্যরা সব মারা পড়েছে।

রাজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে সেনাপতিকে বললেন, 'অন্তত একটা ছেলে যোগাড় করতেই হবে। প্রয়োজনে প্রাসাদের কোন পরিচারক বা পরিচারিকার ছেলে।'

সুরখাব রাজাকে অভিবাদন করে নীরবে চলে গেলেন। কালীমাতাকে খুশি করতে হবে; গর্ভধারিণী মাতাকে কাঁদাতে হবে। দুটো কাজ যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত না হত! কেশবের সেই কথাগুলো মনে পড়ল তার, এই দেবী, যাকে আমরা মা ডাকি, সে কেমন মা যে সন্তানের রক্ত না দেখলে খুশি হয় না? কাকে মা ডাকব, যে সন্তানের জন্য জীবন দেয়, নাকি যে সন্তানের জীবন কেড়ে নেয়? যে সন্তানের জন্য নিজের রক্ত ঝরায়, নাকি যে নিজের জন্য সন্তানকে রক্তাক্ত করে?' মাথা ঝাঁকিয়ে অধর্মচিন্তা দূর করতে চাইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর প্রাসাদে কান্নার রোল উঠল। আকুলি বিকুলি করে কাঁদছে কয়েকজন নারী-পুরুষ। সেই কান্নাকে ঢেকে দিল কালীমন্দিরে বেজে

www.pathagar.com

ওঠা ঢোল আর কাসার ঘন্টা। উদ্দাম বেজে চলেছে। তবুও বলির শিশুর তীক্ষ্ণ মরণ-চিৎকার ঢাকা পড়ল না।

রাজাকে খবর দেওয়া হল, বলির আনুষ্ঠানিকতা শেষ। রাজা খুশি হলেন, আশান্বিত হলেন। দ্রুত এগিয়ে গেলেন জানালার কাছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই দরবেশের পাটি গুটাতে শুরু করেছে। বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। নাহ্, পাটি এখনো আছে। সেদিকে চেয়েই রইলেন রাজা। প্রতি মুহূর্তে আশা করলেন, এই বুঝি পাটি নড়ে উঠল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অধৈর্য্য হয়ে মন্দিরের দিকে চললেন তিনি।

মন্দিরের সামনে গিয়ে পরশুরাম দেখলেন, দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলেন তিনি, খুলল না। ভিতর থেকে আটকানো। তিনি শিকল নাড়া দিয়ে ডাকলেন, 'শীলা, দুয়ার খোলো।' কোন সাড়া নেই। আবার ডাকলেন, সাড়া নেই। বার বার ডেকেও কোন সাড়া না পেয়ে শেষে তিনি বললেন, 'শীলা, শুধু একটা কথা বলে দাও, আমি কি যুদ্ধে যাবো?'

এবার সাড়া মিলল ভিতর থেকে। শীলা দেবী কান্নাজড়িত স্বরে বলল, 'তাই যাও দাদা। আমার আশায় থেক না, আমি হেরে গেছি। দরবেশের বিরুদ্ধে কোন যাদু কাজ করছে না।'

রাজা ফিরে গেলেন দরবারে। পাত্র-মিত্র সব অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। সকলের উদ্দেশ্যে রাজা ঘোষণা করলেন, 'মুসলমান দরবেশের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সে যদি টিকে যায়, তাহলে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম টিকবে না।' সেনাপতির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'সুরখাব! আমি ঐ মুসলমান ফকির ও তার দলের প্রত্যেকটি লোকের মাথা প্রাসাদের সামনে সাজানো দেখতে চাই।'

সুরখাব আভূমি নত হয়ে বললেন, 'যথা আজ্ঞা, মহারাজ! আজকের সূর্য ডোবার আগেই আপনি তা দেখবেন।'

'সাবাস সেনাপতি! তোমার কাছে এই উত্তরই আমি আশা করেছিলাম। যাও, ধ্বংস করে দাও ঐ ম্লেচ্ছ ফকির ও তার দলকে।'

রাজআজ্ঞা পেয়ে সেনাপতি যুদ্ধে চললেন।

www.pathagar.com

২৩

হঠাৎ করেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আকস্মিক আক্রমণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল মাহীসওয়ারের সঙ্গীরা। একদল নিরস্ত্র লোকের উপর রাজার সৈন্যরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে– এটা তারা ভাবতেও পারেনি। নিমেষেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল তারা।

সৈন্যদের ধেয়ে আসতে দেখে কাশিম খান আবদুর রহমানকে ব্যস্ত-সমস্তভাবে বলল, 'চাচাজান, আমরা বজরায় চললাম অস্ত্র আনতে। আপনার লোকদেরও যেতে বলুন।' কথা শেষ করে কাশিম তার অনুচর দল নিয়ে দ্রুত ছুটে গেল নদীর ঘাটে। আবদুর রহমানের নির্দেশে তাঁর লোকেরাও সেদিকে ছুটল।

রাজার একদল সৈন্য তাদের পিছু ধাওয়া করে আসছিল। তারা এই ভেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করছিল যে, পালিয়ে ওরা বেশি দূর যেতে পারবে না। সামনেই নদী, সেখানেই ওদের সলিল সমাধি রচনা করা হবে। কাশিম তার নিজের ও আবদুর রহমানের লোকদের নিয়ে যখন বজরায় উঠে পড়ল, তখন রাজার সৈন্যদের অনেকেই ভাবল, শত্রু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে চায় যাক। যুদ্ধ হলে তাদের নিজেদেরও তো অনেকে আহত-নিহত হত। কয়েকজন অবহেলা ভরে দু'চারটা বর্শা ছুড়ল। ভাবল এতেই ওরা আতঙ্কের একশেষ হবে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল এবং অনেকে আহত-নিহতও হল। বজরা থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক তীর ছুটে এসে বেশ কিছু সৈন্য ঘায়েল করে দিল। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। দ্রুত পিছু হটে গেল তারা। আরো এক ঝাঁক তীর ছুটে এসে আরো কিছু সৈন্যকে ফেলে দিল। পিছু হটে তীরের নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো রাজার সৈন্যরা।

www.pathagar.com

কাশিম তার অধীনস্ত লোকদের নিয়ে ধেয়ে এল সৈন্যদের দিকে। ছুটতে ছুটতেই তীর ছুঁড়তে লাগল তারা। রাজসৈনিকেরা প্রাণপনে দৌড়ে পালাতে লাগল। প্রকৃতি নীরব সাক্ষী হয়ে রইল পরিবর্তিত পরিস্থিতির। একটু আগে যারা ধাওয়া করে আসছিল, তারা এখন ধাওয়া খেয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।

সেনাপতি তার আক্রমণকে যুদ্ধ হিসাবে নেননি। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তাকে যা করতে হবে তা হল ওদের পাইকারি হারে হত্যা করা। এ জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অস্ত্র হল বর্শা। তলোয়ারও ভাল। তবে তীর এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তাই সুরখাব তীরন্দাজ দল সাথে নেননি। এখন সেই ভুলের মাশুল দিচ্ছে তার এই দলটি। কাশিমের ধাওয়া খেয়ে তাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছে।

সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করে কাশিম যখন গোকুল গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাঠে পৌঁছুলো, তখন সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে। শাহ্ সুলতানের উপর রাজার সৈন্যরা চড়াও হয়েছে শুনে তাঁর ভক্তরা নিকটবর্তী জনপদগুলি থেকে ছুটে এসেছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সেই সব লোক যারা দীর্ঘকাল পরশুরামের শোষণ-নিপীড়ন নীরবে সয়ে এসেছে, প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। আজ যখন একদল লোক রুখে দাঁড়িয়েছে, তখন তাদের পাশে দাঁড়াতে ভুল করেনি তারা। লাঠি, বল্লম, কুঠার, কোদাল, শাবল– যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটেছে রাজার সৈন্যদের মোকাবিলা করতে।

মাঠের নিটকবর্তী হয়েই কাশিম বজ্রনিনাদে তাকবীর দিল, 'আল্লাহু আকবার!' সাথে সাথে তার অনুগামীরা শতকণ্ঠে তাকবীর দিল, 'আল্লাহু আকবার!' মাঠের মধ্য থেকে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'আল্লাহু আকবার!' মুহূর্তে জিহাদী জজবা প্রতিটি মুজাহিদের অন্তর প্লাবিত করে গেল। প্রবল বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা।

এ সময় সেনাপতি সুরখাব আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় মুজাহিদদের উদ্যম আরো বেড়ে গেল। সেই সাথে রাজার সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। কিছুক্ষণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পর পিছু হটে গেল তারা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় মুসলিম বীরের দল শিবিরে ফিরে এল। প্রথমেই সকলে শোকরানা নামাজ আদায় করল। তারপর শহীদদের দাফনে এবং

www.pathagar.com

আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করল তারা। অনেক সময় কেটে গেল এ সব দায়িত্ব পালনে। কাশিম যখন সুরখাবকে দেখতে যাবার কথা ভাবছিল, তখন আবদুর রহমান এলেন। তিনি কাশিমের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'কাশিম তুমি খুব ভাল লড়েছ।'

কাশিম বিনয় করে বলল, 'আর লজ্জা দেবেন না। আপনি এই বয়সে যা লড়লেন, তেমনটিও যদি আমি পারতাম!'

'বেটা আমি যা বললাম তা আমার নিজের কথা নয়', মৃদু হেসে বললেন বৃদ্ধ, 'সবাই এ কথা বলাবলি করছে।'

'সব প্রশংসা আল্লাহর। তাঁর প্রতি বিশ্বাসের কারণে আমি মন থেকে ভয় দূর করতে পেরেছিলাম। ইসলাম গ্রহণের আগে যে সব যুদ্ধ আমি করেছি, তাতে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার সংকল্প যেমন থাকত, তেমনি থাকত নিজেকে রক্ষা করার তাগিদ। আজকের যুদ্ধে মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুভয় আমার মনে স্থান পায়নি। এ আমার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা।'

আবদুর রহমান সব বুঝলেন। তবু তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এমন মৃত্যুভয়হীন কিভাবে হতে পারলে?'

কাশিম হেসে ফেলল, 'যে ভাবে আপনারা সবাই হয়েছেন! আপনাদের কাছেই তো জেনেছি, আল্লাহর জন্য যারা জীবন দেন তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। জিহাদের ময়দানে যখন গেলাম, তখন আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের দলে শামিল হবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে পড়ল।'

'জানো, শুধুমাত্র এই কারণেই শত নিয়ে সহস্র এবং সহস্র নিয়ে লক্ষ শত্রুর মোকাবিলায় জয়ী হয়েছেন মুসলিম সেনাপতিগণ! কথা শেষ করে উঠে পড়লেন আবদুর রহমান। যাবার সময় বললেন, 'বন্দী সেনাপতিকে একবার দেখে এসো।'

'জ্বী আচ্ছা।' কাশিমও উঠে পড়ল।

সুরখাব চুপ করে শুয়েছিলেন শয্যার উপর। শরীরের কয়েক জায়গায় পট্টি বাঁধা। কাশিম গিয়ে বসল তার পাশে। আস্তে করে তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিল সে। চোখ মেললেন সুরখাব। কাশিমকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

www.pathagar.com

'কেশব তুমি!'
'হ্যাঁ, আমি। ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন জালিমকে উৎখাত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছি। থাক সে কথা, তুমি কেমন বোধ করছ?' কাশিমের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুদ্ধের সংবাদ কি?'
'আজকের যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি। চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে কাল।'
'সে যুদ্ধে তোমরা জয়ী হবে। যাদের প্রাণের মায়া নেই, তাদের কে রুখবে?' স্বগতোক্তির মত শোনালো সুরখাবের কণ্ঠ। কাশিমের হাত আঁকড়ে ধরলেন তিনি।
'আমার একটা অনুরোধ রাখবে বন্ধু?' সেনাপতির কণ্ঠে আকুতি।
'বলো, চেষ্টা করব।'
'আমি রাজকন্যার নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। বিনিময়ে আমার সমস্ত সহায়-সম্পদ তোমাদের দরবেশকে দিয়ে দেব। দেবে বলো ওর নিরাপত্তা?'
মৃদু হাসল কাশিম।
'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাদের দেশে যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়?'
'আমাকে নিয়ে যা খুশি করো', করুণ কণ্ঠে বললেন সুরখাব, 'আমি শুধু রাজকন্যার নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। দেবে বলো?' আবার কাশিমের হাত আঁকড়ে ধরলেন সুরখাব।
'আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলে না', মৃদু হেসে বলল কাশিম।
'সে তো তুমি জানো। তবু কেন জিজ্ঞাসা করছ?'
'বেশ, আমিই বলি, বন্দীদের হয় হত্যা করা হয়, নয়ত উচ্চ অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে সে ক্ষেত্রে তাদের একটা পা কেটে নেওয়া হয় যেন পুনরায় প্রতিপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে না পারে। ঠিক?'
'হ্যাঁ', স্বীকার করলেন সুরখাব।
'তুমি এ দুটোর কোনটা চাও?'
'আমাকে হত্যা করা হোক', তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন সেনাপতি, 'আর আমার সমুদয় সম্পদকে রত্নমণির মুক্তিপণ হিসাবে গ্রহণ করে তার নিরাপত্তা দেওয়া হোক।'
কাশিম সুরখাবের একটা হাত উঠিয়ে তাতে চুম্বন করল।

www.pathagar.com

'তোমার ভালবাসার পরীক্ষা নিলাম। চমৎকার! কিন্তু বন্ধু একটা জায়গায় তুমি ভুল করছ।'
'কি সেটা?'
'আচ্ছা, এরা কি তোমার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করছে?'
'না, বরং নিজেদের আহত সৈন্যদের যেমন সযত্নে সেবা করছে, আমারও তাই করছে।'
'তবু তুমি এই মহান শত্রুদের থেকে ক্ষতির আশংকা করছ?' কাশিম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।
'শত্রু মহান হলেও শত্রু।'
'অনুদার বন্ধুর চেয়ে উদার শত্রু ভালো। অনুদার বন্ধু সহজেই শত্রু হয়ে যায়। তখন সে যে ক্ষতি করে তা মহান শত্রুর কল্পনাতেও আসে না', উঠে পড়ল কাশিম, 'তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।'

২৪

কাশিম তাঁবুতে ফেরার একটু পরে বদর এল। তাকে পাশে বসতে বলে কাশিম জিজ্ঞাসা করল, 'কী মনে করে বদর? কোন বিশেষ খবর আছে?'
'জ্বী হ্যাঁ জনাব, বিশেষ খবর। সখিনা ডেকে পাঠিয়েছিল, সে এই চিঠিটা দিয়েছে।' কাশিমের হাতে একটা চিঠি তুলে দিল বদর।
'সখিনা কে?'
'ইসলাম গ্রহণের পর বীণাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে', জানালো বদর।
কাশিম চিঠি হাতে নিয়ে পড়ল। মাত্র কয়েকটা কথা লেখা আছে,
ভাইয়া,
আপনার হারিয়ে যাওয়া অতি মূল্যবান একটা জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি। যুদ্ধ শেষে সেটা আপনার হাতে তুলে দেব। আমি জানি, সেটা পাবার পর আপনার আর কোন দুঃখ থাকবে না।
ইতি–
আপনার স্নেহের সখিনা

www.pathagar.com

চিঠি শেষ করে চোখ বুজল কাশিম। কিছুক্ষণ ঐভাবে থেকে চিন্তা করল, 'কী হারিয়েছে আমার? কী সে মূল্যবান জিনিস, যা ফিরে পেলে আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে? সব দুঃখ দূর হবে? রাধাকে হারিয়েছি, আর তো ফিরে পাবো না! অভাগী ফুলও হারিয়ে গেল। কত খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কাশিম, 'তবে কি সখিনা এখানে এসে ফুলকে পেয়েছে?' কিছুক্ষণ সে এটার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবল, কিন্তু কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারল না। 'ফুল এখানে কোথা থেকে আসবে! আমি অযথা এটাকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করছি। ভাবল কাশিম।
এমন সময় বদর কথা বলে ওঠায় কাশিমের ভাবনার জাল ছিন্ন হল।
'জনাব, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আসি।'
'সখিনা কী খুঁজে পেয়েছে তুমি জানো?'
'জ্বী হ্যাঁ, জানি', অকপটে স্বীকার করল বদর।
'কী সেটা?'
'দুঃখিত জনাব, বলা যাবে না। আমি ওর কাছে ওয়াদাবদ্ধ।'
'বেশ, তাহলে তুমি এসো।' বদরকে বিদায় দিল কাশিম।
এরপর অনেক রাত পর্যন্ত কাশিমের দু'চোখের পাতা এক হল না। দুটো কথা তার মগজের প্রতিটি কোষে নাড়া দিতে লাগল, 'মূল্যবান জিনিস হারিয়েছি... ফিরে পেলে কোন দুঃখ থাকবে না...।' তার বারবার মনে হল, চিঠির মধ্যে ফুলকে পাবার ইঙ্গিতই আছে। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেল না, ফুল এখানে কোথা থেকে আসবে। অসহায়ের মত বিছানায় ছটফট করতে লাগল কাশিম। ফুলকে হারানোর দুঃখ নতুন করে পীড়া দিতে লাগল তার মনে।
রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ঘুম এল কাশিমের চোখে। সেই সাথে মনের সুনীল পটে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের মত স্বপ্ন এল ভেসে। নদীর ঘাট। কাশিম দাঁড়িয়ে আছে তীরে। দূরে চিতা জ্বলছে। সাদা শাড়ি পরা এক মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হল আগুনে। চিতা থেকে ধোঁয়া উঠছে। প্রচুর ধোঁয়া। চারিদিক ছেয়ে গেল ধোঁয়ায়। সহসা বৃষ্টি শুরু হল। মুষলধারে বৃষ্টি। ধোঁয়া কেটে গেছে। দুটো মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। দু'জনের পরিধানেই সাদা শাড়ি। কাশিম ছুটে গেল তাদের দিকে। রাধা

www.pathagar.com

আর ফুল! কাশিম রাধার হাত ধরতে গেল। সহসা রাধা উধাও। ফুল একা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।
আবার সে দেখল, নৌকায় বসে আছে সে। রাধা তীরে কেয়া পাতার নৌকা তৈরি করে লাল ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে। তারপর সে নৌকাটা পানিতে রেখে ঠেলে দিল তার দিকে। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ছোট্ট সুন্দর নৌকাটা এসে ঠেকল তার নৌকায়। কাশিম হাত বাড়ালো নৌকাটার দিকে। এক সুকোমল হাত আঁকড়ে ধরল তার হাতকে। নৌকায় উঠে এল এক বিয়ের কনে। ঘোমটায় মুখ ঢাকা। কাশিম ঘোমটা সরালো। ফুল! নববধূর সাজে ফুল! রাধার দিকে চাইলো সে। রাধার চোখে অশ্রু, মুখে হাসি। সে বলল, ওকে দিলাম, আমার চেয়েও বড় অভাগী। তোমাকে ও আমার চেয়েও বেশি ভালবাসে। ওকে সুখী করো, আমি সুখী হবো।
ঘুম ভেঙ্গে গেল কাশিমের। তার কানে বাজতে লাগল রাধার কথাগুলো। নিশুতি রাতের স্তব্ধতা চিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। রাধা, ফুল তোমরা সত্যিই বড় অভাগী। জীবন পথের সোনালী বাঁকে গভীর গহ্বর ছিল তা তো তুমি জানতে না রাধা! তাই সহসা তলিয়ে গেলে। আর ফুল, প্রতি পদে হোঁচট খেতে খেতে তুমি এগিয়ে চলছিলে জীবন পথে। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেলে! রাধা, কি করে আমি তোমার কথা রাখব? কি করে ফুলকে সুখী করব?
রাত্রে আর ঘুম এল না কাশিমের।

২৫

ফজরের আযান শুনে শয্যা ত্যাগ করল কাশিম। সালাত আদায় করার পর তড়িঘড়ি করে নাস্তা সেরে তৈরি হয়ে গেল জিহাদের জন্য। সে জানে, আজকের লড়াই হবে ঘোরতর। মুজাহিদরা আজ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে যাচ্ছে। অপরদিকে পরশুরামের সৈন্যরা আজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়বে।

www.pathagar.com

লড়াইয়ের শুরু হল ঘোরতর। তবে শেষ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে এবং প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই। পরশুরামের সৈন্যরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কারণ তিনি স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। অপরদিকে মুজাহিদরা দরবেশের জিহাদী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে মাঠে নেমেছিল। ফলে চূড়ান্ত লড়াই লড়ছিল দুই দল।

কাশিম একদল সৈন্য নিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। তার লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট, পরশুরামকে হত্যা করা। সে এবং তার সৈন্যরা প্রবল বিক্রমে লড়ছিল রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর সাথে। সবচেয়ে সুশিক্ষিত সৈন্যদের নিয়ে রাজার রক্ষী বাহিনী গঠিত। তাদের সাথে লড়া চাট্টিখানি কথা নয়! এই লড়াইয়ে বেশ কিছু মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করল। কাশিমও শরীরের অনেক জায়গায় আঘাত পেল। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রাণপণে লড়ে চলেছে সে।

অবশেষে এক সময় কাঙ্ক্ষিত সুযোগ এল। প্রচণ্ড এক আঘাতে রাজার হাত থেকে খসে পড়ল তলোয়ার। দ্বিতীয় আঘাতে রাজার একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল শরীর থেকে। ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন পরশুরাম। তৃতীয় আঘাতে রাজার মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিল কাশিম। বিরাট অর্জন! কিন্তু মনোবল আর ধরে রাখতে পারল না কাশিম। সেও লুটিয়ে পড়ল নিহত রাজার পাশে। জ্ঞান হারানোর আগে সে নিকটেই সম্মিলিত কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনতে পেল।

পরদিন সন্ধ্যায় কাশিমের জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে সে দেখল, চিকিৎসা শিবিরের তাঁবুতে শুয়ে আছে সে। তার দুই পাশে অনেক আহত সৈনিক। কয়েকটি মেয়ে আহতদের সেবা করছে, তাদের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছে।

তাকে চোখ খুলতে দেখে শিয়র থেকে একটা মেয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠল, 'চাচাজান! কাশিম ভাইয়ের জ্ঞান ফিরেছে!' কণ্ঠস্বর অতি পরিচিত। মেয়েটিকে দেখার জন্য যেই ঘুরতে গেল কাশিম, সেই আবার জ্ঞান হারালো তীব্র বেদনার কারণে।

www.pathagar.com

পরের বার কাশিমের জ্ঞান ফিরল মাঝরাত্রে। নিকটেই একটা মেয়ে মৃদু স্বরে কথা বলছে। না, মেয়েটা দোয়া করছে। তার জন্যই। অন্তরের নিখাদ আকুতি উথলে উঠছে তার কণ্ঠে।

'হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক! কাশিম ভাইয়ের উপর তুমি রহম কর। তাকে তুমি ভাল করে দাও। হে পরওয়ার দিগার! তোমার প্রিয় বান্দাদের কাছে শুনেছি, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার অতীতের সব পাপ তুমি মাফ করে দাও। কাশিম ভাই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা যদি মাসুম হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের উপর তুমি রহম কর। আমার দোয়া কবুল কর, কাশিম ভাইয়ের জীবন ভিক্ষা দাও।'

মেয়েটির মুনাজাত শেষ হলে কাশিম দুর্বল স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

মেয়েটি দ্রুত এগিয়ে এল কাশিমের সামনে।

'কেশবদা, আমি।' অতি আবেগপ্রবন হয়ে পড়ায় মেয়েটির সম্বোধন পাল্টে গেল। আগের নামেই কাশিমকে ডেকে বসল সে।

'ফুল!'

'হ্যাঁ কাসিম ভাই, তবে এখন আমি ফাতিমা।'

নিমেষেই ঝলমল করে উঠল কাশিমের পান্ডুর মুখ। পরক্ষণেই হতাশা নেমে এল তার মুখে, 'এ ঠিক স্বপ্ন! ফুলকে তো তুলে নিয়ে গেছে এক শয়তান!' বিড় বিড় করে বলল কাশিম।

তার কথাগুলো অস্ফুট হলেও ফাতিমা শুনতে পেল। সখিনার কাছে সে শুনেছে, তার অপহরণের ঘটনায় কাশিম পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন তাকে পাগলের মত খুঁজেছে রাজ্যের প্রতিটি এলাকা। খুঁজে না পাবার পর বনে বনে উদাস হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। আল্লাহর দরবারে সকাতরে দোয়া করেছে তার নিরাপত্তার জন্য। সখিনার প্রতিটি কথা তালপাখার মিষ্টি বাতাসের মত জুড়িয়ে দিয়েছে ফাতিমার তাপিত অন্তর। ঘুরে ফিরে কতবার সে ঐ কথাগুলো শুনেছে সখিনার কাছে! তার অবস্থা দেখে সখিনা হেসেছে, টিপ্পনি কেটেছে, আবার বলেছেও।

আজ স্বয়ং কাশিমের মুখে আবেগপূর্ণ কথাটা শুনার পর আপনা থেকেই দু'চোখ মুদে গেল ফাতিমার। কাশিমকে অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে শুনে সচকিত হল ফাতিমা। কাশিম বলছিল, 'নাহ, এ স্বপ্ন নয়... সখিনা

www.pathagar.com

জানিয়েছে...সে আমার হারানো রত্ন খুঁজে পেয়েছে...সেটা পেলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না... ফুলই সে হারানো রত্ন... আলহামদু লিল্লাহ!...আলহামদু লিল্লাহ!... আল্লাহ! তুমি এ অধম দাসের উপর রহম করেছ।'

নিঃসীম আনন্দ ও প্রবল আবেগে কেঁপে উঠল ফাতিমার সারা দেহ। বুকের কাঁপন তো থামতেই চায় না। ডাগর চোখ দু'টি আঁশুতে ভরে গেছে তার। আনন্দাশ্রু চোখের বাঁধ ভেঙ্গে কপোলের পথ ধরেছে। তার বোবা স্বপ্নটি আজ জবান পেয়েছে। স্বপ্নহীন, সান্ত্বনাহীন মরুজীবনের বুকে সহসা পথ করে নিয়েছে স্বাদু পানির স্বচ্ছ নহর। দেখতে দেখতে দুই কূল শ্যামল শোভিত হয়ে গেছে। এই প্রথম জীবনকে সুন্দর মনে হল ফাতিমার। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর নুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দু'জন দু'জনকে দেখল। কারো মুখে কোন কথা নেই। কাশিমের পান্ডুর মুখে মৃদু হাসি। ফাতিমার মুখেও বিকশিত হয়েছে হাসির কুসুম। দু'জনেরই বুকের গভীরে একরাশ কথার সোনালী ধান খই হয়ে ফোটার অপেক্ষায়। কিন্তু মুখ নির্বাক। আবেগ যখন জবানকে স্তব্ধ করে দেয়, তখন চোখ-মুখ হয় বাঙময়। চেহারার অভিব্যক্তি থেকে দু'জন দু'জনের মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারছিল।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে ওরা বলতে পারবে না। ফাতিমারই প্রথম সম্বিৎ ফিরল নিকটে এক আহত সৈনিকের কাতরোক্তি শুনে। দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে পানি পান করালো সে। তারপর সে ফিরে এসে কাশিমের কাছে বসল। হেকিমের দেওয়া তরল ঔষধ মধুর সাথে মেশালো ফাতিমা। তারপর অতি যত্নে কাশিমের মাথাটা একটু উঁচু করে ধরে অল্প অল্প করে ঔষধটুকু পান করালো।

ঔষধ সেবন করানোর পর ফাতিমা যখন আবার কাশিমকে শুইয়ে দিচ্ছিল, তখন আবদুর রহমান এলেন।

'ঔষধ খাওয়াচ্ছিলে বুঝি?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'জ্বী চাচাজান', ফাতিমা বলল।

কাশিমের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেটা, কেমন বোধ করছ?'

www.pathagar.com

'বেশ ভাল... ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি সেরে উঠব', দুর্বল অথচ প্রত্যয়ী স্বরে বলল কাশিম।
'যুদ্ধের কথা তো জানতে চাইলে না?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।
'আপনার চেহারায়... আমাদের বিজয় লেখা আছে।'
'বিজয় ছাড়াও আরো অনেক খবর আছে।'
'বলুন তবে।'
'তোমার হাতে রাজা নিহত হবার পর রাজার মহাপাত্র যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জানবাজ মুজাহিদদের হাতে তিনিও নিহত হন। তারপর পরশুরামের সৈন্যরা আর যুদ্ধ করেনি। সকলে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল।'
'তারপর?'
'রাজার যোগিনী বোন শীলা দেবী ভেবেছিল, মুসলমান সৈন্যরা তাদের অসম্মান করবে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সে করতোয়া নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। মরার আগে সে রাজকন্যা রত্নমণি এবং অন্যান্য পুরনারীদের সাথে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ আত্মহত্যায় রাজি হয়নি। হযরত বলখী (র)-এর উদারতা ও মানব প্রেমের কাহিনী শুনে তারা আগেই তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমাদের বিজয়ী সৈন্যদের চমৎকার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে রাজকন্যাসহ রাজপরিবারের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে।'
'আলহামদুলিল্লাহ!' কাশিমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
'আরো খবর আছে', বৃদ্ধ বললেন, 'দুইটা বিয়ের আয়োজন করা হবে। তবে তুমি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কিছুই হচ্ছে না।'
'কাদের বিয়ে?'
মৃদু হাসলেন আবদুর রহমান।
'তোমাদের দু'জনের, আর বদর ও সখিনার।'
কাশিম চোখ নামিয়ে নিল। আর ফাতিমা আনন্দের আতিশয্যে কেঁপে উঠল, ফুঁপিয়ে উঠল। সেই কৈশোর থেকে যে স্বপ্ন হৃদয়ের গহন গোপনে সে লালন করে আসছে, তা তাহলে পূরণ হবে! বিয়ে কি তা বুঝার আগেই বিধবার যে অভিশপ্ত বেশ তাকে চিরদিনের জন্য পরিয়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল, তা ছেড়ে স্বপ্ন-রঙিন পোষাক সে পরতে পারবে! নির্বাসিত মরুবাস থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করে শ্যামলিমার কোলে নিয়ে আসবেন! বারবার, শতবার সে মনে মনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালো।
আবদুর রহমান কাশিমের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলেন।
'অতএব মনে বল রাখো, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি।
'আমার জন্য দোয়া করুন।' বলল কাশিম।
'আমরা সবাই তোমার জন্য দোয়া করছি', বলে অন্য আহত মুজাহিদদের দেখতে চললেন বৃদ্ধ।
কাশিম ফাতিমার দিকে তাকালো। ফাতিমা লজ্জায় মুখ নীচু করে নিল।
কাশিম জিজ্ঞাসা করল, 'এই বিয়েতে তোমার অমত নেই তো?'
'জানি না', বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে পালালো ফাতিমা।

২৬

ফাতিমা চলে যাবার পর সুরখাব এলেন। কাশিমের পাশে বসলেন তিনি।
কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন বোধ করছ কাশিম?'
'আল্লাহর মেহেরবাণীতে ভাল বোধ করছি', জবাব দিল কাশিম।
'ক্ষতে কি খুব বেদনা?'
'তা আছে। তবে দ্রুত সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ!'
'তাই যেন হয়।'
'আল্লাহ ভরসা।'
'তোমরা বড্ড বেশি আল্লাহ আল্লাহ বলো।' সুরখাবের কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তি।
'কারণ প্রেমাস্পদের নাম সবচেয়ে মধুর। সে নাম স্মরণে কোন ক্লান্তি নেই। বরং এতে প্রাণ জুড়ায়। তাছাড়া কৃতজ্ঞতা কোন দোষের কথা নয়, এ তো মানব চরিত্রের মুকুট রতন।'

www.pathagar.com

'তুমি বেঁচে গেছ তাই কৃতজ্ঞতার কথা বলছ। যারা নিহত হয়েছে, তাদের পরিজনরা কিন্তু তোমার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে না।'
মৃদু হাসি ফুটল কাশিমের পান্ডুর মুখে।
'বন্ধু তুমি এ জাতিকে চেননি। এ জাতির মায়েরা সন্তানদের জিহাদে যেতে দেরি দেখলে তিরস্কার করে। সন্তান শহীদ হলে তার জন্য গর্ববোধ করে। নববধূরা বরকে বাসরশয্যায় না টেনে তলোয়ার হাতে দিয়ে ঠেলে দেয় জিহাদের ময়দানে।'
'তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের সৈন্যদের নির্ভীকতা আমি দেখেছি। কিন্তু এ কীভাবে সম্ভব হল?'
'সেদিন আমার এক প্রশ্নের জবাবে তুমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলেছিলে, তোমাকে হত্যা করা হোক আর তোমার সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে রত্নমণির নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এত সহজে নিজের জান-মাল আমাদের হাতে কিভাবে তুলে দিতে পারলে?'
'আমি যে রত্নকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি। তার জন্য প্রাণ দেওয়া তুচ্ছ ব্যাপার।'
কাশিম হেসে বলল, 'আমরা যারা আল্লাহকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি, তারা হাসতে হাসতে আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে দিতে পারি।'
'তুমি যা ভাল বোঝ তাই করগে।' সুরখাব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।'
'কি জন্যে?'
'তুমি আমার অনুরোধ রেখেছ, রত্নের নিরাপত্তা দিয়েছ।'
'আসলে আমি তোমার জন্য কিছু করিনি। রাজকন্যা ভাল আছেন তো?' সুরখাব মনক্ষুণ্ন হলেন।
'তিনি ভাল আছেন। কিন্তু নাও থাকতে পারতেন। তুমি আমার অনুরোধ রাখোনি।'
'আমি জানতাম তোমার উদ্বেগ নিরর্থক, তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। শুধু তার কেন, কোন নারীরই কোন ক্ষতি হবে না। মুসলিমরা নারীদের ইজ্জত দিতে জানে। ইসলাম নারীদের বেইজ্জতী বরদাশত করে না।'

www.pathagar.com

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। তারপর মুখ তুললেন সুরখাব।
'আমি রত্নমণির সাথে দেখা করতে চাই।'
'বেশ, তার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তুমি কি জানো, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন?'
'শুনেছি', সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন সেনাপতি।
কাশিম তার হাতের উপর হাত রাখল।
'আমি তোমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি।'
'ধন্যবাদ! আমি দরবেশের কাছে যাচ্ছি।' উঠে পড়লেন সুরখাব।
কাশিমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বতস্ফূর্তভাবে সে বলে উঠল, 'আলহামদুলিল্লাহ!'

সেদিন বিকালে ফাতিমা তার অপহরণ ও উদ্ধারের কাহিনী শোনাচ্ছিল। চিকিৎসা শিবিরের শয্যায় শুয়ে কাশিম শুনছিল সে কাহিনী। ফাতিমা কাহিনী নিম্নরূপ ঃ
উদ্ধার অভিযানে যাবার সময় আবদুর রহমান ও বদর ফুলকে বারবার নিষেধ করেছিল ডেরা থেকে দূরে কোথাও যেতে। তাই সে ডেরাতেই ছিল। কিন্তু তার জন্য বিপদও ছিল ডেরাতেই। সে যখন বীণা এবং অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে অভিযানের সাফল্য কামনা করে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকছিল, তখন হঠাৎ উপরে উপাসনালয়ের দুপদাপ শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে মনে হল ভারি কিছু ধপাস্ ধপাস্ করে মেঝেতে পড়ছে। কি ঘটছে দেখার জন্য ফুল, বীণা সবাই উপরে উঠতেই দেখল দূর্গাদাস লাঠি দিয়ে অপর তিনজন অনুচরকে বেদম পিটাচ্ছে। তিন জনেরই মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে তারা।
বীণা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কী হচ্ছে? ওদের মারছ কেন?'
দুর্গদাস হুংকার দিল, 'একদম চুপ! কথা বললে তোর অবস্থা ওদের মত হবে।'
বীণাও কম যায় না। সে হুমকি দিল, 'তোর এত সাহস! কর্তা তোর চামড়া খুলে নেবে।'

www.pathagar.com

'নিকুচি করি তোর কর্তার', বলে দুর্গাদাস এগিয়ে গিয়ে ফুলের হাত চেপে ধরল।

ফুল আপ্রাণ চেষ্টা করেও তার হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না। বীণা বাধা দিতে এগিয়ে আসতেই দুর্গাদাস তাকে সজোরে ধাক্কা দিল। সে ছিটকে পড়ল বুদ্ধ মূর্তির উপর। সেখান থেকে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

দুর্গাদাস ফুলকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে ছুটল নদীর দিকে। ফুল অনেক হাত-পা ছুঁড়ল, চিৎকার করে কাঁদল, কিন্তু কোন লাভ হল না। নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। তাতে উঠিয়ে নিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলল দুর্গাদাস। সে জানালো, পুরোহিত তাকে পাঠিয়েছে ফুলকে অপহরণ করতে। কিন্তু সে তাকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেবে না। সে নিজে ফুলকে ভালবেসে ফেলেছে। দূর দেশে নিয়ে গিয়ে সে তাকে বিয়ে করবে। ফুল যে বিধবা সেখানে কেউ তা জানতে পারবে না। সুখের সংসার হবে তাদের। এভাবে অনেক প্রলোভন দেখাতে লাগল দুর্গাদাস।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার পর নৌকা যখন একটি তীক্ষ্ণ বাঁক পেরুচ্ছিলো, তখন সামনেই দেখা গেল দুইটা নৌকা। দুর্গার অপরাধী মন বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না। সে বোধহয় ভাবল, ওরা তাকেই ধরতে আসছে। হঠাৎ দ্রুত তীরের দিকে নিতে চাইল সে নৌকা। ফুলও সুযোগ পেয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করল।

নৌকা দু'টি ছিল শাহ সুলতান বলখী (র)-এর সফরসঙ্গীদের। তাঁরা বিপন্ন নারীর সাহায্যের আকুল আবেদন শুনে দ্রুত ধেয়ে এলেন। কয়েকজন একসঙ্গে বৈঠা চালাচ্ছিলেন তাঁরা। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেলেন দুর্গাদাসের নৌকার কাছে। দুর্গা নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালিয়ে গেল। ফুল আশ্রয় পেল দরবেশের দলে। ইসলামের সাম্য, মানবতা ও সহজ-সুন্দর জীবন ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে ফুল ইসলাম গ্রহণ করল। তার নাম রাখা হল ফাতিমা।

কাহিনী শেষ হলে কাশিম বলল, 'আল্লাহ আমার উপর বড় রহম করেছেন।'

'কিভাবে?' ফাতিমা জানতে চাইল।

www.pathagar.com

'আবদুর রহমান চাচার সাথে সাক্ষাত, সুলতান রুমী (র)-এর সাথে সাক্ষাত, ইসলাম গ্রহণ, বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ, সুলতান বলখী (র)-এর সাথে সাক্ষাত, জিহাদে অংশগ্রহণ, তোমার উদ্ধার লাভ– প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহ আমার উপর বিশেষ রহমত করেছেন।'
ফাতিমার মুখে দুষ্টুমির মৃদু হাসি ফুটে উঠল।
'সবই বুঝলাম। কিন্তু আমার উদ্ধারে তোমার উপর রহম করা হল কিভাবে বুঝলাম না।'
'বুঝেছ, তবু আমার মুখে শুনতে চাও', কাশিমও মৃদু হাসল, 'আল্লাহ তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার করে তোমাকে সেখানেই স্থান দিয়েছেন, যেটা আমার আখেরি মঞ্জিল।'
আবেগমদির স্বরে ফাতিমা বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম আমাদের নতুন জীবন দিল, জীবনে স্বপ্ন দিল, সুখ-শান্তি দিল। আর আমার কিছু চাওয়ার নেই।'

দুই সপ্তাহ পর। কাশিম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। সুস্থ হয়েছেন সেনাপতি সুরখাব এবং সকল মুজাহিদ। সেই সাথে রাজধানীতে শুরু হয়েছে বিরাট উৎসবের আয়োজন। পুন্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে বৃহত্তম উৎসব। নতুন শাসক হিসাবে সুরখাবের অভিষেক, রত্নমণির সাথে তাঁর বিয়ে, নতুন শাসকের নতুন সিপাহসালার কাশিম খানের বিয়ে, রাজ অমাত্য বদর আলীর বিয়ে, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক সালতানাতের অবিসংবাদিত সুলতান হিসাবে মাহমুদ বলখী (র)-এর অভিষেক। এতগুলি অনুষ্ঠান এক সাথে, কম কথা! চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। উৎসবের সাজে সাজতে লাগল রাজধানী। উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হল দরবেশের আস্তানা, বিশাল বটবৃক্ষের নীচে। সেখানে নির্মাণ করা হল চোখ ধাঁধাঁনো এক মঞ্চ।
এত যে আয়োজন, তার জন্য এক পয়সাও রাজকোষ থেকে ব্যয় করা হল না। শাহ সুলতান মাহী সওয়ার (র) ভাবী শাসককে সতর্ক করে দিয়েছেন, রাজকোষকে তিনি যেন নিজের মালিকানাধীন মনে না করেন। রাজকোষে সঞ্চিত সম্পদের মালিক হল প্রজাসাধারণ। মুসলিম শাসক হলেন প্রজাসাধারণের সেবক এবং তাদের সম্পদের রক্ষক। এই সম্পদ

www.pathagar.com

কেবল জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হবে। শাসক নিজের প্রয়োজনে এর এক কপর্দকও ব্যয় করতে পারবেন না।

তাহলে বিশাল এই আয়োজনের ব্যয় নির্বাহ কিভাবে হল? পুন্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে সেটা এক মহাবিস্ময়। প্রজাকূল স্বতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এল এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে। কেউ নিজের গোয়াল থেকে খুলে আনল একটা গরু, কেউ চারণভূমি থেকে ধরে আনল নিজের এক জোড়া ছাগল বা ভেড়া। যাদের সঙ্গতি কম, তারা অনেকে মাথায় করে বয়ে আনল ধান, চাল ও ডাল।

বটগাছের দূরপ্রসারিত ডাল-পালার নাগালের একটু বাইরে যেখানে প্রধান তোরণ রচনা করলে সবচেয়ে মানানসই হত, সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে থিকথিকে কাঁটা গাছের ঝোপ ছিল। উৎসাহী কর্মীদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তা সাফ হয়ে গেল। একবেলা পর সেখানে দেখা গেল সুদৃশ্য তোরণ।

পরদিন ছিল শুক্রবার। জুম্মার বিশাল জামায়াত বটতলাতেই অনুষ্ঠিত হল। নামায শেষে পর পর তিনটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হল জমকালো মঞ্চের উপর। প্রথমে অনুষ্ঠিত হল সুরখাব ও রত্নমণির বিয়ে। তারপর কাশিম ও ফাতিমার এবং সব শেষে বদর ও সখিনার বিয়ে পড়ানো হল।

হাজার হাজার মানুষ প্রাণ খুলে দোয়া করল নব দম্পতিদের জন্য। বিশাল বটবৃক্ষ সবুজ-সজীব শামিয়ানা মেলে রাখল সকলের মাথার উপর। মাঝে মাঝে পত্র-পল্লবের মৃদু আন্দোলনে মধুর বাতাসে বইতে লাগল। সে বাতাস বয়ে গেল রাজপ্রাসাদে, গৃহস্থালিতে, মাঠে, প্রান্তরে, করতোয়ার বুকে।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

ISBN 984-485-087-8

9 789844 850873